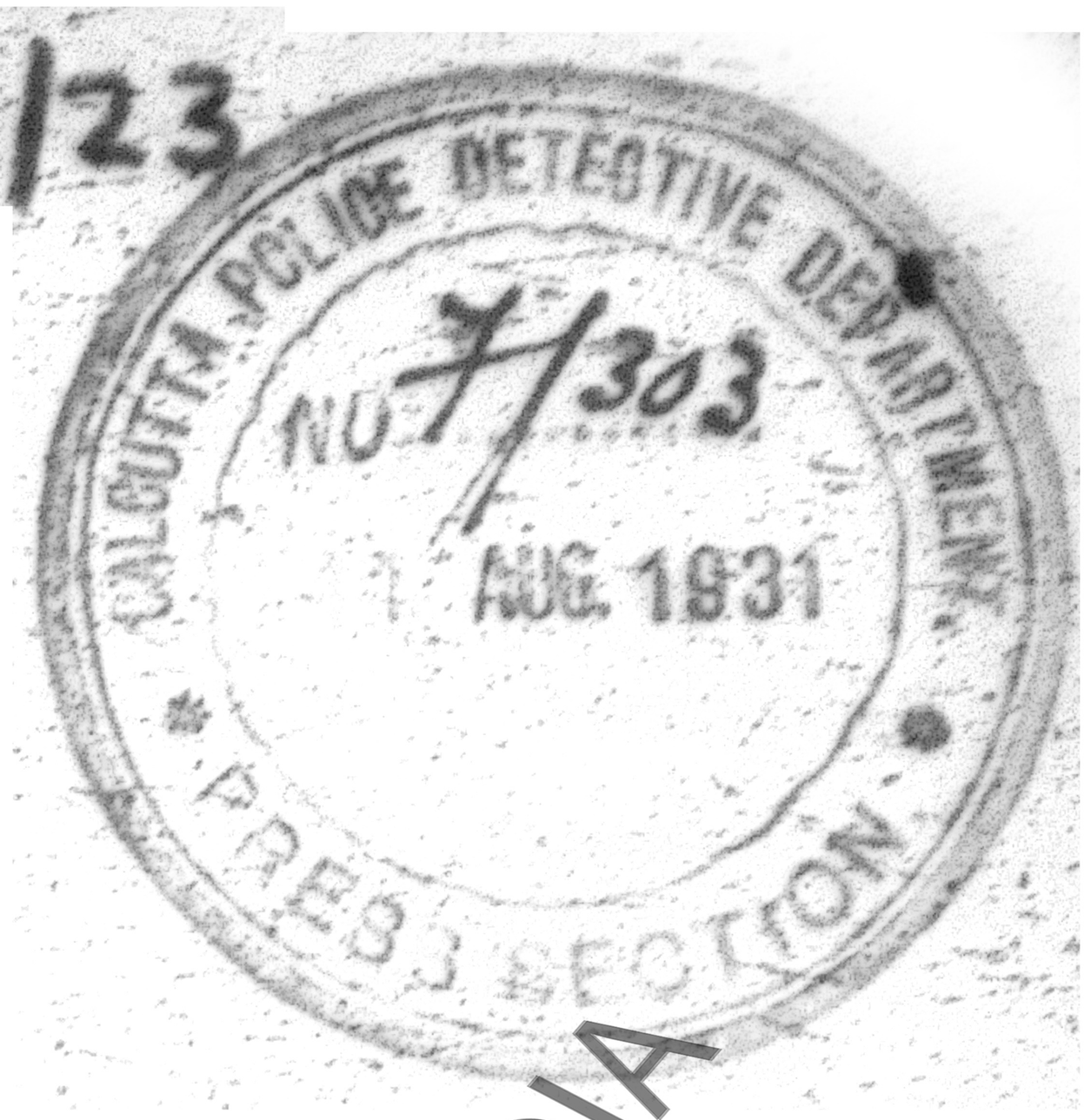
276

276
BANDYOPĀDHYĀẎ (Prabhātamohan)
Mukti-pathe.
Mahiṣabāthāna (Calcutta printed):
P. Bandyopādhyāya, [1931?].
2, 197 p., [6] plates. 18 cm.
Collection of nationalistic poems, most written while the author was in jail. Illustrated by the author's own drawings of prison scenes.
PP Ben B 40; PIB 183/23

NATIONAL ARCHIVES

PIC 183/23



মুক্তি-পথে

PIC 183/23.
COPYRIGHT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES

BANDYOPADHYAY (Prabhat - mohan)

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
মহিষবাথান

OF INDIA

মূল্য এক টাকা

ARCHIVES

NATIONAL



প্রবাসী প্রেস
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

উহারা ও আমরা	...	১
যাত্রারম্ভ	...	৫
শীতান্ত	...	৭
দেশের ডাক	...	৯
ভাড়ির দেশে	...	১৭
গুন-মহল	...	২০
স্বদেশী পুলিশ	...	২৩
বন্দী	...	২৬
ব্যর্থ	...	৩১
গীতা-যুদ্ধ	...	৩৫
প্রত্যাবর্ত্তন	...	৪৯
নিষ্প্রয়োজন	...	৪৮
আবোল-তাবোল	..	৫১
জন্মাষ্টমী	...	৫৭
ভৃত্য	...	৬১
শিশুর প্রশ্ন		৬২
কারাগারে	...	৬৭
প্রেতপুরী		৬৯
রুদ্রতপা	...	৭৭
প্রিয়জন	...	৮০
দুরাগ্রহ	...	৮৩
প্রার্থনা	...	৮৬
নবনীতি	...	৯১
হিংসাব্রতীর প্রতি	...	৯৬
যোগসূত্র	...	১০১
মৃত্যুভীত	...	১০৬
ফাঁসি	...	১১২
দুর্ব্বল আহ্বান	...	১১৫

ARCHIVES OF NATIONAL ARCHIVE OF INDIA

সাক্ষাৎ	...	১২১
ধর্ম্ম-বীর	...	১২২
উল্টা বুঝলি রাম	...	১২৩
ধর্ম্ম	...	১২৫
ভাগ্যগত	...	১২৭
ঈশ্বরেচ্ছা	...	১২৯
শিক্ষা	...	১৩০
চাবুক	...	১৩২
কায়ায় শরৎ	...	১৩৬
দস্যুহস্তে	...	১৩৯
অকাল বোধন	...	১৪০
দেশ-মাতৃকা	...	১৪২
প্রার্থনা	...	১৪৪
ভগ্নীর প্রতি	...	১৪৫
প্রশ্ন	...	১৪৯
দেশের যুবা	...	১৫০
সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে	...	১৫৪
দেশের নারী	...	১৫৮
ভাই ফোঁটা	...	১৬১
আশা	...	১৬৪
মুক্তি	...	১৬৭
প্রতীক্ষা	...	১৭৫
সোজা কথা	...	১৭৮
কঠিন প্রণয়	...	১৭৯
কবি	...	১৮০
দিন-লিপি	...	১৮৬
রেবা-রোধসি বেতস-তরুতলে	...	১৯২
ভ্রান্তি-স্বীকার	...	১৯৩
যুদ্ধ-বিরতি	...	১৯৫

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদপট (জয়যাত্রা)	...	শ্রীনন্দলাল বসু
কারাভ্যন্তর	...	গ্রন্থকার
নির্মল মহল	...	,,
রণপ্রভাতে	...	,,
প্রেতপুরী	...	,,
রাত্রি	...	,,
ঊষা		
দ্বিতীয় ও তৃতীয়		
কর্তব্যপরায়ণ প্রহরী	...	,,
শিবির—ক্রোধবিহ্বলা	...	,,
ফাঁসির ঘর	...	,,
শিশু-সত্যাগ্রহী	...	,,

গ্রন্থকার কর্তৃক অঙ্কিত এই পুস্তকের ছোট ছোট পত্রশেষের ছবিগুলি ছাপাখানার গোলমালে ঠিকমত সাজাইয়া বসানো হয় নাই। অন্তের অঙ্কিত একটি 'তিমি' মাছের ছবি অনর্থক বসিয়া গিয়াছে।

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



ভূমিকা

'মুক্তি-পথে' ছন্দে লিখিত হইলেও ঠিক কবিতার বই নহে; কাব্যের মাপকাঠিতে ইহাকে বিচার করিলে বোধ হয় অন্যায় করা হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশ যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মুক্তি-পথে অগ্রসর হইয়াছে লেখকের তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। পথে চলিতে নিজের ও অন্যের অক্ষমতা তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে; পথের বাধা-বিপত্তির সঙ্গেও ইতিমধ্যে তাঁহার কিছু সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে তাহারই ইতিহাস সংক্ষেপে মিলিবে। যে মহাজন-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজ শত সহস্র দেশ-ব্রতীর সহিত লেখক নিজেও সাধ্যমত চলিতে চেষ্টা করিতেছেন এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা আছে।

ইহার অধিকাংশ কবিতাই কারাগারে বসিয়া লেখা; কারা-প্রাচীরের বাহিরে লোকচক্ষুর সম্মুখে আসিবার সৌভাগ্য ইহাদের কোনোদিন হইবে কিনা তাহা তখন জানা ছিলনা। ভাষার অসংযম ও দৈন্য এবং সভাগ্রহীর অনুপযুক্ত মনোবৃত্তির পরিচয় এই বইখানিকে সুখপাঠ্য হইতে দেয় নাই। মুদ্রের মুখে আসিয়া বহুতের মহাবাণীর মর্য্যাদাও হয়তো সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই। কারামুক্তির পর রেলপথ ও ডাকঘর হইতে বহুদূরে গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমান লেখকের পক্ষে নিজে প্রুফ দেখা সম্ভব না হওয়ায় ছাপায় ভুল প্রভৃতি দোষ এ ক্ষেত্রে একরূপ অনিবার্য্য। যাঁহারা ইহার প্রকাশে নিষ্কামভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার, এবং যেদোষত্রুটি দোষক্ষালনের জন্য পাঠক-পাঠিকার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার ধৃষ্টতা লেখকের নাই। নানাকারণে বইখানি প্রায় পাঁচমাস ছাপাখানায় পড়িয়াছিল।

এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা ইতিপূর্ব্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 'দেশের ডাক' কবিতাটি 'মাতৃভূমির সেবা' নামে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বৈশাখ-পূর্ণিমা
মহিষ-বাথান

বিনীত
লেখক

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



কথা ছিল তারে মায়ের পূজার থালে
আনার অর্ঘ্য সবার অন্তরালে ;
দুর্গমপথে নির্ভয়ে তুলি মাথা
চলিব গাহিয়া সত্যের জয়গাথা ;
বিদ্বেষ রোষ স্বার্থেরে সযতনে
করেছিনু পণ জিনিব আপন মনে ;
আর্ত্তের লাগি মাতৃভূমির লাগি
প্রাণ দিব হাসি—শত্রুর শুভ মাগি।
দুর্ব্বল মন—দুর্ব্বল মোর দেহ,—
ভাবিনি তখন,—করি নাই সন্দেহ।

দু'পা না চলিতে পিছনে ফিরিয়া দেখি—
কি করিব বলি' করিয়া গিয়াছি একি।
চলিবার পথে পথ ভুলে বারে বারে
বিপথে ফিরেছি কেবলি অন্ধকারে।
ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলিয়াছে অহমিকা ;
জ্বলিয়াছে বুকে রোষের বহ্নিশিখা,
ভালো না বাসিয়া অরিরে করেছি ঘৃণা ;
মুক্তি চেয়েছি কোনো তপস্যা বিনা ;
অপরেরে কটু কয়েছি মনের ক্ষোভে ;
মন্দ করেছি ভালো করিবার লোভে ;
হাঁটিতে বসিতে শুধু অন্যের মত
ভুলেছি সত্য,—ভেঙেছি প্রেমের ব্রত।

চেষ্টা ও চ্যুতি কিছু না গোপন করি
আজি মোর কথা সবারে দিলাম ধরি।
পথে ও বিপথে চলেছে যে টানাটানি,
স্নেহচোখে দেখো তা'র ইতিহাসখানি।
নূতন পথিক, কিছু যদি ঢের তব
জানা কোনো কাজ—তা' হ'লে ধন্য হ'ব।

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

উৎসর্গ

আমার প্রাণের তরী যা'রা দেছে পূর্ণ করি দাঁড়ায়ে সম্মুখে,—
যা'দের কল্যাণ-আঁখি সুদূরে অলক্ষ্যে থাকি শক্তি দেছে বুকে,—
যাহারা মরিছে ক্লেশে স্বদেশেরে ভালবেসে মুক্তির সন্ধানী,—
তা'দের সবার করে সঁপিলাম শ্রদ্ধাভরে দীন অর্ঘ্যখানি।



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



কারাভ্যন্তর

সেণ্ট্র্যাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF

'বঙ্গবাণী' সম্পাদক মহাশয় সমীপে

'সমালোচনার্থ'

প্রেরিত।

মুক্তি পথে

উহারা ও আমরা

উহারা চলেছে সাজায়ে সপ্তডিঙা,
বাজিছে দামামা,—উড়িছে জয়ধ্বজা ;
আকাশ কাটায়ে ধ্বনিতেছে রণ-শিঙা ;
তীরে বসি হেথা মোরা দেখিতেছি মজা।
জীবনে জিনিতে উহারা বেঁধেছে কটি ;
মাথায় মুকুট, বরদেহে বীর ধটি ;
ব্যোম, বিদ্যুৎ, আলো, ছায়া,—নট নটী,—
বহ্নি, বাষ্প,—নাচে বিচিত্র ছাঁদে।
আমরা কেবল ভাবি হাত দিয়া গালে
'দুর্ভাগাদের কি হ'বে দুদিন বাদে!'

মোরা ভালো ছেলে ধীরে ধীরে চলি পথে
সভয়ে ধরিয়া পিতামহদের রথ ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এতটুকু চূণ খসে যদি পান হ'তে
পরিজনে করি বিষবাণে জর্জ্জর।
উহাদের ভয়ে আঁখি মুদি সদা রহি,
ভাগ্য বলিয়া শত লাঞ্ছনা সহি ;
বর্ত্তমানেরে তিলে তিলে ফেলি দহি
চক্ষে ভরিয়া অতীত-স্বপ্ন-মোহ।
মোরা করি 'পূজা',—ওরা বলে 'ছেলেখেলা,'
ওরা করে 'কাজ'—মোরা বলি 'বিদ্রোহ'।

মোরা বাঁধি সেতু ইহকালে পরকালে
অলস শয়নে আধ-জাগরণে ঘুমে,
ঠেলে ঠুলে নিজ দীনতার জঞ্জালে
ছিন্নকন্থা বিছায়ে শীতল ভূমে।
আমরা ওদের অধীরতা হেরি হাসি,
পাঁজি পুঁথি দেখে বাহিরের ঘরে আসি ;
ওরা খায়, আর মোরা রহি উপবাসী ;
ওরা বাঁচে, আর আমরা জীবন ধরি ;
ওরা আগে চলে, মোরা ব'সে ব'সে ভাবি,
'কতদিন হায় চলিবে এমন করি!'

যুগে যুগান্তে এমনি চলেছে সবে,
মোরাও একদা চলেছিনু পড়ে মনে—

ধরণীর পথে মানুষের গৌরবে
আঘাতে বিপদে যুঝিতে মরণ-পণে।
চিরদিন হেন 'ডোবার' কিনারে বসি
জপি নাই মালা, করি নাই একাদশী ;
মরুকান্তারে সাগরে ভূধরে পশি
আঁধার ভুবনে জেলেছি জ্ঞানের বাতি।
উৎসববেলা কেটে গেছে তাই আজি
কাঁদিয়া জিনিব—'বাসি'র বেসাতি পাতি!

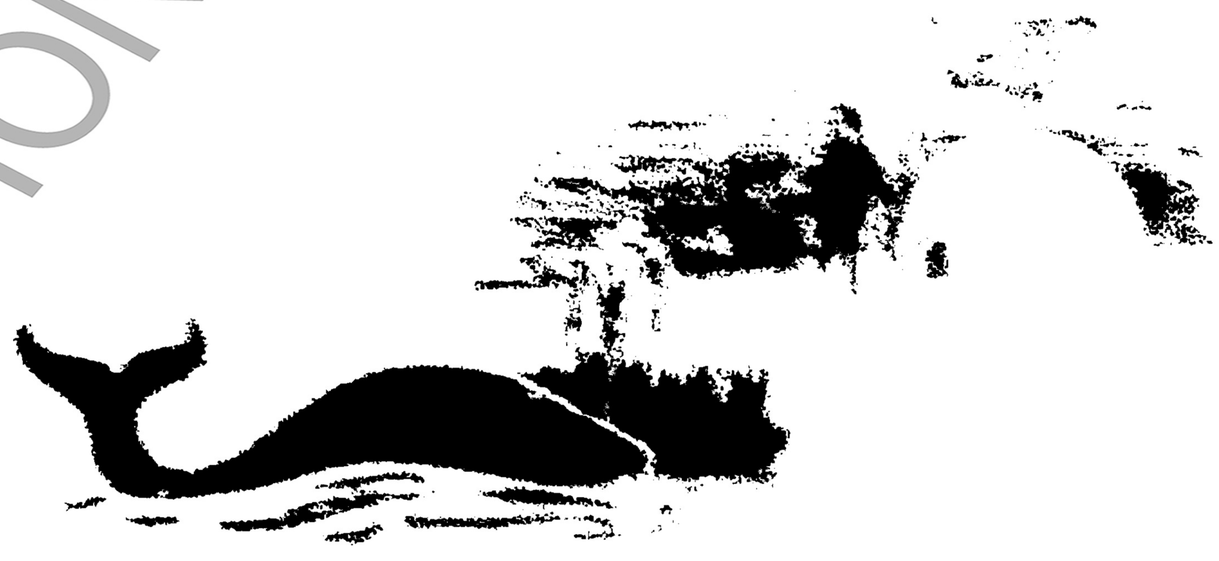
উহারা অবুঝ, দেশে দেশে ফিরে ঘুরে,—
দিনে রাতে মিছে খেটে খেটে মরে ঘামি ;
আমরা চতুর,—বুঝেছি নিখিল জুড়ে—
সব মায়া, সব স্রষ্টার নষ্টামি।
নির্ভয়ে তাই চক্ষে আঁটিয়া ঠুলি
কষিয়া চালাই তাস পাশা, গাঁজা গুলি ;
দুইদিন বাদে ধূলায় হইব ধূলি—
ইতরের মত কাজ কি গণ্ডগোলে ?
মারিছে মারুক এপারে যে যত পারে
ওপারেতে গিয়া 'দিদিমা'রে দেব ক'লে।

মোরা কথা কহি, মধু কথা কহি মোরা,
লঘু কুটীরে 'রাজা ও উজীর মারি'।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ওরা জয়রথে—তিনির রসুয়া
মোরা রথাব—টানির রশি গাঁথে
ওরা লুঠে লয় ছলে বলে কৌশলে—
সোহাগে গলিয়া মোরা পড়ি পদতলে ;
মনুরে বুঝাই 'এবার মরণ হ'লে
মোদের স্বর্গ ওদের নরক হ'লে'
ওরা চোর, মোরা বিনা দোষে দোষী
লবিয়া শুনিয়া হিংসায় ফুলে ওরা।

সৈ, ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন



ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

যাত্রারম্ভ

[illegible] অমবে না আর,—বেজায় গণ্ডগোল
[illegible] কবি কুঞ্জবনের দুয়ার এবার খোল্।
[illegible]থাই এ'ল চাঁদ্‌নী-রাতি চল্‌বে না আর চড়ুইভাতি,
[illegible]সুর বেলায় খঞ্জনসাথে বিজন নদীতীরে ;
[illegible] ঘাটে বোঝাই কিরে হচ্ছে লোকের ভিড়ে।

[illegible] এম্‌নি ক'রে থাক্‌বে সবাই বিফল ভাবনায় ?
[illegible]প্রাণে যদি নূতন খেলা—লজ্জা কিসের তায়।
[illegible] জনতার কলরোলে পাঁচন কাঠি তাকে ঢোলে,
[illegible]লক্ষ্যহারার চুল্‌বে বলে' জাগ্‌ল নটরাজ।
[illegible]সুরের রেশে সুরের দেনা আর কি চলে আজ !

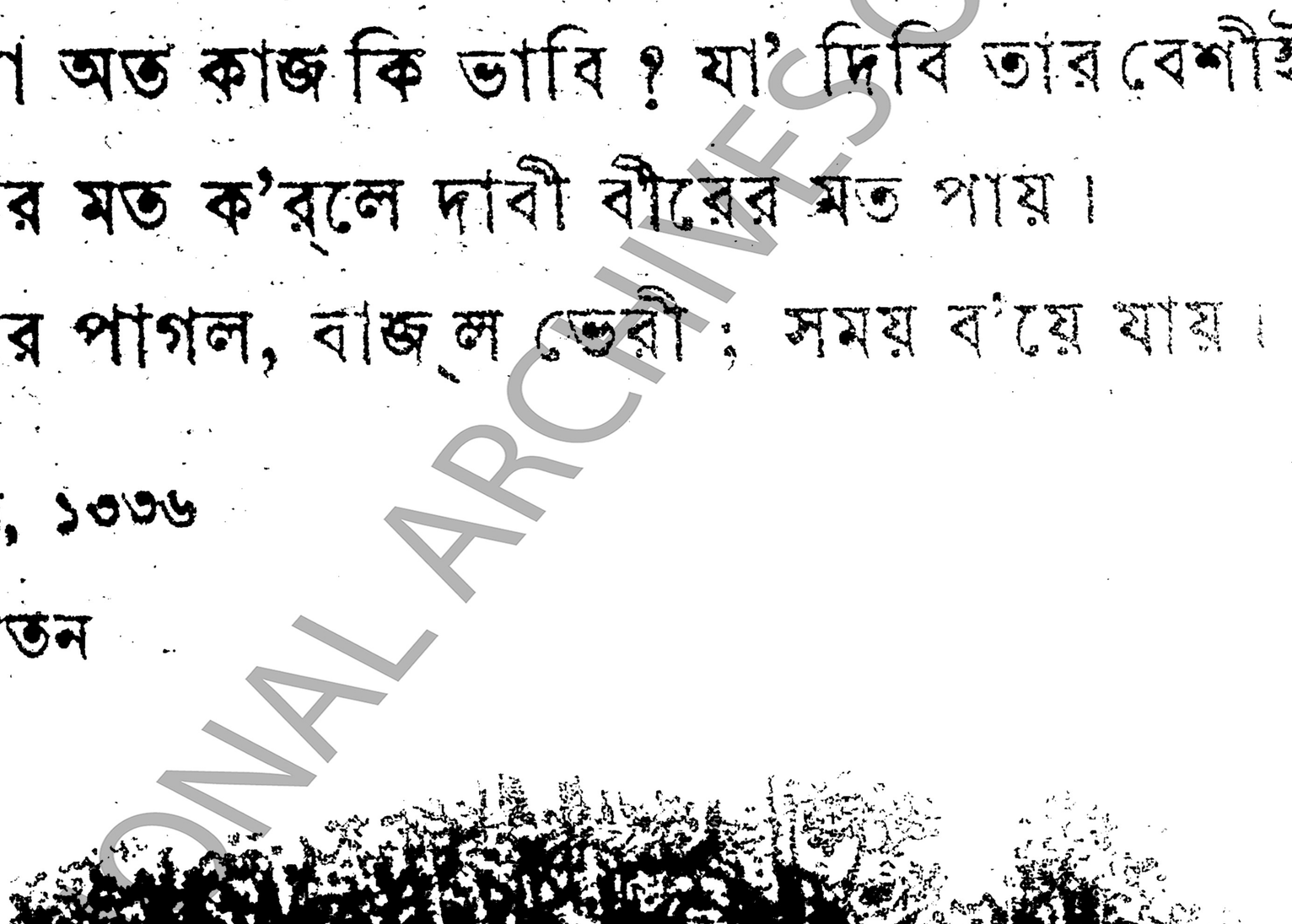
[illegible]কার মত দাঁড়িয়ে কেন দেখিস্ দিগ্‌দিক ?
[illegible] করবিস্ ভালো যে তুই,—যা' বুঝেছিস্ ঠিক।
[illegible]পিছন পানে ফিরে ফিরে করুণ চোখে তাকাস্‌নিরে ;
[illegible] যায় যদি যাক্ কণ্ঠ চিরে জয়ধ্বনি কর।
[illegible] পাষাণের ঘুম ভেঙেছে অনেক দিনের পর।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মর্ম্মরিত বনান্তরের কূজন কুহরণ
মুহূর্ত্তেকে ফেল্‌ল ঢেকে তরঙ্গ-গর্জ্জন।
আয় দেখি তোর শক্তি কত, ধর দেখি গান বীরের মত ;
সকল ক্ষতি সকল ক্ষত ভুলিয়ে দে আজ সবে ;
আয় নিয়ে তোর জীবন-গাথা—মৃত্যু-মহোৎসবে।

আয় নিয়ে তোর ভাষার আগুন—আয় নিয়ে তোর প্রাণ ;
যা' কিছু তোর আছে যেথায়—নিঃশেষে কর দান।
মিথ্যা অত কাজ কি ভাবি ? যা' দিবি তার বেশীই পাবি ;
বীরের মত ক'র্‌লে দাবী বীরের মত পায়।
ওঠ্‌রে পাগল, বাজ্‌ল ভেরী ; সময় ব'য়ে যায়।

২৫শে চৈত্র, ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শীতান্ত

বন্ধু, শোনো—শুন্‌বে যদি নিতান্ত,
আজকে আমার মনের বনে শীতান্ত।
আজ যা' কিছু ধূসর ধূমল ভূমে লোটায়;
বসন্ত আজ শুক্‌নো গাছে কলি ফোটায়;
ভুল ছুটেছে, ভয় ভেঙেছে কৃতান্তের;
বাতাসে আজ জয়ধ্বনি শীতান্তের!

এই কথাটী ভাব্‌তে কি আনন্দ ভাই—
আজকে মোদের দ্বন্দ্বে কারো মন্দ নাই।
আজকে বাধা পথের বাধা মোদের ভাবে
বাইরে মোদের হারিয়ে তারা বক্ষে পাবে।
বিশ্বে হবে বিলিয়ে দিতেই আমার জয়।
দ্বন্দ্ব করি যার সাথে সে শত্রু নয়।

আজ ভুলেছি সকল ক্ষতি এক আশায়;
আজ ডুবেছে সকল ভাষা এক ভাষায়;
আজ আমারে ডাক দেছে যে মহোৎসবে,
আমার জয়ে তাহার পূজা পূর্ণ হবে;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জলবে যখন মলিন ভালে ব্যর্থতার—
তাহার চুমা,—বুঝব তখন অর্থ তার।

বুঝব তখন জয় পরাজয় নিঃশেষে,
আমার যে সুখ—ছড়িয়ে যাবে বিশ্বে সে ;
আমার ব্যথা নিবিড় হ'বে সবার বুকে,
আমার হাসি মধুর হ'বে সবার মুখে,
পথের গৃহ সহজ হবে নিতান্ত ;
তাই বলি আজ মনের বনে শীতান্ত।

২৫ শে চৈত্র, ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন

ARCHIVES OF NATIONAL INDIA

দেশের ডাক

ওপারে নগরীর হাজারো ঘরে
কত না কোলাহল কত না আলো !
এপারে জনহীন জলার চরে
নিশুতি নিশা নামে নিবিড় কালো।
প্রবল বায়ু-বেগে সমুখে পিছে—
সঘনে তালবীথি মর্ম্মরিছে ;
আঁধারে উদাসি জ্বলিছে জলরাশি
তারার ছায়া তাহে শোভিছে ভালো !
জনতা হ'তে দূরে বিজনপুরে
নীরব ম্লানালোক কুটিরখানি ;
কঠিন ব্রত ল'য়ে মিলেছি এ আলয়ে
আমরা শুচিব্রত অবোধ প্রাণী।

আশায় উদ্বেগে অধীর হিয়া
এসেছি গৃহ ছাড়ি পথের 'পরে ;
যাহারা বন্ধনে আরামে আছে
মোদের সুখ নাই তাদের তরে।
সমাজ সংসার মমতা স্নেহ—
বাঁধিতে পারে নাই আজিকে কেহ,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দারুণ দেবতার ডাক যে পেল তার
আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।
আদেশ আসিয়াছে—"ঘুচাতে হবে
যে পাপ যুগে যুগে হয়েছে জমা ;
যাহারা অপমানে নিয়তি বলি মানে
নিয়তি তাহাদের করে না ক্ষমা।"

যাহারা জীবনেরে বেসেছে ভালো
মরণ আজিকে যে তাদেরি যাচে।
বাঁচার মত যারা বাঁচিতে চাহে
মরার অধিকার তাদেরি আছে।
এ রণ আজিকার কঠিন বড়,
আজি এ অভিযান নূতনতর ;
অরিরে ভালবেসে—মরিতে শিখাবে সে
মাথা না করি নত ভয়ের কাছে।
মানুষ-পশুদের ভোগের লাগি
মানুষ ছিল পোষা পশুর মত ;
মানুষ-দেবতা যে জেগেছে তারি মাঝে
পশুরে করিবারে চরণে নত।

রচিত যে কারার প্রাচীর রাজি
তোমার ভয়ে আর তোমার পাপে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তোমরা মাথা তুলে দাঁড়ালে আজি
সে কারা যাবে ধ্বসি বিধির শাপে।
যে চোর এসেছিল আঁধার রাতে
মাণিক দেছ তারে আপন হাতে ;
সে যদি আজি তায় ছাড়িতে নাহি চায়
কি হবে গালি দিয়া মনস্তাপে ?
সে যদি ভুলে থাকে আপন পদ
শিখাতে হ'বে তারে নূতন করি।
চাহ যে প্রতিকার উপায় কর তার ;
গেয়ো না পুরাকথা ধূলায় পড়ি।

প্রবল পশুবল পাশব দ্বেষে
তুলেছে শিরোপরে হাজারো ফণা।
আগুন ছুটিয়াছে সারাটা দেশে
জ্বলিছে দেহে প্রতি শোণিত-কণা !
অসহ অপমানে অত্যাচারে
মানুষ মানুষেরে পিষিয়া মারে, ;
পিশাচ পূজা চায়, আদেশে তারি হায়
নফর করে তার পিশাচ-পনা।
এ লাজ রাখিবার নাহিক' ঠাঁই
তারা যে আমাদের আপন ভাই !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পরের কারাগারে মায়েরে বেঁধে মারে
জগতে এ দাসের তুলনা নাই।

অনেক ঘুমায়েছি জাগিতে হ'বে !
অনেক সহিয়াছি আর না সহে ;
যে পাপে যে গরলে জ্বলিছে দেশ
তাহার শেষ আজ না হ'লে নহে।
আজিকে সব ভুলে অকুতোভয়ে
মরণে যেতে হ'বে অথবা জয়ে।
বসিয়া ভাবিবার সময় নাহি আর,
যুগ যে কেটে গেল,—বেলা যে বহে।
রুধিতে হবে আজ পাপের পথ
আপন বুক দিয়া—জীবন দিয়া।
শুধিতে হ'বে ধার ক্ষুধিত দেবতার
অযুত নরমেধ অনুষ্ঠিয়া।

আঁধারে দেছে দেখা নূতন জ্যোতিঃ
পাথারে গেছে দেখা কূলের রেখা।
তরণী চল বেয়ে ত্বরিতগতি—
আজিকে ফিরে যাবে ললাট-লেখা।
আকাশ ঢেকে আসে প্রলয়-মেঘে,
সাগর আলোড়িত তুফান-বেগে,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মাথার 'পরে থাকি অশনি উঠে ডাকি
তড়িতালোকে সুখে চলরে একা।
যে তারা জ্বলিতেছে নিশায় আজি
সে যদি ঢেকে যায় তিমির-তলে
নূতন উষা আসি তমসা দিবে নাশি
ধরণী যাবে ভাসি আলোর জলে।

যে উষা আসিতেছে তাহারি আভা
জেগেছে বহুদূর দেউল-চূড়ে।
মানুষ উঠিয়াছে মরণ-জয়ী
হাজার বছরের কবর ফুঁড়ে।
আজিকে ভাঙ্গা চাই সকল বাধা
অধিরে প্রেমডোরে চাইরে বাঁধা;
চোখের ঠুলি খোলো শেখানো বুলি ভোলো
আলো জাগায়ে তোলো নিখিল জুড়ে।
আজি এ শুভদিনে সবাই এস,
জ্বলিছে হোমানল, ডাকিছে হোতা—
"মায়ের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান?
পূজার ফুল কই আহুতি কোথা?"
সবারি বুকে আছে পূজার ফুল,
সবারি দেহে হয় হোমের হবি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দিবে কি নাহি দিবে দৈবকাজে—
তোমার আপনার ইচ্ছা সবি।
সে হবি নিজভোগে গরল হ'বে
তোমার তিলে তিলে জীবন ল'বে ;
লুকায়ে রাখো ল'য়ে—সে ফুল কাঁটা হ'য়ে
বিঁধিবে নিতি নব জনম লভি।
নিজেরে না ভুলিলে নাহিক ত্রাণ,
উজল হ'বে চল অনল-স্নানে।
নিখিল নরলোক আজিকে সুখী হোক
মোদের ক'জনার জীবন-দানে!

অভাগা কোটি কোটি তোমার ভাই
ক্ষুধায় রোগে শোকে জর্জ্জরিত,
দুবেলা ঘরে বসি কলহ করে
নেশায় ডুবে ভোলে প্রাণের ক্ষত।
তারা যে পড়িয়াছে বিধির রোষে
সে শুধু তব পাপে তোমার দোষে
তাদের সে নরকে বাঁচাতে কি কর কে ?
তাদের সাথে তব প্রভেদ কত ?
মাটির দীপে তার করেছ হেলা
বিদেশী বাতি জ্বালি অশুভক্ষণে ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

উঠিবে দিবা যবে সে আলো কিবা হ'বে
হারাবে মাঝে হ'তে আপন জনে।

ক্ষুধিত লাঞ্ছিত ভাগ্যহত
বাঁচিয়া আছে মরি যাহারা সবে,
আজিকে পথে পথে তাদের লাগি
ফিরিতে হবে ডাকি মাভৈঃ রবে।
তোমার শুভবোধ তোমার স্নেহে
চেতনা দাও যত অবশদেহে।
তাদের ভালো যাহা তোমারে আজি তাহা
যতনে নতশিরে শিখিতে হবে।
ব্যথিত ভগবান, ব্যথিত ধরা,
পাপের পরিণাম হয়েছে সুরু।
মোদের সেনাপতি আজি অখিল-পতি
মোদের গুরু আজ জগদ্‌গুরু।

যদি না ফিরি আর নাহিক' ক্ষোভ,—
যদি না দেখে যাই কাজের শেষ—
কিছুরি 'পরে মোর র'বে না লোভ—
কাহারো 'পরে মোর র'বে না দ্বেষ।
আঘাত যদি হয় কঠিন বড়—
মোদের হ'তে হবে কোমলতর.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মরিতে হ'বে যায়—তার কি আসে যায়—
কে তারে দিল গালি কে দিল ক্লেশ।
যে আশা মিটে নাই মিটিবে না ক'—
বাকী যা' আছে কাজ, রাখো তা তুলে।
রহি বা নাহি রহি—সকল ব্যথা সহি
আঘাত দিয়া যাব পাপের মূলে।

নিজের শত ক্ষত সকল ক্ষতি
ভুলিতে হবে আজ সবারে স্মরি।
সকল সুখসাধ যশের মোহ—
চলিতে হ'বে নিজে দলিত করি।
দেউলে দিবালোকে যে পূজা হ'বে
জগৎ জুটিবে সে মহোৎসবে।
শেফালি তারি লাগি আঁধারে রবে জাগি—
উষায় তরুমূলে পড়িবে ঝরি;
কেহ বা পাবে ঠাঁই সোনার থালে
প্রভাতে দেবতার পূজার ক্ষণে,
কেহ বা ধূলি সাথে মিশায়ে যাবে প্রাতে
তাহারে কারো আর র'বে না মনে।

২০শে বৈশাখ
মহিষবাথান

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তাড়ির দেশে

ভাব্‌লে পরেও শিউরে ওঠে গা,
তাড়ির টাকায় বেঁচে আছে গাঁয়ের পরে গাঁ !
চাষ আবাদের নাইকো চেষ্টা—তালের গাছে ভরা দেশটা ;
দিনে রাতে কেবল খালের জলে
নৌকা বোঝাই তাড়ির পিপা চলে ।

বল্‌বে তুমি উপায় কিছু নাই,
আলস্যেতে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে রবে তাই ?
তোমার মতন শিষ্ট শান্ত দেখ্‌তে এরাও, হায়, কে জান্‌ত
এদের বিষে দেশের দেহ ভরে,
সাঁওলামি হয় লক্ষ লক্ষ ঘরে !

ঘুমিয়ে থাকার বিধি দেছেন ফল,
দেশের মজুর দেশের চাষা চল্‌ল রসাতল !
পেটে যাদের নাইকো অন্ন বেচ্‌তে নেশা তাদের জন্য
বসে আছে গ্রামের পরে গ্রামে
জোঁকের বংশ একান্ত আরামে ।

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

ওরে আজ আর নাইরে সময় নাই !
চোখের কাছে মানুষ মারে দেখ্‌বি বসে' তাই ?
ঘরে ঘরে নেশার ঝোঁকে, খুনোখুনি কর্‌বে লোকে
নারীর 'পরে কর্‌বে অত্যাচার
তোর গায়ে কি লাগ্‌বে না পাপ তার ?

তুই না ভদ্র—তুই না জ্ঞানবান ?
তুই না বসে' করিস্ ধ্বংস ওদের চাষের ধান ?
নেশার টাকায় শিক্ষা নিয়ে তুই না মরিস্ ছট্‌ফটিয়ে
বুদ্ধি-গর্ব্বে—এই কি রে সেই বোধ ?
যার খেলি তার এম্‌নি দিবি শোধ !

আর দয়া নয়,—আর করা নয় মাফ ;
সমূলে শেষ কর্‌তে হবে আজ এই দেশের পাপ !
কক্‌ক ওরা কান্নাকাটি,—লাগায় মাথায় লাগাক্ লাঠি,
ইচ্ছামত যা' খুসী দিক গালি !
গাছে উঠে 'মোচ্' কেটে যা খালি ।

ভয়েই মরিস্—খুন হ'তে হয় পাছে ?
একটা মাথা ভাঙ্‌ল না হয়,—অনেক মাথা আছে ।
গাছের কাছে থাক্‌বে ঘিরে, তাই ব'লে তুই আস্‌বি ফিরে ?
ঐখানেতে শুকিয়ে পড়ে থাক্ !
ওদের তরে ঈশ্বরেরে ডাক ।

WWW.NATIONALARCHIVES.ORG.IN

দেখ্‌বি ওদের লজ্জা পেতেই হ'বে।
তাড়ির আবাদ বন্ধ করে' অন্য আবাদ ল'বে।
আপন গাছে আপনি উঠি উপার্জ্জনের কাট্‌বে টুঁটি,
চোরের চেয়ে অধম পাপীর দল
ঘুধ্‌রে যাবে, ঘুচ্‌বে অমঙ্গল।

পাঁচুমিয়া



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নুন-মহল*

তেপান্তরের মাঠের মাঝে বাব্‌লাবনে শুক্‌নো মুখ
দাঁড়িয়ে আছে অতীত পাপের স্মৃতি ;
নুনের দেশের নিমক-মহল, বেনে রাজার খাস তালুক,
কাতর চোখে দেখ্‌ছে কালের রীতি !
গুঁড়িয়ে গেছে গুদামবাড়ী ছড়িয়ে গেছে ইঁটের রাশ
কুঠি ঘরের চিহ্ন পাওয়া ভার ;
চিম্‌নি জোড়ায় একটা গেছে তার পরে আজ গজায় ঘাস ;
একটা বাকী, ভিতে ভাঙ্‌ন তার !
দীর্ঘরাতের দুঃস্বপনের সাক্ষী সে এক উচ্চশির
মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া ;
সবুজমাঠের জল্‌সা সভায় একটা বিকট কুস্তিগীর
কস্‌ছে যেন বেখাপ্পা পাঁয়তাড়া !

নেহাৎ গরীব এক বেলা যে আধ পেটাতে দিন কাটায়
তারো যে নুন নিত্য লাগে কাজে,—

---

* ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইবার পর স্থানে স্থানে লবণ তৈয়ারী করিবার জন্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন। মহিষবাথান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে এইরূপ একটি নিমক-মহলের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



ពិធីបុណ្យ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



নিখরচাতে পথে ঘাটে যে খুন মানুষ সদাই পায়
জলে যে খুন,—যে খুন মাঠের মাঝে,—
সে খুন যখন নেয়গো রাজা ছিনিয়ে প্রজার মুখের গ্রাস
সে খুন বেচে টাকায় ওঠে কেঁপে,
দীনদুনিয়ার দেবতা কাঁদেন দেখে দীনের সর্ব্বনাশ,
আসন তাঁহার তখন ওঠে কেঁপে।
সেই নিমকের দালাল সেজে গোলাম যত দেখায় দাপ,
দেশের মানুষ দেশের রক্ত শোষে;
সপ্তপুরুষ রাজৈশ্বর্য্য-(চৌদ্দপুরুষ বিধির শাপ)
বংশ তাদের ভোগ করে' যায় বসে।

নিমক-মহল। নিমক-মহল। ভাঙ্‌ল তোমার দর্প আজ
যতই মাথা উর্দ্ধে ধরো তুলে।
ঠগ মুলুকের জুলুমবাজী মান্‌বে না আর লোক-সমাজ
প্রাণ দেবে না ভূতের ভয়ে ভুলে।
জল আমার বায় যে কেড়ে আমার করি কণ্ঠরোধ
আমার দেশে হ'বে না তার ঠাঁই।
যতই করুক অত্যাচার আর যতই খুসী দেখাক ক্রোধ
আমার ঘরে অন্ন তাহার নাই।
হোক্ সে চালান বিদেশ থেকে, হোক সে তোমের কারখানায়
খুন-মহলে এমনি নিজের দেশে.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পরের কাছে কিন্‌বে না আর যে নুন গরীব এম্‌নি পায়,
যতই ডাকাত মারুক্ তারে এসে !
দেশজুড়ে আজ প্লাবন এল, অনেক ভীতি অনেক ভুল
ভাসিয়ে দিল অনেক যুগের গ্লানি ;
প্রাণজুড়ে আজ ফাগুন এল মনের বনে ফুট্‌ল ফুল ;
কাজের মাঝে বোবায় পেল বাণী ।
আজ্‌কে যত নিমক-হারাম স্রষ্টা তোমার নুন-মহল
অস্ত্র নিয়ে অথই জলে ভাসে :
মানুষ হ'তে চায় না পশু, চায় না হ'তে টাকার কল,
সাগর পারের বিলাস বুঝি ফাঁসে !
আজকে তোমার ধ্বংসশেষে দূরের পথিক দাঁড়িয়ে তাই
এক ফোঁটা জল আন্‌তে নারি চোখে ।
দেশজুড়ে যে নুন ফুটেছে ! কোথাও তোমার নাইক ঠাঁই ;
নিমকমহল ! চায় না তোমায় লোকে ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্বদেশী পুলিশ

(লালবাজার)

হাসিয়া সয়েছি বিদেশী পশুর পাশব অত্যাচার ;
তোমার মুখের কুৎসিৎ গালি সহিতে পারি না আর ।
প্রাচীরেতে ঘেরা নিভৃত প্রাসাদে গোরা-পাহারার মাঝে
লৌহদুয়ার রুদ্ধকক্ষে কহ আজি কোন্ লাজে
আমাদের সাথে এই ভদ্রতা করিছ ভদ্রবেশী ?
কাহার নিমকে পালিত তোমার বরবপু কোন্ দেশী ?
পরপদ লেহন । শক্রর ভাবে করিয়া নিষ্ঠুরতা
তুমি যে স্বদেশী কেমন করিয়া ভুলিতেছ সেই কথা ?
কেমনে ভুলিছ তুমি পাপ কর যাহার মুখেতে চাহি
তাহার হৃদয়ে তোমার আমার কারো লাগি স্থান নাহি ।
আজি যে পাদুকা প্রহার করিয়া মোরে দেয় জর্জ্জরি
কালি সে পাদুকা জীর্ণ হেরিলে ধূলায় ফেলিবে অরি ।
তোমার স্বদেশ তোমার সমাজ তব আত্মীয় জ্ঞাতি,—
ধর্ম্মের দ্বারে মহাপাপ আর ইতিহাসে অখ্যাতি,—
সব দিয়ে তুমি কিনিতে চেয়েছ যাহার করুণাকণা,—
হাসিমুখে তুমি বিষে ভরে' দেছ যা'র উদাত্ত ফণা—
তোমার আপন ভায়েরে বধিতে,—যাই তুমি মনে করো
—তার চোখে আজ তোমাদের চেয়ে আমরা মহত্তর ।

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

আমরা তোমার কিছু করিব না জানো তাহা ভালোরূপে
তাই হেথা আজ করো বিক্রম লুকাইয়া চুপে চুপে ;
কানে ধরে' তাই দেশের ছেলেরে সন্তানসম তব—
প্রহরীরে দিয়ে করাও প্রহার—গালি দাও অভিনব।
কাপুরুষ, তুমি অমানুষ এই নির্য্যাতনের জাঁতা—
কি ভাবে চালাও তব প্রিয়জন জানিয়াও জানে না তা।
তোমরা দেশের শান্তি রাখিছ—একি প্রহসন হায় ?
ঐ মুখে পায় শিশুরা শিক্ষা—প্রিয়া প্রেমভরে চায়।
যে মুখে আমার জননীর নাম তুলিয়াছ কৌতুকে
কেমনে ভুলিলে তোমারো মায়ের চুমা ছিল ঐ মুখে।
বুক ভরে ওঠে নখরে দশনে হিংস্র পশুর ভিড়ে,
টুঁটি টিপে চায় ঐ পাপমুখ ঘসিয়া ফেলিতে ছিঁড়ে।
সহসা নিমিষে সকল ছাপায়ে কানে পশে কার ডাক।
বিদ্বেষ-বিষ মধু হয়ে রচে বেদনার মৌচাক।
শিহরি সহসা মনে পড়ে তুমি আমারি দেশের ভাই
তোমার—আমার—সবার লাগিয়া আমি স্বাধীনতা চাই
মনে পড়ে যায় তোমারি মতন বহু প্রিয়জন মম—
দেশের শোণিতে বিদেশীর সেবা আজো দেয় নির্ম্মম।

নূতন জীবনে আমি যে মন্ত্র লয়েছি গুরুর কাছে
দুর্ব্বল মন বারে বারে তারে অপমান করিয়াছে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

"ভীরু আপনার ভয় ঢেকে রাখে অস্ত্রে অত্যাচারে ;
মোরা নির্ভয়,—কায়মনে শুধু ভালোবাসা দিব তারে"—
এই ব্রত মোর , ক্ষমিয়ো বন্ধু, মুখের কথায় তব
আমি ভুলেছিনু আমার প্রাণের এ বিপুল বৈভবও ।
তোমার আঘাত তব অপমান, তব নিষ্ঠুর কথা
আজো যে হয়নি শান্ত—এ শুধু মোদেরি দুর্ব্বলতা ।
যাহারা আনিবে স্বাধীনতা দেশে—যাদের বৈতালিকে
শান্তি জাগিবে হিংসার পাশ ছিঁড়ে ফেলে' দিকে দিকে—
তাহাদেরো মনে থাকে যদি ভীরু, আঘাতে বেদনা পেয়ে
পথ ছেড়ে' যদি ছুটিয়া পলায় দলে দলে মাফ চেয়ে,
শ্রদ্ধা তোমার না পারে জাগাতে আপনার আচরণে
সে দোষ কাহার ? তবুও বন্ধু আজো কি ক্ষণে ক্ষণে
উন্নতশির নির্ভীক যত নারী ও পুরুষে দেখে
আপনার 'পরে ঘৃণা নাহি হয় ? অরিপদধূলি মেখে
মা'র ভাণ্ডার লুটে দিতে চোরে ধিক্কার নাহি জাগে ?
আত্মীয়প্রীতি—দেশগৌরব—গোলামির অনুরাগে
সব ভরে যায় এমনি করিয়া ? অমানুষ সহবাসে
নরদেহে শেষে এমনি করে কি মানুষ ফুরায়ে আসে ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বন্দী

ভাগ্যদেবতা, যুদ্ধ তোমার সাথে
বন্ধ রহিল,—কোনো ক্ষোভ নাহি তা'তে।
যত ব্যথা দাও—যত মোরে বেঁধে রাখো
আমি জানি তুমি জিনিতে পারিবে নাকো।
ঝঞ্ঝার ভেরী বাতাসে উঠেছে বাজি ;
মানুষের বুকে তুফান উঠেছে আজি।
লাখো নরনারী যার লাগি গৃহছাড়া—
বত্রিশ কোটি তার ডাকে দিবে সাড়া।
স্বেচ্ছায় বলি পড়িবে লক্ষ যূপে ;
স্বেচ্ছায় পূজা জ্বলিবে লক্ষ ধূপে।
ব্যর্থ প্রয়াস, রহিবে না তব মান ;
মানুষের দাবী মিটাবেন ভগবান।
নির্ভয়ে আজি গা'ব তাই তব গুণ—
শত্রু হে মোর, নহ তুমি অকরুণ।
ঘর ছেড়ে পাছে ফিরি পথে প্রান্তরে,
সযতনে তাই রেখেছ রুদ্ধ ঘরে।
উদ্বেগহীন নির্ম্মম নিরাপদ
বন্দীশালার সাধনার সম্পদ—

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

তুমি দিলে মোরে ; সংসার হতে টানি
ভূতল জগতে—নবযুগে দিলে আনি।
স্বপনে যে দেশ ভাবি নাই—তারি বুকে
তোমার কৃপায় বাস করি আজ সুখে।
মানুষের এই চরম শিক্ষাগারে
ডাকি তাঁর নাম—জীবনে ডাকিনি যাঁরে

বাহিরে জগতে যত হাসি—যত গান,—
যত উৎসাহ—যত কাজ অফুরাণ,—
যত ত্যাগ—যত সৃষ্টি চলেছে সাজি—
সে সবের মাঝে মোর স্থান নাই আজি!
কারো উপকার কারো ক্ষতি করিবার
আজিকে আমার উপায় নাহিকো আর!
বেঁচে আছি যেন সমাধি-শিলার তলে ;
আপনার কথা হাসি পায় মনে হ'লে!
বন্ধু আমার যে যেথায় আছ প্রিয়,—
যে যেথা পূজ্য,—যে যেথা কল্যাণীয়,
যাহারা ভাবিয়া জীবনের অপচয়
পেয়েছ বেদনা,—অথবা পেয়েছ ভয়—
বিদায়ের ক্ষণে জানাই সবার কাছে
মন্দিরে মোর এ পূজা পৌঁছিয়াছে।

কাল-কোদণ্ডে দ্রুত ছুটিয়াছে শর
দণ্ড, প্রহর, দিবা, মাস, বৎসর, ;
আয়ুশেষ হয় ; পশ্চিম হ'তে পুবে
নিমেষে নিমেষে কোটি কোটি ভরা ডুবে ।
সব জেনে শুনে ভেবো না দ্বিপ্রহরে
আমি আসিয়াছি ঘুমাতে পথের 'পরে ।
পথের পথিক আগে যেতে দ্রুতগতি
কৃপাকটাক্ষে চেয়ো না আমার প্রতি ।
আমি যাহা আছি আমি শুধু র'ব তাই,
অকারণ কেনচিন্তা তোমার ভাই ?
ভালো লেগে থাকে যদি কোনো কিছু দেখি
দোষ কি জানিতে—ত'াও ঝুটা, তা'ও মেকী ?
লোহা সে লোহাই,—সে যদি না হয় সোনা
কোরো না করুণা,—তুমি ক্ষোভ করিয়ো না ।

আজি ব্যথা মোর ভরেছে নিবিড় সুখে !
আজি শত গান গুমরে আমার বুকে !
প্রাচীর, প্রহরী, কঠিন লৌহদ্বার
অন্তরে মোর কহে কথা অনিবার !
কহে কত কথা,—অনাদি যুগের কথা,
প্রাসাদে কুটীরে বন্দীর মনোব্যথা ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ব্যথিতা ধরার বেদনার ইতিহাস
মোর বুকে আজ ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।
মনোদর্পণে সহসা উঠেছে ভাতি—
নিখিলের যত বর্ষা-মুখর রাতি :
শত কোটি পাপ, অবিচার, অপমান,—
ভীরুর মৃত্যু,—বীরের আত্মদান!

যাহারা বন্দী স্বেচ্ছায় গৃহকোণে
স্নেহের, প্রেমের, পূজার সিংহাসনে,—
যাহারা বন্দী পঙ্কর সুখের তরে
লোভের প্রাসাদে কনকের পিঞ্জরে,—
যাহারা বন্দী রোষের অন্ধকূপে'—
যাহারা বন্দী লোভের বলির যূপে,—
আজি তাহাদের সবার বন্দী হিয়া
আমার বক্ষে উঠিয়াছে স্পন্দিয়া!
আজি তাহাদের সবার সভায় বসি
অন্তর মোর উঠিয়াছে উচ্ছ্বসি!
যাঁরা পাপী আর যাহারা পাপের রোষে
বন্দীশালায় পচিছে ভাগ্যদোষে,—
যাঁদের বেদনা, যাঁদের অসম্মান
দেখে না মানুষ, ভুলে থাকে ভগবান,—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজি তাহাদের সবার চিত্ত সাথে
আমার চিত্ত মিলিয়াছে বেদনাতে।
ভাগ্যদেবতা! প্রণাম চরণে তব।
মৃত্যু এ নহে, জন্ম এ মোর নব।



NATIONAL LIBRARY OF INDIA

ব্যর্থ

নবীন জীবনের অরুণোদয়ে
স্বদেশ জননীর পতাকাবাহী
বাঁধন ছিঁড়িবার সাধনা ল'য়ে
যাহারা বাহিরিল 'মাভৈঃ' গাহি,
তাদেরি মাঝে মোর ছিল যে ঠাঁই,
"আমিও মা'র কাজে মরিতে চাই,
যা' আছে সে সকলি, বলেছি "দিব বলি"
ব্যথিতা জননীর নয়নে চাহি।
ভুলেছি ভবের ভাবনা ভয়
সে শুভ ধ্রুবতারা সমুখে রাখি।
ভুলেছি বন্ধুর ব্যঙ্গ হাসি,
ভুলেছি অরাতির লোহিত আঁখি।

আমরা চলি নাই গোপনে ধীরে
শুনিয়া প্রবীণের পলিত কথা।
আমরা মানি নাই নমিত শিরে
পীড়িতা ধরণীর পালিত প্রথা।
ঊর্দ্ধে বাঁধ বাঁধি ঊর্দ্ধে হ'তে
আমরা উঠেছিনু দিবারথে,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তখন জানিত কে, কুসুমে কীট ঢোকে
বলের মাঝে রহে দুর্ব্বলতা ?
আমার যে বাসনা—লোকের ভয়ে
পাঠায়ে দিয়েছিনু নির্ব্বাসনে
সংসা দেখি তা'রি প্রতিমা ল'য়ে
যজ্ঞে বসিয়াছি ব্যথিত মনে।

বাহিরে কালানল উঠেছে জ্বলি,
বাতাস ভরে উঠে প্রলয়ধূমে ;
আমরা ছুটিয়াছি "জাগোরে" বলি
"কে আছ ঘরে শুয়ে অবশ ঘুমে"।
তখনো জানিনি সে ঘুমের ঘোর
সমানে আছে লেগে নয়নে মোর,
এখনি পেলে ছুটি আমিও যাব লুটি
সবারি সাথে পুন পড়িব ভূমে।
প্রভাতে দেখি নিজ বিরাট ছায়া
আপন কায়া বলি নিয়েছি ধরি,
তখন কে জানিত মধ্যদিনে
সে ছায়া ছোটো হ'বে এমন করি !

না যেতে খেয়াঘাটে দেখেছি আলো
ওপারে ফুটে ওঠে আকাশ ঘিরে ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আঁধারে বহে নদী বুঝিনি ভালো
তরী যে নাই হেথা আমার তীরে।
পূজার বেদীমূলে প্রাণের ডালি
ভেবেছি নিঃশেষে হয়েছে খালি,
তখন গেছি ভুলে সাজির সেরা ফুলে
যে মালা গাঁথা সে যে আমারি শিরে।
বাহিরে যাহাদের ঠেলিনু দূরে
বাহিরে যত বাধা করিনু জয়—
গোপন হৃদয়ের অন্তঃপুরে
ছাড়িয়া বাজবেশ বসিনু রয়।

আপন ছুঁচময় নিজেরে ছলি,
যা' বলি করিব না করিয়া কেলি।
যাহারি কথি তার আপনি বলি
কে বুঝি ফিরে গেল দুয়ার ঠেলি'।
যে মায়া আসিয়াছি পিছনে রাখি
আঁধারে জ্বলে তারি রঙিন রাখী;
নিশীথে নিজ টুটি যখনি জেগে উঠি
কাহারা আসে ঘুচি দু'বাহু মেলি।
অধীর মমতার মধুর মানা,
গভীর স্নেহে কত করুণ হাসি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সজল আঁখি কত ব্যাকুল হিয়া—
নিমেষে মনোমাঝে উঠে যে ভাসি।

নূতন খাতা খুলি শুভ্রপাতে
পুরাণো লেখা পুন লিখেছি ভুলে ;
তীর্থে চলেছিনু মধ্যরাতে,—
দু' পা' না যেতে ঘুমে নয়ন ঢুলে।
বিফল আয়োজন,—সকলি মিছে !
সমুখে যেতে পড়ি পিছলে পিছে।
নিজের পরে যার, নাহিকো অধিকার—
পরের বোঝা নাকি সে ল'বে তুলে !
আপন অভিমানে না নামি কাজে
মানুষ ব'লেছিল দেবতা হ'বে।
আজি সে ধূলিতলে লুটায় লাজে,—
দেবতা হাসে তার এ পরাভবে।

৭ই শ্রাবণ
সেণ্ট্রাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গীতা-যুদ্ধ*

করে কোন্ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ-আয়োজনে
নিঃক্ষত্র করিল দেশ পাণ্ডবে কৌরবে
আজ কেহ নাহি জানে। তিথি লয়ে তার
চলে তর্ক; তথ্য লয়ে চলে অস্বীকার।
কিন্তু সেই ভিত্তি'পরে যে কাব্য অমর
হয়েছে রচিত—সে যে দেবতার বর
তৃষ্ণার্ত্ত বিশ্বের লাগি; একান্ত আপন—
বালবৃদ্ধ বনিতার অন্তরের ধন
যুগে যুগে ভারতের—তাহে কভু কেহ
দ্বিমত করেনি—কভু করেনি সন্দেহ।
সমস্ত অতীত এই ধর্ম্মকাব্যে তার
দিয়ে গেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার
ভবিষ্য-সন্তানে,—তার আনন্দের ধ্বনি,
শোকে শান্তি, রোগে স্বাস্থ্য, নয়নের মণি।

---

* গান্ধীজীর 'অসহযোগ' নামক গীতা ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সম্প্রতি নটাল প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কারাবাস কালে উহা লইয়া আলোচনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শাস্ত্র-সিন্ধু-মন্থনজাত অমৃত-সংহিতা
সে কাব্যের মধ্যমণি মৃত্যুঞ্জয়ী 'গীতা'।
ভারতের মর্ম্মকথা মেঘমন্দ্রস্বরে
গাহিলেন দ্বৈপায়ন আমাদের ঘরে।
অতীতের নরশ্রেষ্ঠে কল্পনায় কবি
দিলা পূর্ণজ্ঞান ; দিব্য দেখাইলা ছবি—
ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে বৈরাগ্যের হাসি!
ন্যায়ের নিষ্ঠুর হিংসা ব্যর্থ আত্মনাশী!

আজ বহুযুগ ধরি শত বিপর্য্যয়ে
মধুবাতা বনস্পতি অভয়ে আশ্রয়ে
ভারত করেছে স্নিগ্ধ ; নিত্য নববাতে
মর্ম্মনি কয়েছে কথা পথিকের সাথে ;
কেহ বুঝিয়াছে, কেহ করিয়াছে ভাণ,
যে যা অর্থ চায় তা'র পেয়েছে সন্ধান
কেহ লভিয়াছে তৃপ্তি সুরসাল ফলে
কেহ বা ছায়ায়, কেহ সেজেছে বল্কলে
কেহ অ'রি শাখাদণ্ড করি ব্যবহার
আপন স্বার্থের শত্রু করেছে সংহার।
আজ বহুযুগ পরে পথিক নির্ভয়
বলে "আমি সত্য অর্থ করেছি নির্ণয়,

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

তোমরা সবাই শোনো ! ঈশ্বরের বাণী
আমি শুনিয়াছি, আমি শুনাইতে জানি।
পণ্ডিতে বুঝিছে যা'র লয়ে আবরণ,
সমস্ত জীবন দিয়া করি আচরণ—
আমি তারে লভিয়াছি। কে আছ পশ্চাতে
যজ্ঞার্থে করিবে কাজ এস মোর সাথে !"
তিক্তমন সিক্তআঁখি রিক্তরক্ত দেশ
উৎকণ্ঠিত শুনিল সে ধর্ম্মের আদেশ,
অন্তরে উঠিল কাঁপি ; তবু মিথ্যাভরে
সে কহিল "বন্ধ আমি দস্যুর নিগড়ে।"
"বন্ধন ছিঁড়িতে হবে,—যেতে হবে রণে
বিশ্বের বীভৎসতম পশুশক্তি সনে"—
কহিল পুরুষসিংহ ; "ত্যজি ভয় ক্রোধ
পাপের প্রবল বন্যা করিবারে রোধ
যুদ্ধে চল"—"শক্তি কোথা" কাঁদি কহে দেশ,
"অস্ত্র কোথা, সৈন্য কোথা—কোথা রণবেশ ?"
নেতা কহে, "কিছু আজ নাই প্রয়োজন,
বিশ্বাস মোদের অস্ত্র, শক্তি নারায়ণ।
আবালবনিতাবৃদ্ধ তা'রা মোর সেনা—
যারা প্রাণ দিবে তবু মিথ্যা সহিবে না,
ধর্ম্মার্থে করিবে যুদ্ধ নির্ভয় দুর্ব্বার,
হিংসারে না করি হিংসা করি অস্বীকার

রবে ন্যায়-পথে। শুধু মোর দেশ নহে,—
সর্ব্বদেশ মুক্তি পাবে এই সত্যাগ্রহে।”

জাতির বন্ধন-দুঃখে ব্যাকুল অন্তর
যারা বহুদিন আগে ছাড়িয়াছে ঘর—
মুষ্টিময় দেশব্রত,—প্রাণ তুচ্ছ করি
পথে পথে ফিরিয়াছে মাতৃমন্ত্র স্মরি,—
নির্য্যাতনে অবিচল, অসমান রণে
হানিয়া হিংসার অস্ত্র আঁধারে গোপনে
তাহারা চমকি উঠে; কহে অবিশ্বাসে—
“অহিংসা জলিয়া যাবে হিংসার নিশ্বাসে!
এ তোমার ব্যর্থ চেষ্টা। যুদ্ধ হ’লে সারা
ধর্ম্মরক্ষা হ’বে, আগে ভাঙো পাপকারা,
অত্যাচারী হত্যা করো নির্ম্মম ক্ষত্রিয়—
গীতা বলে ধর্ম্মযুদ্ধ ঈশ্বরের প্রিয়।”
কহে বীর, “আজি বহু দীর্ঘ বর্ষ ধরি’
ঈশ্বরে সঁপিয়া মন কর্ত্তব্য আচরি’
আমি লভেছি যে অর্থ সে অর্থ গীতার—
‘যজ্ঞার্থে জীবন,—নহে ধর্ম্মার্থে সংহার!’
ক্ষত্রিয় ঘাতক নহে, নির্ম্মম অন্তরে
সে দেয় আপন প্রাণ সত্যরক্ষা তরে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আমি ন্যায়পথে র'ব কেহ নাহি রহে,
ধর্ম্মযুদ্ধে দিব প্রাণ সত্যের আগ্রহে ;
লভি জয়—কিম্বা হই ব্যর্থ-মনোরথ,—
এ জীবনে এই মোর একমাত্র পথ।"
দূর সিন্ধুপার হ'তে সুপ্ত মুগ্ধ দেশে
যেদিন এ মহাবাণী উত্তরিল এসে
ঊষার আলোক ল'য়ে রাত্রি অন্ধকারে,
সেদিন সে সসম্ভ্রমে বরিল তাহারে।
বিদেশে যে স্বদেশের রেখেছে সম্মান
নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া—সে লভিল স্থান
অলক্ষিতে আমাদের হৃদিসিংহাসনে
কবে কোন্ শুভলগ্নে কারো নাহি মনে।
নির্জ্জিত, পীড়িত, ভীত, ক্ষুধার্ত্ত ভারত
মন্ত্রমুগ্ধ ছিল পড়ি হতজ্ঞানবৎ
এতদিন, নির্ব্বিচারে অদৃষ্টেরে তুষি'
অত্যাচারে পূজা করি, বক্ষরক্তে তুষি'
বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসের অনির্ব্বাণ তৃষা ;
বিদেশীর ছায়াতলে দীর্ঘ হলে নিশা
সে পা'বে ঘুমাতে সুখে ভেবেছিল মনে।
সহসা টুটিল ভ্রান্তি ; পশ্চিম প্রাঙ্গণে
মানুষের লোভ, দম্ভ, জিঘাংসা, বিদ্বেষ,
ভস্মস্তূপে, হত্যাকাণ্ডে হ'ল যবে শেষ,—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শান্তির পবিত্র নামে হীন সার্থবাহ
সেদিন নূতন করি হিংসার প্রবাহ
বহাইয়া দিল বিশ্বে। সেবা তুষ্ট হ'য়ে
ভারতেরে পদাঘাত করিল প্রণয়ে
দৃপ্ত পশুবল ; যারে ভারতসন্তান
বাঁচায়েছে মৃত্যুমুখে দিয়া নিজপ্রাণ
হাসিমুখে লক্ষ লক্ষ, অন্নে অর্থে যার—
সেবা দেছে,—সে যখন সত্য ভাঙি তার
সাহায্যের প্রতিদানে বন্দীর নিগড়
করিল কঠিনতর—দেখা দিল ঝড়
সেদিন ; সমস্ত দেশ ধ্বনিল ধিক্কারে
অকৃতজ্ঞ বর্ব্বরের রুদ্ধ ব্যবহারে।
পদানত দাসদলে হেরিয়া অস্থির—
জিঘাংসা মুখোস খুলি হইল বাহির ;
খুন করে বালবৃদ্ধ নারী শত শত
অসহায় অসতর্ক কুক্কুরের মত
পঞ্জাব পিষিল দস্যু ; সারাদেশ ব'য়ে
আগুন ছুটিল এই ঘৃণ্য পরিচয়ে—
পৌরুষের,—নারীত্বের নীচ অপমানে।
জাগিল দেশের আত্মা ত্যাগে আত্মদানে
"মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই" ডাকি।
তুচ্ছ করি পিশাচের রোষরক্ত আঁখি

বাধা দিল অরাজকে ; হ'য়ে একপ্রাণ
দাঁড়াইল মাথা তুলে হিন্দু-মুসলমান।
অত্যাচারে অবিচারে অচল অটল—
কারাগার ভরি দিল স্বেচ্ছাবন্দীদল।
রুদ্ধ হ'ল অরাতির শোষণের পথ,
ভারতের রক্তজীবী ব্যর্থমনোরথ—
কাঁপিল বিদেশী বেনে সভয় বিস্ময়ে
সৈন্য ল'য়ে,—অস্ত্র ল'য়ে—রাজ-দণ্ড ল'য়ে।

ভারতের প্রান্তে বসি মন্ত্র দিল গুরু,
মুক্তিপথে রক্তহীন যুদ্ধ হ'ল সুরু।
অস্ত্র নাই, সৈন্য নাই, নাই ভেরীতূরী—
হিংসার চক্রান্ত নাই ; সারা দেশজুড়ি
আবালবনিতাবৃদ্ধ সাজিল সংগ্রামে—
সত্যের আগ্রহে আর ঈশ্বরের নামে।
যুদ্ধক্ষেত্র পূজাক্ষেত্র ; এ পূজার ফুল—
দরিদ্রের গৃহজাত পবিত্র দুকূল,—
ভগিনীর স্নেহস্নেহ, মাতৃ-আশীর্বাদ,
শোষক শত্রুর শঙ্কা ধনীর প্রমাদ।
পশুবে করিয়া ক্ষমা পাশবতা তা'র
ভারত অহিংস যুদ্ধে করিবে সংহার—

এ তা'র প্রতিজ্ঞা ;—বিশ্বে এ অপূর্ব্ব দান
মানুষের মহত্ত্বের রাখিবে সম্মান !
শক্তিরে বাসিয়া ভালো ন্যায়পথে থাকি
মিথ্যার বিপুল বেগ রুধিতে একাকী
যে দাঁড়ায় শূন্যহস্ত,—অমৃত সে আনে
হিংসার মরণোৎসবে বিশ্বের কল্যাণে।
এ যুদ্ধের সেনাপতি বৃদ্ধ ক্ষীণদেহ
স্থিতপ্রজ্ঞ, জিতক্রোধ, বিগতসন্দেহ ;
শতকোটি কণ্ঠে শুনি স্তুতি ও ধিক্কার
কর্ত্তব্য যে করে' যায় শান্ত নির্ব্বিকার ;
ভেলায় ভাসিয়া চাহে সাগর লঙ্ঘিতে,
হত্যাপুরী দেয় ভরি' উদাত্ত সঙ্গীতে,
সোজাসুজি কহে কথা, কৌশল না বোঝে,
দিবালোকে রাজপথে কল্পলতা খোঁজে।

মাতার মুক্তির লাগি প্রথম চেষ্টা সে—
মিথ্যাচারে, অবজ্ঞায়, ভয়ে অবিশ্বাসে
ব্যর্থ হ'য়ে গেছে আজ দশ বর্ষ আগে ;
সহস্রের ত্যাগদীপ্ত নবারুণ রাগে
না ভরিতে পূর্ব্বাকাশ ক্ষণিক কুহেলি
ঢেকে গেছে উষালোক ইন্দ্রজাল মেলি।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভারতের শতদল দেবতা-কিরীটে
না উঠিতে তা'রে যবে কাটি লক্ষ কীটে
ফেলিল ধূলায়—হাসি কহিল পণ্ডিতে
"মোরা জানিতাম,—ভাগ্য কে পারে খণ্ডিতে ?"
শান্তচিত্ত নির্ব্বিকার নিঃশঙ্ক নিলাজ
কর্ম্মযোগী সেই হ'তে আপনার কাজ
একান্তে চলিল করি ; রহিল সে জাগি
সত্যপথে ভারতের ভবিষ্যৎ লাগি।
তাহারি পথের পান্থ,—অন্ধায় বিশ্বাসী—
যে যেথায় ছিল সবে দীক্ষা নিল আসি
যজ্ঞার্থে করিতে কর্ম্ম নিঃশব্দে নীরবে ;
দিকে দিকে বরাভয় ছড়াইল সবে,
পথের সন্ধান দিল মোহমুগ্ধজনে।
তাদের আশীর্ব্বাদবলে আজি শুভক্ষণে
ভারতের ভাগ্যরবি প্রদীপ্ত দুর্ব্বার
উঠেছে কুহেলিজাল ভেদি পুনর্ব্বার।
পাগল দাঁড়ায়ে পথে ডাক দেছে সবে,
"এ জীবনে এই মোর শেষযুদ্ধ হবে,
মৃত্যুপণে যাবে রণে কে আছ নির্ভয়
এস সাথে ; ফিরিব না, না লভিয়া জয়।
আমরা করিব চূর্ণ পাপের শাসন ;
আমরা স্থাপিব দেশে ধর্ম্মের আসন।"

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

সারা দেশ দেছে সাড়া ; দেছে রাজটীকা
তাঁহারে হিমাদ্রি-হ'তে কন্যাকুমারিকা !
মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা ল'য়ে দাঁড়ায়েছে আসি
দেশের দরিদ্রধনী, সংযমী, বিলাসী,
পুরুষ রমণী, শিশু ; আজি পুনর্ব্বার
মুক্তিযুদ্ধ বাধিয়াছে ; হত্যা অত্যাচার
চলেছে নিষ্ঠুরতম ; নির্ম্মম বিদেশী
মরণ-মরিয়া আজ ফেলিছে নিঃশেষি
তাহার সমস্ত অস্ত্র যাহাদের 'পরে—
তা'রা পথরুদ্ধ করি সব সহ্য করে
হাসি মুখে ; অমানুষ শাসনে প্রবল
তাহারা অগ্রাহ্য করে। উদ্ধত নিষ্ফল—
পশুবল সিংহাসনে উঠেছে শিহরি ;
দাঁড়ায়েছে ছদ্মবেশ দূরে পরিহরি—
মৃত্যুভয়ে ভয়ঙ্কর, মদান্ধ রাক্ষস ;
চাহিছে হিংসার দর্পে করিবারে বশ
প্রবুদ্ধ দেশের আত্মা ; বজ্রদৃঢ় মুঠি—
জিঘাংসা ধরেছে চাপি অহিংসার টুঁটি।
ভারতের একপ্রান্তে বন্দীশালা মাঝে
নির্ব্বিকার সত্যাগ্রহী রত নিজ কাজে ;
অপেক্ষিয়া আছে কবে মুষ্টি শ্লথ হ'য়ে
কণ্ঠ হ'তে,—মুক্তি পা'বে ধরি পদদ্বয়ে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজো তা'র গীতা মন্ত্র,—গীতা প্রাণকথা ;
আজিও সে দিব্যালোকে খোঁজে কল্পলতা ;

সেনাপতি সুখে আছে, কোনো চিন্তা নাহি।
বিস্ময়ে ব্যাকুল বিশ্ব রহিয়াছে চাহি—
দেখিবারে ভারতের মুক্তি-সাধনার
পরিণতি,—সত্যপথে স্বদেশ-উদ্ধার।

৩রা শ্রাবণ



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রত্যাবর্ত্তন

প্রথম যেদিন ঝাঁপ দিয়েছি এই মানুষের স্রোতে,
মা' প্রকৃতির স্নেহকোমল শ্যামল বক্ষ হ'তে,—
সেদিন হঠাৎ সজল চোখে অভিমানের ভরে
চিরদিনের বন্ধুরা মোর সবাই গেল সরে'
সেদিন হ'তে পাইনি সময় দেখ্‌তে মেলে আঁখি—
কোন্ বনে কোন্ ঋতু এল, কোন্ গাছে কোন্ পাখী।
ধূপছায়া আর আলো আঁধার, সকাল সাঁঝের ছবি,
আমার কাছে এক নিমেষেই মিলিয়ে গেল সবি ;—
অন্ধকারের তারা গেল—জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ!
প্রাণের নদীর দুকূল বেঁধে মানুষ দিল বাঁধ।
লুকিয়ে গেল আমার কাছে নিখিল বসুন্ধরা,
রাত্রিদিবা হ'ল কেবল মানুষ দিয়ে ভরা।
কেবল চিন্তা,—কেবল কার্য্য,—কেবল কোলাহল,
শত্রু মিত্র, তর্ক দ্বন্দ্ব,—চল্‌ল অবিরল।

হঠাৎ যেদিন রাগের মাথায় স্রোতের থেকে তুলে
মানুষই ফের বন্দী করে ফেললে আমায় কূলে—
চারিদিকে পাঁচিল যেদিন উঠ্‌ল আকাশ ঘিরে
হারিয়ে যাওয়া বন্ধুরা মোর সেদিন এল ফিরে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চাঁদের আলো পড়্‌ল এসে লোহার শিকের ফাঁকে ;
অঙ্গনেতে ডাক্‌ল পাখী কদমগাছের শাখে ;
লাগ্‌ল ভালো আকাশ জুড়ে আষাঢ় মেঘের মায়া ;
লাগ্‌ল ভালো ভোরের আলো, রাতের কালো ছায়া।
বাইরে যা'রা ডুব দিয়েছে ভিতরে আজ হাসে ;
কারার প্রাচীর ভেদ করে' কোন্ বনের বাতাস আসে।
আসে সে কোন্ পাহাড় পুরীর জলের কলগীতি
রাঙা মাটির বুকে সে কোন্ শ্যামল শালের বীথি।
দীঘির জলে পদ্ম শালা, নদীর জলে ভেলা ;
বালুর চরে, ধানের ক্ষেতে সন্ধ্যা সকাল বেলা ;
আসে সে কোন্ দূর সাগরের তরঙ্গ গর্জ্জন ;
পলাশ বনে কাল বোশেখীর বিপুল আয়োজন ;
নিশীথ রাতের বাঁশী সে কোন্ সন্ধ্যারাতের শাঁখ ;
দুপুর রোদে ছাতিম তলায় ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক ;
আসে সে কোন্ বীণার ধ্বনি, বৈতালিকের গান,
কোন্ প্রকৃতির প্রাণের প্রীতি—খেয়াল খেলার দান !
চোখের দেখা যাদের সাথে নয় আজি সম্ভব—
মাঠের হাসি, ফুলের গন্ধ, বনের কলরব।
তর্ক দ্বন্দ্ব, ভালো মন্দ—সবার অতীত যারা—
জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ সে আমার আঁধার রাতের তারা !

সেণ্ট্রাল জেল
৪ঠা শ্রাবণ

নিষ্প্রয়োজন

এই জগতে এসেছিলেম কভু
গায়ের জোরে কিম্বা গলার জোরে,
এমন্‌ই কি সর্ত্ত আছে ভাই
জানিয়ে সেটা যেতেই হবে মোরে ?
নাই বা হ'ল প্রতিষ্ঠা মোর ভবে
সভার মধ্যে তর্কে কলরবে,
নাই-বা ভালো বাস্‌ল আমায় কেহ
নাই-বা ভালো বল্‌ল আমায় সবে।
আমি যদি কিছুই নাহি পারি
পা'রব তবু রাখ্‌তে জেনে খাঁটি —
মাটি হ'য়েই এসেছিলেম ভবে
কিছুতে তাই হলেম না আর মাটি

জীবননদী কেবল ফিরে ফিরে
চল্‌ছে ব'য়ে নিত্য নূতন খাতে।
ছুটেছে এক সৃষ্টিছাড়া 'বেদে'
'জানা'র থেকে কেবল অজানাতে।
চলার পথে নানান্‌ লোকের ভিড়ে
যখন কিছু সাম্‌লে চলে ধীরে,

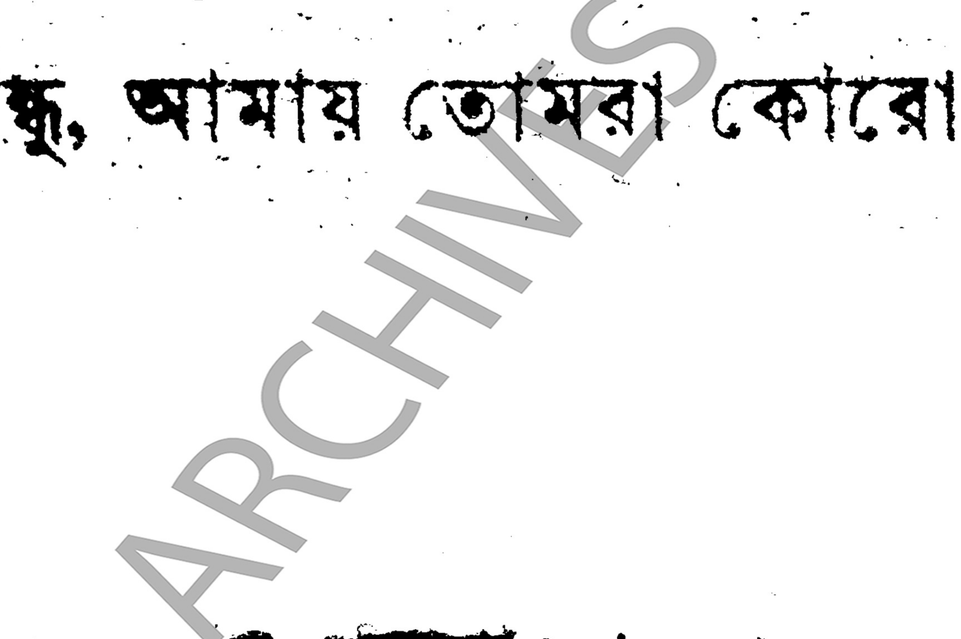
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মনে ভাবে মিলবে বুঝি বাসা
ঐ গ্রামে ঐ শ্যামল নদীতীরে ;
সদলবলে এসে পথের বাঁকে
স্বপ্নটোৎ সমস্ত যায় টুটে,
সবাই চলে এক পথে সেই ফাঁকে
অন্য পথে একলা পালায় ছুটে।

এমন ধারা কতই আসে যায়
বিপুল ধরার বৃহৎ আঙিনায় ;
দেবার কিছু নাইকো যাহার তারে
ক্ষতি কি ভাই, কেউ যদি না চায় ?
কতই আশা থাকে কতই বুকে
কতটুকুই দিনের আলোয় আসে ?
তবুও ত নিশায় ওঠে চাঁদ
তবুও ত কাননে ফুল হাসে !
কলালক্ষ্মী না দেন যদি ঠাঁই,
বাণী যদি করেন অস্বীকার,—
কার কাছে ভাই করতে যাব দাবী
কিসের লাগি, প্রয়োজন কি তার ?
জানি না কেউ হিসাব রাখে কি না
অলক্ষ্যেতে লাগিয়ে দোরে খিল

পা'রবে বোধ হয় মেলাতে সেইজনা
এমনতর দুচারটে গরমিল।
নিজের পুঁজি নিজের বুকে রাখি
যখন দেখি সমস্তটাই ফাঁকি
তখন তারে কেমন ক'রে আনি
সভার মাঝে ভূষণ দিয়ে ঢাকি?
কাজের মত না দিই যদি কাজ,
পারের কড়ি না রয় দিতে জমা,—
লুকিয়ে পালাই খেয়াতরীর কোণে;
বন্ধু, আমায় তোমরা কোরো ক্ষমা।

সেণ্ট্রাল জেল
১০ই শ্রাবণ



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আবোল-তাবোল

আকাশেতে মেঘ থম্ থম্ করে
নিবিড় অন্ধকার,
শ্রাবণ-নিশায় ঘুমাইয়া আছে
সুবিপুল কারাগার।
তস্কর, খুনী, দেশের সেবক
বোকা, ডাকু, জুয়াচোর,
শান্ত্রী, সিপাহী, সবারি চক্ষে
লেগেছে ঘুমের ঘোর।
সারাদিন ধরে' কলরব করে'
কেহ হেসে, কেহ রেগে,
কেহ ঘুমায়েছে শান্ত চিত্তে
কেহ কিছু উদ্বেগে;
কেহ ঘানি ঘোটে, কেহ সূতো কাটে,
কেহ বা বাসন মেজে,
কোপাইয়া মাটি কেহ ঘুমায়েছে;
এগারোটা গেছে বেজে।
হেথা হোথা শুধু আমার মতন
অভাগা দু'চারজনা
গুমোট গরমে একমনে করে
নিদ্রার উপাসনা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চাবি পড়িয়াছে লৌহ-কপাটে
সেই সন্ধ্যার শেষে
লণ্ঠন হাতে রাতের প্রহরী
তালা নেড়ে গেছে এসে ;
চোখে ঘুম নাই শুয়ে' শুয়ে' তাই
প্রাণ যে কেমন করে,
চল্লিশ নাক ঘন ছাড়ে ডাক
একটি রুদ্ধ ঘরে।
নগরীর পথে কদাচিৎ কোন
মোটরের বাজে বাঁশী,
বহুদূর হ'তে পরিচিত সুর
বায়ুস্রোতে আসে ভাসি।
বাহিরে এখনো লোক চলে তবে ?
বিপণির দ্বার খোলা ?
কোনো গৃহস্থ বসিয়াছে খেতে
কারো ভাত আছে তোলা।
দর্শকদল ক'রে কোলাহল,
অভিনয়গৃহ ভরা।
কোনোখানে কারো কোনো বাধা নাই
কিছু নাই কারো ত্বরা !
যে যেমন খুশী থাক না তাহারা
কাজ কি সে কথা ভাবি ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ঘর ঘেরা আজ প্রাচীর আমার
লোহার দুয়ারে চাবি।
যত ভাবি কিছু ভাবিব না
তত ভাবনা মাথায় ঢোকে;
চিরদিন বুঝি বন্দীশালায়
এমনি ভেবেছে লোকে।
দেহের বাঁধনে এমনি সে আনে
মনের মুক্তি বুঝি?
সমুখে পিছনে কেবলি সে ফিরে
অন্ধ রতন খুঁজি!
কম্বলে শুয়ে আঁধার কক্ষে
এমনি সে ছুটে ফিরে
পল্লী নগরে,—বনে প্রান্তরে,—
সাগরে শৈলশিরে;
কভু মরে লোভে, কভু জ্বলে ক্ষোভে,
কভু সাজে বৈরাগী;
মানুষের মন, ফেরে ক্ষণে ক্ষণ
নূতন ভুবণ মাগি।
সেদিনের কথা মনে হয় আজ
বহু দিন পরে যবে

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

আমাদের এই কারার কাহিনী
কারো মনে নাহি র'বে।
এই যুদ্ধের বিকৃত তথ্য
লেখা র'বে ইতিহাসে,
কেহ বা পড়িবে দায়ে পড়ে',
কেহ গিলিবে তা 'গোগ্রাসে।'
কেহ দিবে গালি, কেহ দিবে পূজা;
সত্য'তা যা'বে সরে,
শত নগরীর প্রাসাদ প্রাচীর
ঢাকিবে মাটির স্তরে।
আজিকার যত তকলী ও তূলা
সঙ্গীন গোলাগুলি,—
আশা ও নিরাশা,—বিবাদ, বিরোধ,—
ধূলায় হইবে ধূলি।
আজিকার অরি বন্ধু বনিবে,
শৃঙ্খল হ'বে 'রাখি'.
যা'বে আলিপুর, মহিষবাথান
একই জঙ্গলে ঢাকি।
হয় তো সেদিন নূতন জীবনে
আমি কভু অজ্ঞাতে
বহু দূর হ'তে আসিয়া দাঁড়া'ব
এইখানে এক রাতে।

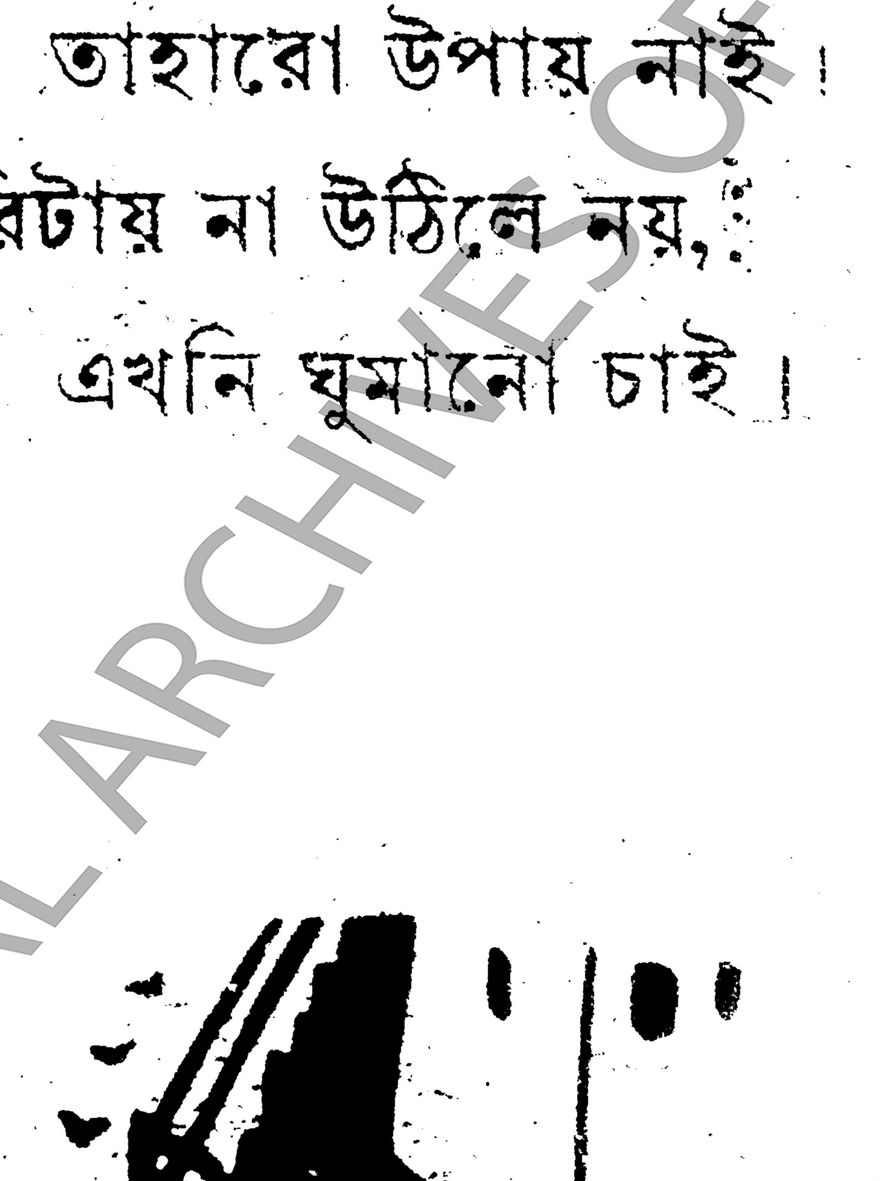
ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

সেদিনও আকাশ র'বে শিরোপরে
এমনি তারায় ভরা,
সেদিনও মানুষ কাঁদিবে হাসিবে
ভরিয়া বসুন্ধরা ;
শুধু এইখানে র'বে না সেদিন
এ প্রাচীর উদ্ধত,
ঘুমাবে মায়ের অঞ্চল তলে
ক্লান্ত শিশুর মত।
সেদিন সে বনে যদি থাকে ভয়
দস্যুও যদি থাকে
রহিবে গোপনে, রাজা ব'লে,
তা'রা ঘোষিবে না আপনাকে।
সেদিনের লোক যদি পায় খোঁজ
শাবলে কোদালে কাটি
গুপ্তধনের আশায় খুঁড়িবে
সারাটা দেশের মাটি।
এ লোহার দ্বার—খোঁজ পেলে তা'র
ঠাঁই হ'বে যাদুঘরে!
আমি নিয়ে যা'ব ইটের টুক্‌রা
স্মৃতিচিহ্নের তরে :
সেদিন তা' দেখে আজি এ দিনের
স্মৃতি কি আসিবে মনে ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দূর ছাই ! কি যে আবোল-তাবোল
ভেবে মরি অকারণে !
জেলের ঘড়িতে বারোটা বাজিল
আমি করিতেছি কি এ ?
প্রহরী কি যেন সন্দেহ করে'
দ্বারে গেল উঁকি দিয়ে ।
রাত জেগে ছুটো কবিতা লিখিব
তাহারো উপায় নাই !
ভোর চারিটায় না উঠিলে নয়,
এখনি ঘুমানো চাই ।

সেণ্ট্রাল জেল
শ্রাবণ



ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

জন্মাষ্টমী

ত্রিমিয়া সহস্রতীর্থ—অযুত নগর পল্লী ভূমি'
শ্রাবণের শেষরাত্রে কারাগারে এল জন্মাষ্টমী
নিরানন্দ অন্ধকারে পুরপ্রান্তে ; আসিল খুঁজিতে
যেন কোন্ প্রিয়তমে যেন তা'র চির পরিচিতে।
কালের সাগর গর্ভে একদিন যে গেছে হারায়ে
তা'রে যেন ফিরে চায়। স্তব্ধ রাত্রে দু'বাহু বাড়ায়ে
দেহহীন ডেকে ফিরে ভাষাহীন ব্যাকুলিত স্বরে
যুগে যুগে যেন তা'রে ; একদিন যারে বক্ষোপরে
পেয়েছিল বহুভাগ্যে এমনি কারার কক্ষ মাঝে
সে যে নাই—হেন কথা অভাগী বুঝেও বোঝে না যে !
ভ্রান্তি হ'ল না'কো দূর সহস্র সহস্র বর্ষ ধরি।
মানুষ আত্মীয় যত ভুলে গেছে, খেলা সাঙ্গ করি
ছেড়ে গেছে রঙ্গভূমি। মথুরার পাষাণ কারার
চিহ্ন নাই। কালস্রোতে কত লক্ষ বন্দীশালা তা'র
পশ্চাতে ভাসিয়া গেছে ; কত শত হস্তিনা দ্বারকা,
কত রাজা, কত রাজ্য ! নিভে গেছে কত না তারকা
নভোতলে ; সে কেবল বক্ষে ল'য়ে অনির্ব্বাণ আশা
সন্ধানে ফিরিছে আজো, নিঃশব্দে করিছে যাওয়া-আসা,

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

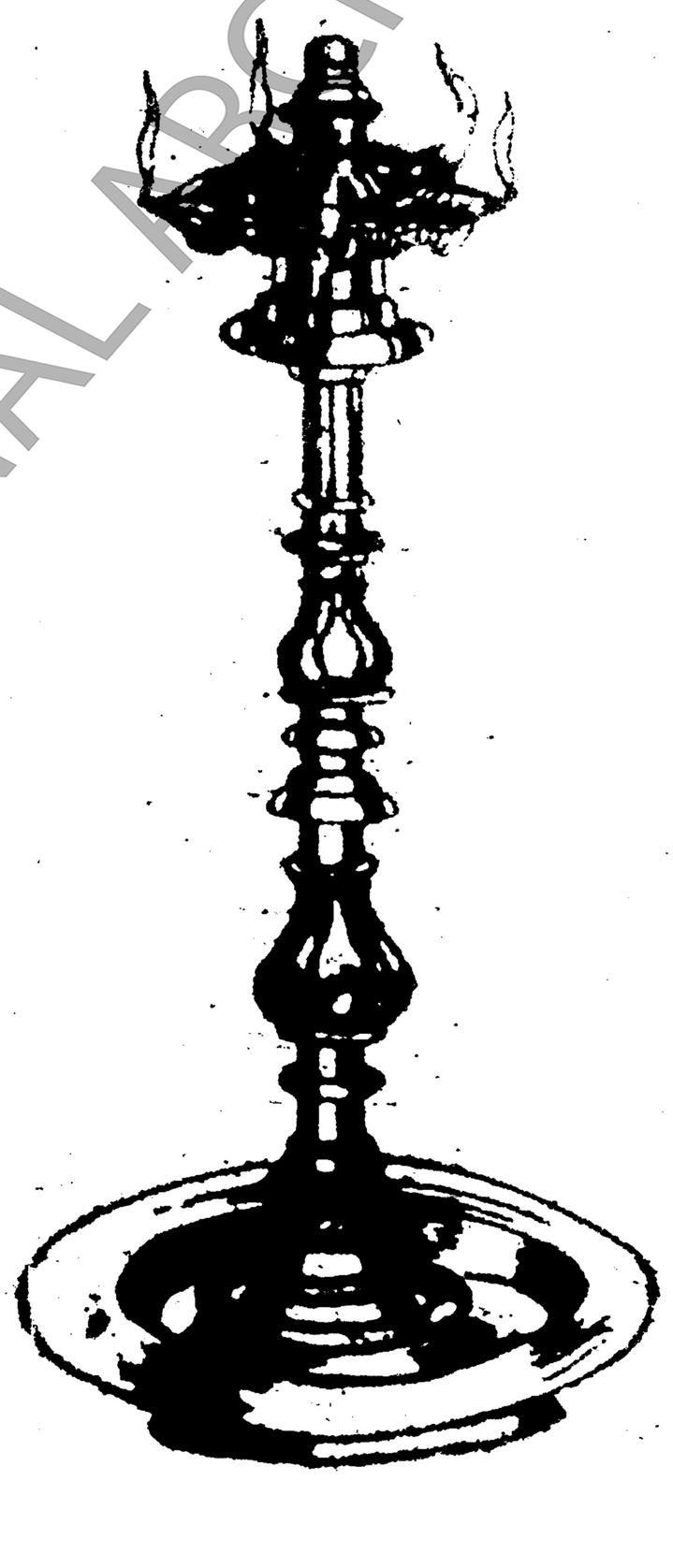
সজল শ্রাবণ রাত্রে সুখহীন কারায় কারায়
মিশায়ে আপন অশ্রু আকাশের আঁখির ধারায়।

দীপহীন রুদ্ধকক্ষে বসেছিনু জাগিয়া একাকী
মধ্যরাত্রে ; বহির্দ্দেশে বাতাস ফিরিতেছিল ডাকি
ঘোররবে, ধারাজলে দশদিক যেতেছিল ভাসি।
ঘরে সঙ্গীগণ সবে সুখসুপ্ত। হেনকালে আসি
কে যেন পশিল কক্ষে ; দাঁড়াল সম্মুখে যেন মম
অতীতের স্মৃতিসম,—স্বপ্নসম,—প্রহেলিকা সম!
মনে হ'ল দেখিলাম, মনে হ'ল বুঝিলাম মনে,—
মনে হ'ল চিনিলাম—কহিলাম কথা তা'র সনে
তাহারি ভাষায় ; রাখি লৌহদ্বারে ক্লান্ত দেহ তা'র
সে যেন চাহিয়াছিল, আমি যেন শুনিলাম তা'র
ব্যাকুল আঁখির প্রশ্ন : উত্তর দিলাম বিধিমতে—
মনে নাই, কি কৌশলে,—মনে নাই স্বপ্নে কি জাগ্রতে।
কহিলাম প্রণমিয়া—"হে কল্যাণি, তুমি যা'রে চাহি
খুঁজিয়া ফিরিছ আজ ধরণীতে সে কোথাও নাহি।"
সে বলিল—"মিথ্যাকথা, সে আছে, সে নিত্যকাল-রবে ;
দেখিছ না তারি লাগি সারা দেশ সেজেছে উৎসবে
জ্বালিয়াছে দীপমালা। শুনিছ না তা'রি লাগি আজি
মন্দিরে মন্দিরে কত শঙ্খঘণ্টা উঠিয়াছে বাজি!"

আমি কহিলাম—"ভদ্রে, এ কেবল স্মৃতিপূজা তা'র।"
সে বলিল, "আমি জানি ; দেখিতে এসেছি উপচার
সম্পূর্ণ হয়েছে কি না ; খুঁজিতেছি কোন্ পাত্রে সুধা
দেবতা পাঠা'ল পুন বাঁচাইতে আহত বসুধা।
কারায় কারায় তাই ফিরিতেছি বন্ধনে বন্ধনে
আতুরের আর্ত্তনাদে,—কাতরের করুণ ক্রন্দনে—
শুনিয়া বোধন-গীতি ! মনে হয় লগ্ন বুঝি হোলো,—
সে বুঝি আসিল ফিরে ! তোলো, তোলো—জয়ধ্বনি তোলো,
ভোলো—ভোলো সর্ব্বভয় ! ওরে মূঢ়, এমনি দুর্দ্দিনে
তা'র আসিবার দিন ! ওরে অন্ধ,—অন্ধকারে চিনে—
তাহারে পূজিতে হয় ! ওরে পাপী,—মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু,
তুমি বল সে মরেছে !" নানা তর্ক করিলাম তবু
শুনা'লাম ইতিকথা,—বর্ত্তমান অতীতের ভেদ,—
সংসারের বিপর্য্যয়। যত শুনে তত তা'র জেদ,
আরো যেন বেড়ে চলে ; পাগলিনী কিছুতে না বোঝে।
সে বলে, "জানি গো জানি, ফিরিতেছি আমি যা'র খোঁজে
সে ফিরিবে ; সে নামিবে বিধাতার রুদ্ররোষসম
চূর্ণ করি অন্যায়েরে ; সূর্য্যসম বিদারিয়া তম
অজ্ঞানের—সে জ্বলিবে ; তাহার ভৈরব শঙ্খনাদ
মুহূর্ত্তে ডুবায়ে দিবে ক্ষুদ্রতার সমস্ত বিবাদ।
সত্য সে আসিবে ; ওরে, আসিবে কি আজো সে আসিছে,
যুগে যুগে যাত্রা তার—দেশে দেশে ! তুমি কেন মিছে

মূর্খসম তর্ক করো ?—আমার মর্ম্মের মাঝখানে
সে আসিছে, আমি তা'র পদশব্দ শুনিতেছি কানে
রাত্রিদিন ; জানি আমি পাব তা'রে যা'রে ভালোবাসি।
প্রত্যয় না হয় যদি—মৌন হ'য়ে থাকো অবিশ্বাসী !
আমারে দিয়ো না বাধা, মিথ্যা কথা ব'লো না আমারে ;
ধর্ম্ম সহিবে না।" হায় কি বলিব, কি বুঝাব তা'রে ?
বুদ্ধিহীনা উন্মাদিনী ! স্তব্ধ হ'য়ে শুধু চেয়ে থাকি।
চেয়ে থাকে বর্ষারাত্রি করুণায় অশ্রুপূর্ণ আঁখি।

সেণ্ট্রাল জেল
৩২শে শ্রাবণ



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভৃত্য

সেদিন সকালবেলা অবিশ্রাম বৃষ্টিধারা ঝরে ;
বসি নিষ্কপায়সম, কারাকক্ষে বাতায়ন 'পরে
লোহার শিকের ফাঁকে দেখিতেছি আপনার মনে
কদম তুলিছে ডালে, 'সর্ব্বজয়া' জলিছে প্রাঙ্গণে ॥
চারিদিকে জলকাদা ; হেনকালে বৃষ্টিসিক্ত দেহে
মাথার টুপিটি খুলি হাস্যমুখে পশিলেন গেহে
কারাগার-চিকিৎসক ; বন্দীদের পুছিয়া কুশল
গেলেন অন্যত্র পুনঃ তুচ্ছ করি তীব্রধারা জল ।
লাঞ্ছিত কয়েদী বসি দুর্দ্দিনেতে শুষ্ক গৃহে তারি :
চাকুরী করিছে রক্ষা সম্মানিত রাজকর্ম্মচারী ।

সেন্ট্রাল জেল
ওঃ কৌ প্রাবঃ

ARCHIVE OF INDIA
NATIONAL

শিশুর প্রশ্ন

মগো, তুমি যাও যে আলীপুরে,
আমায় কেন যাও না সাথে নিয়ে ?
সেই ত সেথায় চিড়িয়াখানা আছে
আমিও ত দেখ্‌তে পারি গিয়ে।
তুমি কেবল জেলখানাতেই যা'বে
চিড়িয়াখানা যা'বেই নাকো তুমি ?
আমায় কেন নেই মা সেথায় যেতে ?
পাছে আমি করি কি দুষ্টুমি ?
হ্যাঁ মা, সেথায় কত তো লোক আছে,
আমি গেলেই হয় শুধু মা দোষ ?
মামা বুঝি দেছেন মানা করে' ?
রাগ করেছেন বুঝি সুভাষ বোস ?
তোমায় অত ভালবাসেন মামা,
আমায় কেন দেখ্‌তে পারেন না মা ?

পুলিসরা মা ধর্‌ত কেবল শুধু
চোর ডাকাত আর দুষ্টু ছেলে পেলে ;
দুষ্টুমি মা কি করেছেন মামা ?
তাঁ'কে কেন রাখ্‌লে ধরে, জেলে ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জেলে গেলে মন্দ বল্‌ত আগে
কেন সবাই বল্‌ছে ভালো আজ ?
জহরলাল মা কেন গেলেন জেলে ?
কেন গেলেন গান্ধী মহারাজ ?
কাকার সেদিন হাত দিলে যে ভেঙে
পুলিস এসে ভাঙ্‌তে নুনের হাঁড়ি
পিঠে কত পড়্‌ল যে কালসিটে
তমলুকেতে খেয়ে বেতের বাড়ি।
হ্যাঁ মা, কেন ভাঙ্‌লে মা তা'র হাত ?
বেত কেন মা মার্‌লে অত তা'রে ?
দোষ কি হয় মা তৈরী করলে নুন
দু'চার হাঁড়ি সমুদ্দুরের ধারে ?
সমুদ্দুরে অনেক ত মা জল,
সেই জলে ত অনেক আছে নুন ;
একটু যদি নিয়েই থাকে কেউ,
থাকে বাকী তা'র ত অনেক গুণ।
নুনের তরে মানুষ মারা কেন ?
সমুদ্দুর ত দেয়নি ওরা খুঁড়ে
ওরাও নুন নিক্ না যত খুশী,
পার্‌বে না তা ? বড্ড বুঝি কুঁড়ে ?
নুনের জন্যে ঝগড়া যখন অন্ত,
সে নুন কাকা—না কর্‌লেই ত হত !

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

গোরাগুলোও বড্ড নাকি পাজি
নবীন দা' ঐ মদের দোকানেতে
বারণ করে ফিরিয়ে দিয়েছিল
এসেছিল মদ যারা মা খেতে-,
তাইতে তাকে একটা গোরা এসে
মার্‌লে লাথি সোজা বুটের বাড়ি ;
মদ খাওয়া ত নয় মা মোটেই ভালো,
বল্‌লে সেটা দোষ কি হ'ল ভারী ?
বিলিতী কোন্ দোকানদারকে নাকি
কাপড় বেচ্‌তে দেয়নি জগু দাদা,
তাই বলে তার কাটিয়ে দেছে মাথা,
আজো দেখো ফেট্টি আছে বাঁধা
যা'দের কাপড় তা'দের কাছেই ভালো ;
আমার বড্ড রাগ হ'ল মা শুনে—
আমরা যদি নাই তা কিনে পরি,
মানুষ মার্‌বে, এম্‌নি ওরা খুনে ?
ওদের কাপড় ওদের দেশের জামা !
যত ইচ্ছে ওরাই পরুক না মা ।
হ্যাঁ মা ! ওদের তাড়িয়ে দেওয়াই ভালো ।
গান্ধীজী মা গেছেন নাকি ব'লে,

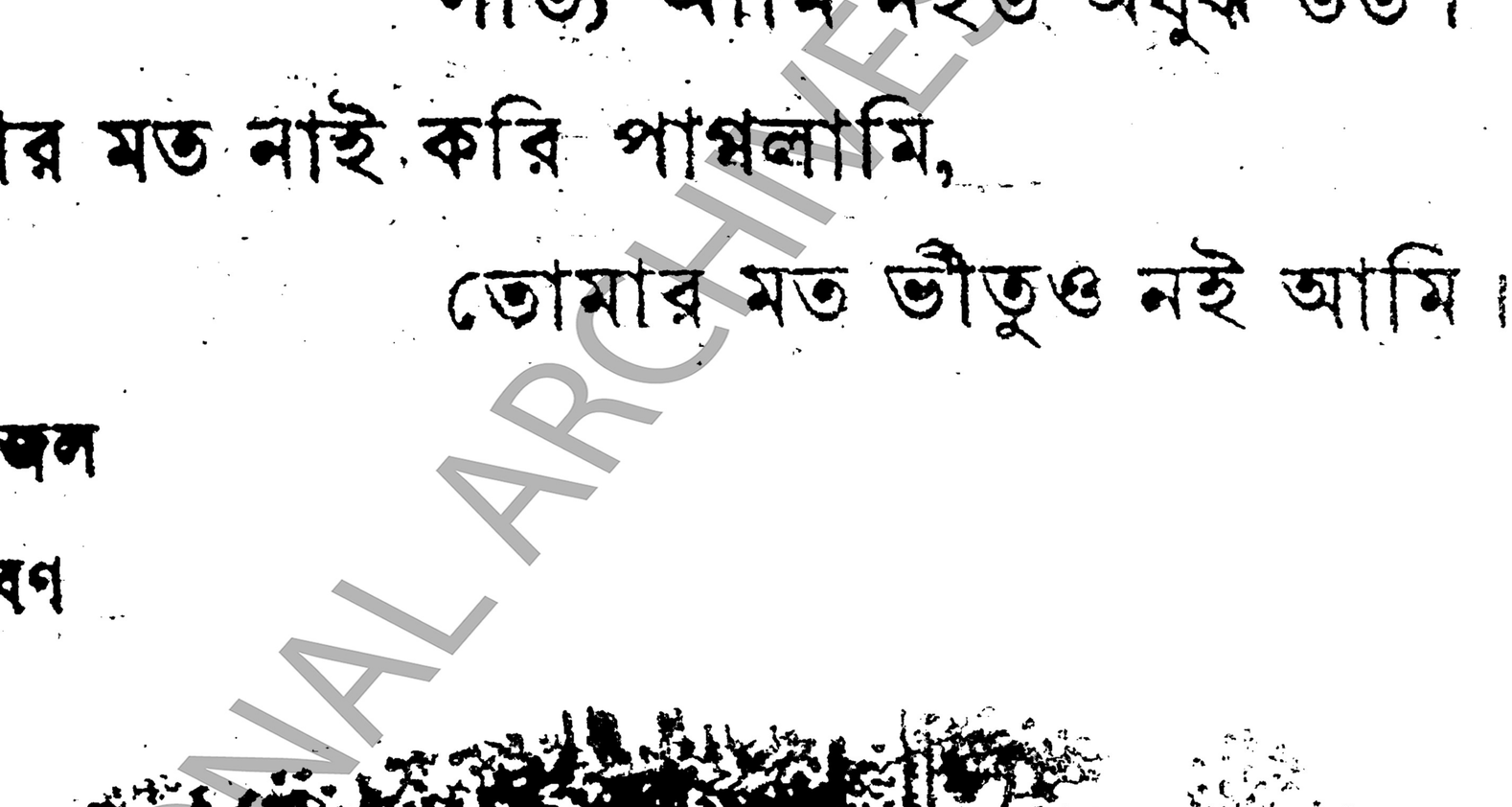
আমরা যদি কেউ কথা না শুনি
তবে ওরা আপনি যা'বে চলে'।
আমি ত মা দুদিন ধরে' তাই—
বাবার কোনো কথাই শুনি নাই,
বাবা ত মা গেলেন না, মাঝ থেকে
মারই খেলুম, লাভ কি হ'ল ছাই!
কাকা বলে, "ওমনি করেই হ'বে,
মানব নাকো যতই মারুক তবু।
সাহেবদের আর খাটবে না জোর শেষে
নিজের দেশে আমরা হ'ব প্রভু।"
আমি দুদিন দেখেছি মার খেয়ে
আরও খেতে পারি বাবার কাছে,
খেলুম নাকো, ছাড়্‌লে বাবা বাড়ী
তুমি আবার রাগ করো মা পাছে।

মাগো, এত ঝগড়া ঝাঁটি কেন?
সাহেবদেরও আছে ত এক দেশ;
সেইখানেতে যাক্ না ওরা চলে,
মনের সুখে থাক্‌বে এখন বেশ!
আমরা থাকি আমাদের এই দেশে
খেয়ে' পরে' যেমন ভালো লাগে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মিথ্যে কেন মরি মা, মার খেয়ে ?
মিথ্যে কেন বকি ওদের রাগে ?
কতদিন মা চল্‌বে এমন ধারা ?
চুক্‌লে লড়াই কি হ'বে তা'রপর ?
জেলখানাতে এমনি র'বে মামা—
কতদিন মা থাক্‌তে বাড়ী ঘর।
তুমি কেবল চুপটি ক'রে থাকো
কি যে ভাবো বসে' বোবার মত।
আমায় তুমি যেমন অবুঝ ভাবো
সত্যি আমি নইত অবুঝ তত।
মামার মত নাই করি পাগ্‌লামি,
তোমার মত ভীতুও নই আমি।

সেণ্ট্রাল জেল
২৫শে শ্রাবণ



ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

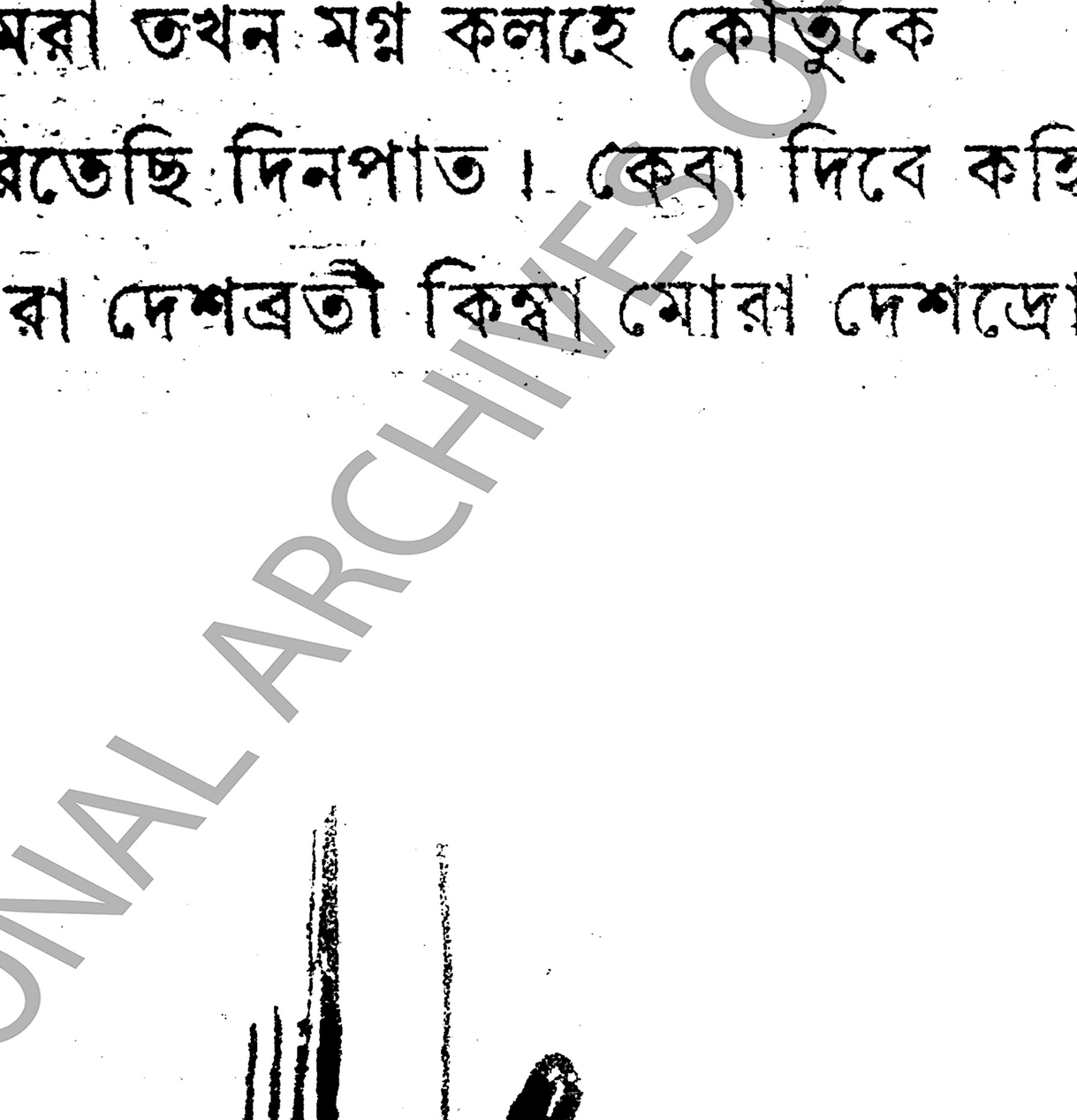
কারাগারে

মুখে লয়ে মহাবাক্য, হাতে মহাকাজ
বিদেশীর বন্দীগৃহে রুদ্ধ মোরা আজ—
সে কথা কি মনে আছে ? দীর্ঘ অবসরে—
কিছু কি করিতে নারি স্বদেশের তরে ?
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে অন্তরে সংশয়,
মোরা যুদ্ধবন্দী যেন বিশ্বাস না হয়।
এই উদরের চিন্তা কারাকক্ষে বসি ;
এই লোভে এই দ্বেষে ফেলিছে নিঃশেষি'
যাহারা সমস্ত শক্তি অহোরাত্র ধরি—
তাহারা ঘুচাবে দেশে দুঃখের শর্ব্বরী !
তা'দের মনের রাত্রি কে ঘুচাবে ? কবে
তা'দের হিংসার বিষ নিঃশেষিত হবে ?
পতনের পথযাত্রী—এরা দেশহিতে
এসেছিল একদিন সর্ব্বস্ব সঁপিতে,
আজ তা, ভাবিতে পারো ? বিশ্বাস কি হয়
ইহারা জিনিবে শত্রু জগতে দুর্জ্জয় ?
বাহিরে ভাবিছে দেশ আশায় উল্লাসে
আমরা আনিব মুক্তি। মুখের কথা সে ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

লোভের ভয়ের বন্দী বিদ্বেষের দাস
দিবে মুক্তি ? অদৃষ্টের একি পরিহাস !
যুঝিছে সমস্ত দেশ প্রাণপণে যবে
ভাই বোন নির্য্যাতন সহিছে নীরবে ;
আঘাত, লুণ্ঠন, হত্যা, গৃহদাহ ভুলি
যাহারা দাঁড়ায়ে আছে উর্দ্ধে মাথা তুলি,
তারা চেয়ে আছে যবে আমাদেরি মুখে
আমরা তখন মগ্ন কলহে কৌতুকে
করিতেছি দিনপাত। কেবা দিবে কহি,
মোরা দেশব্রতী কিম্বা মোরা দেশদ্রোহী।

সেণ্ট্রাল জেল
২৫শে শ্রাবণ



ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

তোমরা যা' শুধু স্বপনে দেখেছ
আমি দেখেছি তা' আপন চোখে—
অনাদি যুগের কবি-কল্পনা—
প্রেতপুরী এই মর্ত্ত্যলোকে !
সে এক চিত্র অতি বিচিত্র
বন্ধু, যা' ভাবো নহে তা' নহে ;
পৃথিবীর বুক-না-ছাড়িয়া-ছাড়া
মানুষ সেথায় বাঁচিয়া রহে ।
সেথা দেশে থেকে প্রবাসী মানুষ,—
বেঁচে থেকে প্রেত,—না মরে, মরা ;
সে এক রাজ্য লক্ষরাজক—
আর্ত্তনাদে ও আমোদে ভরা ।
চারিদিকে তার বিরাট প্রাকার,
ভিতরে শোভন সৌধসারি ;
অস্ত্র রাখিয়া হেসে কথা কয়
যমদূত যত অত্যাচারী ।
লোকচক্ষুর আগোচরে সেথা—
নরসমাজের সীমার শেষে,

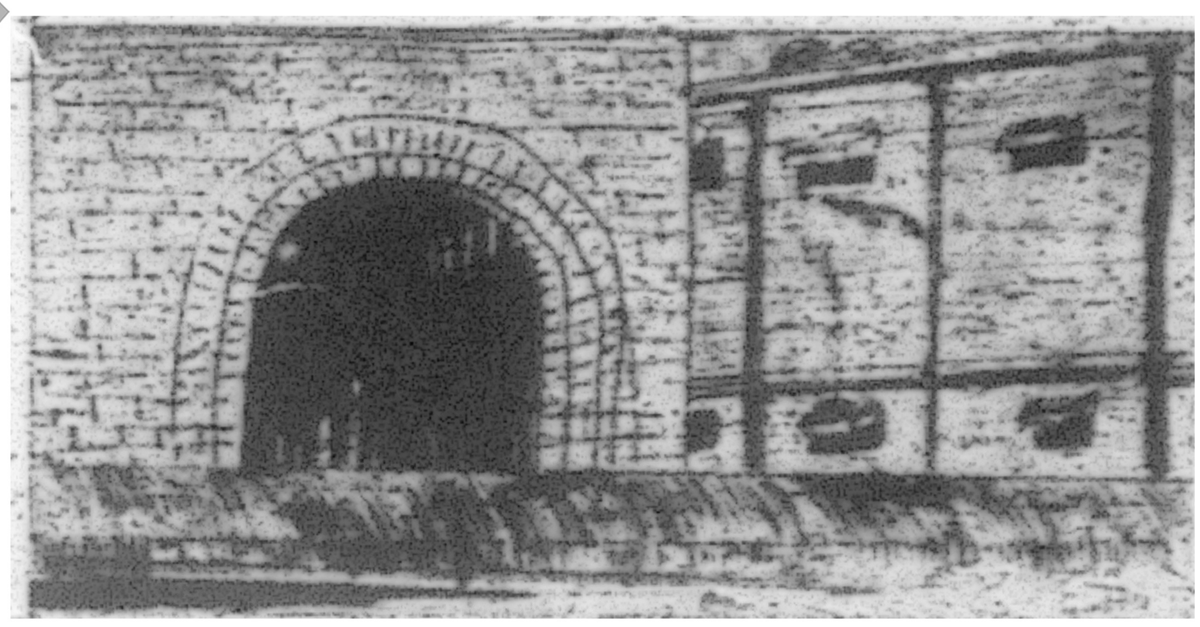
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সুবিপুল এক প্রেতের সমাজ
পুণ্যে ও পাপে মিলেছে এসে।
মানুষেরি মত সুখে দুখে ভরা,—
ব্যথায় কাতর, আদরে খুশী—
পশে সেথা কেহ হাসিমুখে—
কেহ আপনারে, কেহ ধাতারে তুষি ;
কেহ ম্রিয়মাণ, কেহ গাহে গান,
কেহ হাসে আর কেহ বা কাঁদে,
কেহ কহে কথা কুণ্ঠিত স্বরে,
কেহ বা গরজে সিংহনাদে।
অপরের লাগি কেহ দুখভাগী
অঞ্জলি দেয় আপন সুখে ;
কেহ যমদূতে করে ঘৃণা—
কেহ পরিহাস করে হাস্যমুখে।
যুগ যুগ ধরি যত জঞ্জাল
ফেলিয়াছে সেথা বসুন্ধরা,
তারি ক্লেদ, তারি পূতিগন্ধ সে
ঘরে ঘরে আজো রয়েছে ভরা ;
লাখো মানুষের কলুষ-কামনা,—
বিবেকের জ্বালা, দণ্ডভীতি,—
লাখো হা হুতাশ, লাখো অপমান
অত্যাচারের বিজয়-গীতি—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



বর্ষাপ্রভাতে



প্রেতপুরী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



ফিরিছে হেথায় আকাশ ভরিয়া
বাতাস ভরিয়া রুদ্ধশ্বাসে,
নবাগত পেলে লাখো বাহু মেলে
শিকারের লোভে ছুটিয়া আসে।
আকারে অভাগা একই থাকে
তা'র অন্তর যায় শুখায়ে যবে ;
প্রাণের শোণিত পান ক'রে
যত পিশাচেরা মাতে মহোৎসবে।
কাল যে এসেছে উন্নতশিরে
ধরার আলোর বাজায়ে বীণা,
আজ তারে দেখে' জল আসে চোখে
চেনা যায় নাকো সেই সে-বিনা।
ধীরে ধীরে বিষ অন্তরে পশে—
জর্জ্জর করে সকল দেহ,
দুদিনেতে ঘুচে লজ্জা সরম
মুছে মানুষের মমতা স্নেহ ;
পতনের পথ আছে মসৃণ,
হিতকামী আছে লাগাতে ধাঁধা ;
চোখ থেকে শেষে থাকে নাকো চোখ,
বন্ধন থেকে থাকে না বাধা ;
কারো সাথে কারো নাহি রহে যোগ ;
প্রেমের প্রীতির না রহে দাবী ;

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

দেহী ও বিদেহী পাপের পল্লী
মানুষেরে ঘিরে লাগায় চাবি।
আর কেহ কারো ছোটবড় নয়,
গুণী—গুণ-হীনে প্রভেদ নাহি ;
শুধু কলরব, কেবল কলহ,—
শুধু কাটে কাল কুৎসা গাহি।
শত্রুমিত্র হ'য়ে যায় ভুল,
কারো ভালো কেহ দেখিতে নারে ;
প্রেমের মিনতি মানে নাকো কেহ,
মানে এক শুধু অত্যাচারে।
যে যা 'খুশী চায়, যে যা 'খুশী বলে,
যে যা 'খুশী করে বর্ব্বরতা :
সদাচার শেষে পাপ মনে হয়,
শৃঙ্খলা হয় হাসির কথা।
ভদ্র ক্রমশ ভদ্রতা ভোলে
মানী ভোলে মান, মানুষ স্নেহ ;
কারো সুখে কেহ হাসে নাকো আর
কারো ব্যথা দেখি কাঁদেনা কেহ।
কেহ ক্ষুদ খেয়ে বিরামবিহীন
পশুর মতন খাটিয়া মরে ;
কেহ ঘরে শুয়ে রাজভোগ খেয়ে
গালি দেয় তারে গর্ব্বভরে।

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

নাই সংসার—অর্থচিন্তা—
অনায়াসে যায় উদর পূরি ;
শুধু চলে তাই আহার-চর্চ্চা,
হানাহানি ল'য়ে কথার ছুরি ।
সমাজ শাসন পশে না সেথায়—
রাজার শাসন লুকায়ে হাসে,
বিদেহ পিশাচ অন্ধের দলে
টেনে ল'য়ে চলে সর্ব্বনাশে ।
কা'র পান হ'তে খসিয়াছে চূণ—
কার রাজভোগে হয়েছে ত্রুটি—
এই নিয়ে শুধু চলে কোলাহল
ছাড়িয়া কণ্ঠ বাগায়ে মুঠি ।
বন্দী আপন বন্ধন ভুলে
হাসিমুখে বলে রসের কথা,
প্রাচীর প্রহরী বিধি-নিষেধের
সব কিছু হয় কথার কথা ।
মত্তের মত মাতামাতি যবে
সহনের সীমা ছাড়ায়ে ওঠে
ছোটমুখে শুনি তর্জ্জনধ্বনি
সে দিন যমের নিদ্রা টুটে ।
সহসা সেদিন ধ্বনিয়া আকাশ
সর্ব্বনাশের ঘণ্টা বাজে ।

সহসা সেদিন বন্যার বেগে
যমদূত আসে বিবিধ সাজে!
পশুবল তার রণসম্ভার
সহসা দেখায় বিপুল দাপে;
লকলকি ওঠে নরকের শিখা,
সারা প্রেতপুরী শিহরি কাঁপে।
সেদিন ভূতেরো ভুল ভেঙে যায়
পিশাচপীড়নে পাশব বলে;
চলে নির্ম্মম, নিঠুর প্রহার,—
আঘাতের পরে আঘাত চলে।
অস্ত্রবিহীন বন্দীর দল
নিষ্ফল রোষে গুমরি কাঁদে;
ক্ষমাহীন অরি জর্জ্জর করি
কঠিন নিগড়ে চরণ বাঁধে!
থেমে যায় খেলা, থেমে যায় গান,
কলহ সে থামে উচ্চ স্বরে;
মানুষ মরে, যে প্রেত হ'য়েছিল
প্রেতজীবনেও এবে সে মরে।
ক্রীতদাস সম পালিয়া আদেশ
কথায় কথায় দণ্ড সহি
সহি শত গালি, মাখি চুণকালি,
চলে সে আদেশ মাথায় বহি।

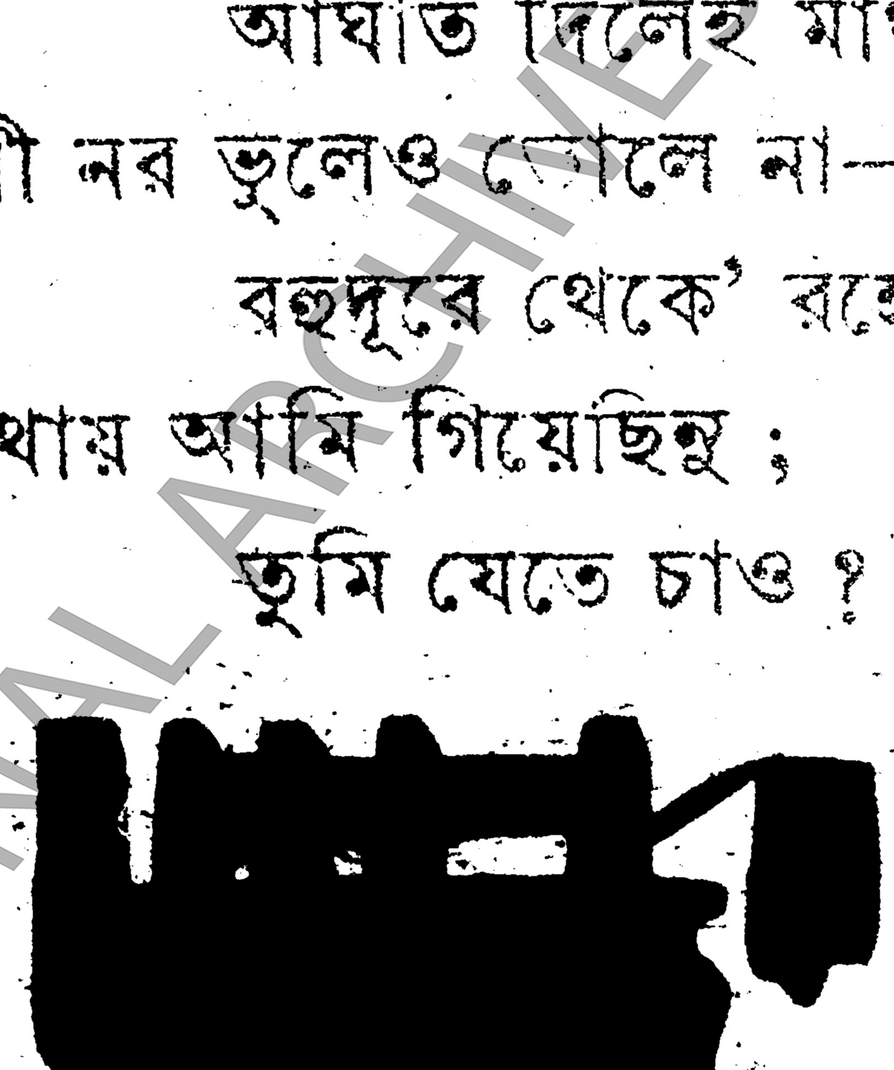
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বাহিরে যাহারা সয়েছিল ব্যথা,—
লয়েছিল দেহে আঘাত শত,
প্রেতপুরে যারা তুলেছিল মাথা,
কয়েছিল কথা বীরের মত,—
একদা যাহারা পশুবলে কভু
করেনি স্বীকার দর্পভরে,
যে মেরেছে তারি দয়ার ভিখারী
আজি তা'রা সবি সহ্য করে ;
সব অধিকার ভুলে গিয়ে আর
সব অভিমান শিকায় তুলে,
পাপের নকরে আজি পূজা করে
দেবতারে ভুলে নিজেরে ভুলে।
এমনি করিয়া দিন কেটে যায়—
উঁচু কথা কেহ কহে না ভয়ে ;
ক্রমে শেষ হয় মেয়াদের দিন,
এ-পাপেরো ভোগ ফুরায় ক্রমে।
রুদ্ধরোষের আগুনে জ্বলিয়া
লোভে লেলিহান রসনা লয়ে,
সেই প্রেতপাল ছুটী পায় শেষে,
সেদিন ধরণী শিহরে ভয়ে।
সেদিন সমাজ বিষে ওঠে ভরি
লভিয়া তাদের আত্মীয়তা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সেদিন প্রেতের পাপের প্রভাবে
মানুষের ঘোচে পবিত্রতা।
বন্দী সেদিনো মুক্ত বাতাসে
স্বপ্নে দেখে সে বন্দীশালা,
ধরা প্রেমের শীতল স্বর্গে
বয়ে আনে তারা নরক জ্বালা
গুরুলঘু সব ভুল হয়ে যায়,
পাপ পুণ্যের প্রভেদ ভোলে
ভাল বাসিলেই দুপায়ে মাড়ায়,
আঘাত দিলেই মাথায় তোলে!
প্রেতপুরী নর ভুলেও ভোলে না—
বহুদূরে থেকে' রহে সে কাছে,
বন্ধু, সেথায় আমি গিয়েছিনু;
তুমি যেতে চাও? বাসনা আছে?

২৭শে শ্রাবণ



রুদ্রতপা*

তোমরা কেবল হাসাহাসি করো ওর পানে চেয়ে ব্যঙ্গ-ভরে
শুধু করো রসিকতা।
বুড়াকৃষাণের চোখের সমুখে ক্ষেতভরা ধান শুকিয়ে মরে,
বোঝো কি তাহার ব্যাথা?
সরস শ্যামল তরুণ জীবন নবীন আলোকে নূতন বলে
উঠিতেছে মাথা তুলে,
আর কিছুদিন হেন মেঘহীন নীলাকাশে যদি রৌদ্র জ্বলে
ঝলসি পড়িবে ফুলে।
বোঝো কি সে কথা? জানো কিগো যদি অকোর
বাদলে আকাশ ভাঙি
না নামে সুধার ধারা,
এই শ্যামলতা এই থরতাপে ধূসর মরণে উঠিবে রাঙি
শুখায়ে হইবে সারা।
জানো কি ফসল কত ক্লেশে হয়? কত সেবা তাহে মিড়ানি কত?
ভেবে দেখেছ কি তুমি—

---

* কোন আদর্শচরিত্র পূজনীয় নেতা জেলে অবস্থানকালে স্বেচ্ছাসেবিকাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তী চরিত্রবান এবং সংযমী হইতে উপদেশ দিতেন। এজন্য তাঁহাকে অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল।

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

সময়ে যদি না জল পায় তবে কোটি কীটে তারে করিবে ক্ষত।
আহার দিবে না ভূমি।
তুমি শুধু চাও মন্দপবন মেঘহীন দিন জীবন ভরা,
ভাবোনা তো অত কথা।
তুমি ত বোঝোনা সুখে থাকিতেও দুঃখেরে কেন বরণ করা;
যেচে নেওয়া কেন ব্যথা।
যে যেমন চাষে বাড়িতে না দিয়া অঙ্কুরে কেন নিড়ায় লোকে,
কেন যে আগাছা বাঁচে?
তুমিতো বোঝোনা কেন ভরা নয় আকাশ কেবল জ্যোৎস্নালোকে,
মেঘের কি দাম আছে।
ও যে জানে, ও যে দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছে সারা জীবন ধরি;
ও ত তাই পায় ব্যথা।
ওযে ভালোবাসে তরুণ তরুরে ওযে তার নাশ দেখিতে নারে;
তাই ওর ব্যকুলতা।
ও ত তাই মাগে কাতর কণ্ঠে দুই কর জুড়ি দেবতা পায়ে—
কুরূপ কাজল ছায়া,
পথিলপথে ঘনবর্ষণে সিক্তবসনে ফিরিতে চাহে
রাখে না সুখের মায়া।
অনেক দেখেছে রোদে ভরা দিন বহু নির্মেঘ জ্যোৎস্নারাতি,—
তার প্রয়োজনও জানে,
তবু যবে সবে শ্যামলতা হেরি ভরেছে পুলকে উঠেছে মাতি—
সে চাহে গগন পানে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তোমরা উহারে বিচার কোরো না দূর হ'তে শুধু ব্যঙ্গ হাসি,
না বুঝে দিয়ো না গালি।
অনেকে ঠেকে যা'—শিখেছে জীবনে তাই চাহিয়াছে শিখাতে
আসি ;
ভালোবাসিয়াছে খালি !

সেণ্ট্রাল জেল
৩রা ভাদ্র,



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রিয়জন*

ওরা কেন ভালবাসে ?
যত ছেড়ে আসি কেন তবু শুধু ফিরে ফিরে কাছে আসে ?
আমি যাহাদের কিছু দিইনাকো দিতে পারিনাকো কিছু,
কেন তাহাদের দান ফিরে আজো আমার প্রাণের পিছু ?
কেন মোর কাছে বিকাইতে চেয়ে ছল ক'রে মোরে কেনে ?
অধম নিলাজ, নির্ম্মমে হেন কেন বুকে লয় টেনে ?
দৈবের পরিহাস !
যত দূরে যাই তত এঁটে বসে কঠিন মায়ার ফাঁস !

কেমনে করিয়া বলি
আমার হৃদয় এমন করিয়া কেন উঠে চঞ্চলি !
মনে যদি মেঘ নাই থাকে তবে কেন বিদ্যুত-দ্যুতি ?
একি মোহ ? একি দুর্ব্বলতার কাপুরুষ বিচ্যুতি ?
অথবা এ শুধু নূতনের মাঝে পুরাতনে ফিরে পাওয়া !
দিবসের কাজে ক্লান্ত কায়ায় একটু দখিন হাওয়া !
কাজ কর্ম্মীর প্রিয় ;
বিশ্রাম তার প্রয়োজন,—সে তো নহে শুধু ক্ষমণীয়।
একি তাই—ঠিক তাই ?
এই বলে আমি মনেরে বুঝাবো ? কোনো সংশয় নাই ?

---

* কারাগারে আত্মীয়গণের সাক্ষাৎ পাইবার পর লিখিত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বুঝাতে তো চাই,—কেন যে পারি না—নিজে তাই বুঝিনাযে।
মনে হয় যেন ত্রুটি আছে কোথা,—কি যেন বেসুরা বাজে!
ওরা তো কেবল হেসে চলে' যায় ক্ষণিকের দেখা দিয়া;
স্মৃতি কেন তা'রি ফিরেগো নিয়ত মর্ম্মে মর্ম্মরিয়া?

এ যে দান কোন্ দেশী!
ওরা যাহা দিবে আমি পেয়ে যা'র তা'র বহুগুণ বেশী।

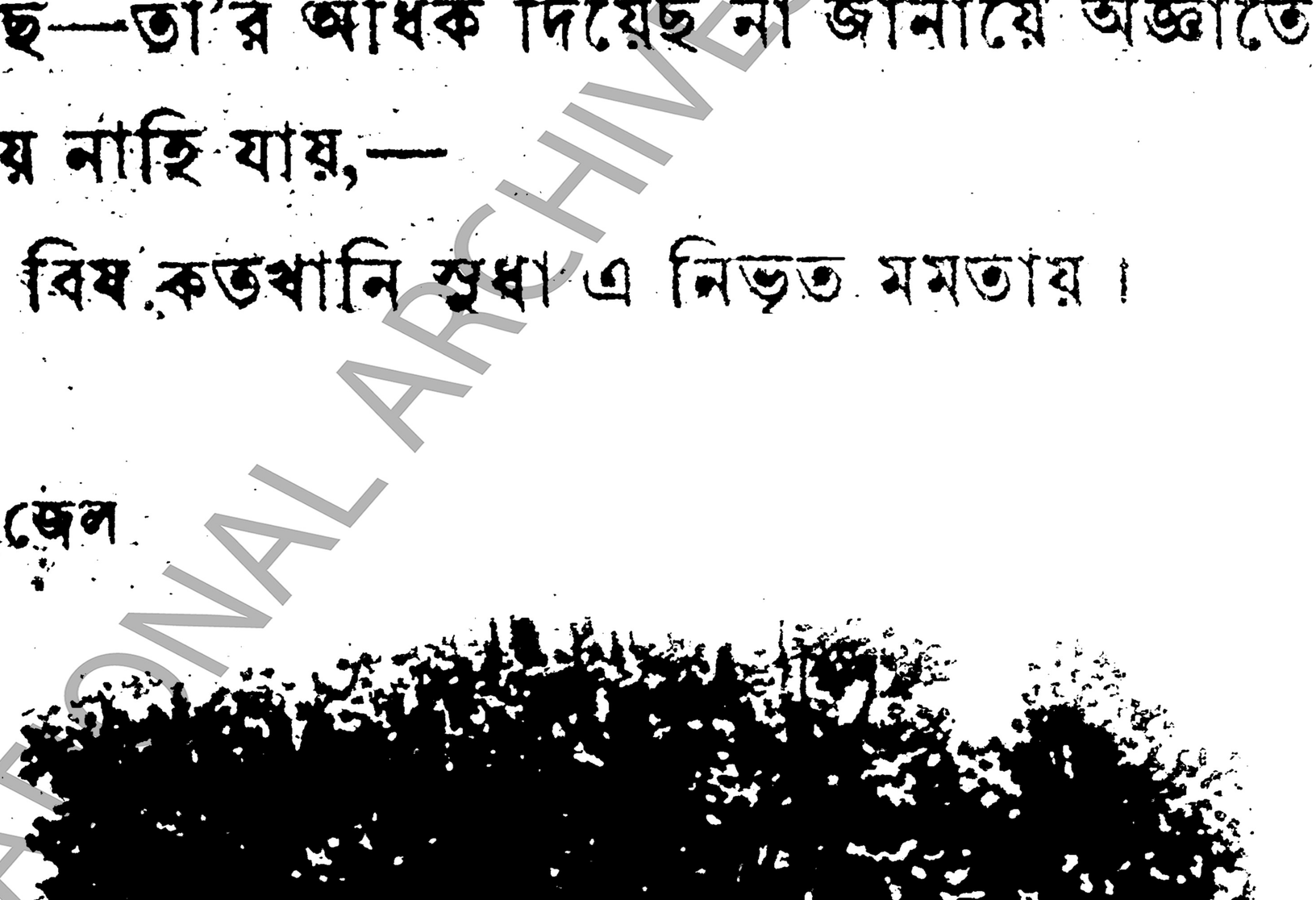
তাই সঙ্কোচে মরি;
ওগো, তোমাদের ভালো না বাসিতে, তাই অনুরোধ করি!
ভ্রাতার প্রণয়, ভগিনীর প্রীতি, শিশুর আদররাশি—
কেন থালি ভরে' চোখে দাও ধরে'? আমি যে গো উপবাসী
আমি গৃহহারা—আঁধার কারায় সুখে আছি এক কোণে;
কেন তুমি আলো বাহিরের দূত গৃহেরে জাগাতে মনে?
সেই সংসার—স্নেহে ও কলহে,—অশ্রু-হাসিতে ভরা!
সেই খোলা মাঠ,—সেই খোলা পথ,—শ্যামলা বসুন্ধরা!
কেন তা'র কথা মনে করে' দাও? ওগো কেন? বলো কেন—
আমি সব ছেড়ে শান্তি যে চাই সেও দুর্লভ হেন?

এত ছোটো মোর আশা—
এতটুকু তপ,—তাও নাশিবারে কেন জাগে ভালোবাসা?

আপনার পর নাই
জপে'ছিনু বসি সবাই সমান,—সব বোন—সব ভাই।

মনে করেছিনু ভুলে দেওয়া গেছে মমতার কারবার ;
তোমরা আসিয়া প্রাতিলে বেসাতি নিমেষে পুনর্ব্বার !
তোমাদের স্নেহ অনুভবে আনি,—তোমাদের পেয়ে কাছে—
নূতন করিয়া পড়ি গেল মনে—আত্ম ও পর আছে।
বহুদিনকার সাধনা আমার ভুলালে এমনি করি।
সুদূর পথের পাথেয় আমার প্রভাতেই নিলে হরি।
জানি তোমাদের কোনো দোষ নাই, জানি দোষী আমি নিজে ;
শুধু নাহি জানি কি হ'বে উপায়,—এখন করিব কি যে।
শুধু কেন যেন মনে হয় ক্ষতি আজও হয় নাই তা'তে ;
যা' নিয়েছ—তা'র অধিক দিয়েছ না জানায়ে অজ্ঞাতে !
সংশয় নাহি যায়,—
কতখানি বিষ কতখানি সুধা এ নিভৃত মমতায়।

৫ই ভাদ্র
সেণ্ট্র্যাল জেল



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দুরাগ্রহ

আপনার জন কারাগারে গেছে ? ভাবো কি বোকার মত ?
দেখা চাহ যদি এসো না বন্ধু, পথ আছে তা'রো কত।
অনুমতি নাই ? ভারী গোবেচারা ! জেলকেরতের কাছে
সন্ধান নাও,—অনুমতি চেয়ে ফিরিবে কাহার পাছে ?
চিঠি দিতে হয়—চিন্তা কোরোনা—নাও বোসো আজই লেখে
কেমন করিয়া দু'দিনে তাহার উত্তর আসে দেখো'।
শত্রুর সাথে ছলনা করিতে দ্বেষ নাই, লাজ নাই।
সত্যের নামে যুদ্ধ বেধেছে ? রেখে দাও কথা ভাই।
সত্য মোদের পোষা বিলাসজ্ঞা—উৎসবে চৌঘুড়ি ;
সোজাসুজি কাজ হাসিল করিতে মিথ্যার নাহি জুড়ি।
তা'রি জোরে মোরা কারায় নিত্য দেশের খবর লভি।
খিড়কীর পথে কত কি যে হয় ধরিলে কি চলে সবি ?
বাধিছে বিবেকে ? ভালো লাগিছে না মনকে ঠারিতে আঁখি ?
দু'টো দিন বাদে ঠিক হ'য়ে যা'বে—কিছু থাকিবে না বাকী।
কাঁচা বিবেকের ব্যথাটা প্রথমে সবারি অমনি হয় ;
আমাদেরো হ'ত ; পেকে ফেটে গেছে। ভেবো না, ও কিছু নয়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সত্যাগ্রহীর অসদাচরণ মানি কিছু শ্রুতিকটু,
অরাতির চরও ফিরে চৌদিকে, বিপদে ফেলিতে পটু ;
তাই বলে' মোরা ভয় করি নাকি ? কিবা লাজ ? কা'রে ডর ?
পুলিসের কাছে জমিতেছে ফটো ? জমুক অতঃপর,
কতই জমিবে ? স্বরূপ মোদের বিশ্বেতে হ'বে জারি ?
স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল হ'বে ? মরে' গেনু ভয়ে তা'রি !
দু'চারিটা চিঠি,—দু'চারিটা কথা আদিগঙ্গার ধারে,—
লজ্জা কিসের,—এমন অনেক হ'য়ে থাকে কারাগারে ।
অনেকের সাথে ভেদ আছে কিছু ? আমরা সত্যাগ্রহী ?
জানো না বন্ধু—মুখে যাহা মোরা—মনে তাহা আজো নহি !
জানানো কি আজো বাঁকা বুদ্ধির খেলা খেলিতেছি খালি ?
যাঁ'র নাম ল'য়ে যুদ্ধে এসেছি তাঁহারে দিতেছি গালি ।
না বাধিতে রণ সেনাদলে বলি, "যুদ্ধ গিয়াছে থামি—
ঘরে ফিরে যাও"—স্বদেশের নামে আজো করি গুণ্ডামি ।
জানোনা আজিও কেমন করিয়া কচি ছেলেদের কানে
গুজরি নব মোহমুদ্গর তুলে দিই আস্‌মানে ?
কত তাপসের গোপন ফন্দী খোলসা বুঝায়ে কহি ;
দেশভক্তেরে মিথ্যা প্রচারে সাজাই দেশদ্রোহী ;
এ সকল কথা কিছুই জানো না ? সুখে আছ বল তবে ।
তাই থাকো ভাই ;—কাজ নাই জেনে ; কিছু ফল নাহি হ'বে ।
বাহিরে তোমার চক্ষে জ্বলিছে আজিও ত্যাগের আলো,
কারা-প্রাচীরের পিছে যে আঁধার—না দেখাই তা'রে ভালো ।

দূরদূরান্ত আলোকিছে সেই যুগসূর্য্যের জ্যোতি
কুহেলি-লোকের অতিথির হ'য়ে জানাবে কি তা'রে নতি ?
স্তব্ধ আছ যে ? তোমার চক্ষে নীচু হয়ে গেছি আমি ?
আমার চক্ষে আমি কি হ'য়েছি জানে অন্তরযামী !

১৩ই ভাদ্র
সেণ্ট্রাল জেল



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রার্থনা

মোরে তুমি মুক্ত করো ; সব ক্ষুদ্রতার
ঊর্দ্ধে ল'য়ে চল আজি অবাধ উদার
উন্মুক্ত গগন তলে,—পবিত্র জীবনে।
ভীরু গৃহদীপ জ্বলে ক্ষুদ্র বাতায়নে
কম্পিত চকিত ত্রস্ত ; তুমি লহ তা'রে
তোমার মশাল করি প্রান্তরে কান্তারে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত্রিবক্ষে মুক্তাকাশ-তলে
যেথা তব ভয়হীন জয়যাত্রা চলে—
ধরণীর প্রান্তে প্রান্তে। হে রুদ্র দেবতা,
যদি আজো কোনোখানে থাকে দুর্ব্বলতা
তারে অস্বীকার কোরো—ক্ষমা কোরোনাকো।
তোমার জীমূতমন্দ্রে ডাকো আজি ডাকো
তা'দের সবারে—মুগ্ধ যারা মোর মত
আছে নিজগৃহকোনে আত্মসুখরত
তোমার বিশ্বেরে ভুলি—ভুলিয়া তোমারে।
অভ্রভেদী অসত্যের স্পর্দ্ধিত প্রহারে
কর মোরে নির্ব্বিকার—শান্ত সত্যাশ্রয়ী।
আমার বিনাশ মাঝে হয় হোক জয়ী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তোমার মঙ্গলইচ্ছা ;—শুধু দয়া রেখো,—
নিবেদিয়া দেহমন—চিন্তার অর্দ্ধেকও
যেন চুরি নাহি করি তব অর্ঘ্য হ'তে।
তোমার আহ্বান শুনি এসেছি যে পথে—
যে ব্রত ল'য়েছি—তা'রে অপমান করি
যেন মুক্তি নাহি পাই। বাঁচি কিম্বা মরি
আমার কর্ত্তব্য যেন করি হাসিমুখে
সহস্র বিপদে—শত বিভীষিকাবুকে।

আজি ভ্রান্তি ভেঙ্গে যাক, চিন্তা হোক দূর।
হে নিষ্ঠুর সর্ব্বত্যাগী, উজ্জ্বল মধুর
তোমার দক্ষিণমূর্ত্তি যেন বক্ষে জাগে :
সর্ব্ব অনাসক্তি মোর তব অনুরাগে
যেন ওঠে পূর্ণ হ'য়ে ;—এর চেয়ে বড়
কোনো আশা নাহি আর। মোরে ধন্য করো
তোমারে বাসিতে ভালো শিখায়ে আমারে!
আজো ঘোর সংশয়ের রাত্রি-অন্ধকারে
তোমার প্রসন্ন জ্যোতি নাহি দেখি যদি,—
আমারে বিশ্বাস দাও,—যেন নিরবধি
সন্ধান করিয়া ফিরি। তোমারে হৃদয়ে
যখনি আঁকিতে গেছি—কাঁপিয়াছে ভয়ে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মোহমুগ্ধ চিত্ত মোর—প্রাতঃসূর্য্যকরে
মুদ্দিত কুমুদসম—সঙ্কুচিত ডরে।
তুমি ভয় ভেঙ্গে দাও,—সংসারের সুখ
যাহা তোমা হ'তে মোরে করি'ছে বিমুখ
তাহে তুমি আর মোরে বন্দী করিয়ো না।
স্পর্শমণি,—স্পর্শে তব লোহা হোক সোনা;
অঙ্গার উজ্জ্বল হোক পবিত্র অনলে;
ধুয়ে যাক সব গ্লানি তব শান্তি-জলে।
তব যোগে পূর্ণ হোক সকল বিয়োগ।
শিখাও ত্যাগের মন্ত্রে করিবারে ভোগ।

কবে কা'র ক্ষুদ্রহস্তে কোন্ মহাকাজ
তুমি করাইয়া ল'বে,—হে রাজাধিরাজ,—
কেহ তাহা নাহি জানে। তোমার বিধান
কাহারে সম্মান দিবে কা'রে অসম্মান:
কে বলিতে পারে? আজ যে মালা মুকুটে
কাল সে লুটায় পথে—কিম্বা অস্তকূটে;
আজি যাহা সিন্ধুতলে কীটদেহশেষ,
কাল তাহা নৃপ-অঙ্গে ভূষণ-বিশেষ!
দুর্ব্বল সবল হয় তব আজ্ঞা লভি;
ক্ষীণা নির্ঝরিণী হ'তে জাগেন জাহ্নবী

জুড়াইতে ধরণীর তাপদগ্ধ হিয়া।
নিষ্ফল সাধনে যা'র গেছে প্রাণ দিয়া
শত শত মুক্তিব্রত ঋষি পুণ্যচেতা-
মৃত্যু-নিবেদিত কোন্ ক্ষুদ্র নচিকেতা
তাহার চরম সিদ্ধি—অমৃতের বাণী—
মৃত্যুপুরী হ'তে দিবে মর্ত্ত্যনরে আনি—
কে বলিবে? কে বলিবে,—এ পূর্ব্বজগতে
আজি আসিয়াছে ভাসি' অন্ধকারস্রোতে
যে আলোর রক্তজবা—তা'র অর্ঘ্য লভি'
দিগন্তে উঠিবে কিনা নব ভাগ্যরবি!

তোমাতে নির্ভর করি তব জয় গাহি,
বহু বাধা-বিঘ্নময় রাত্রি অতিবাহি
মোদের চলিতে হ'বে,—চলার সে সুখে
তব আশীর্ব্বাদ আছে জানি হাসিমুখে।
নির্জ্জিতা ক্ষুধিতা দীনা আজি মাতৃভূমি
ডাকিয়াছে যাহাদের—তাহাদের তুমি
নিজে ডাকিয়াছ—যেন সদা রহে মনে।
যে পাপ ঘুচাতে চাই—তা'রে সঙ্গোপনে
বক্ষে যেন নাহি পুষি; প্রতিহিংসানলে
না করি হিংসার পূজা তব পূজাছলে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

এই শক্তি দাও—যেন: ফলে লোভ করি
তোমার প্রশস্ত-পথ দূরে পরিহরি
না ফিরি অসত্য-পথে ;—না করি বিদ্বেষ
কোনো সৃষ্ট জীবে তব। আয়ু হ'লে শেষ
সফলতা নিস্ফলতা অর্পি তব পায়ে
আমি যেন যেতে পারি নিঃশেষে মিলায়ে।
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ,—যাত্রা হ'ল সুরু ;
তুমি আশীর্ব্বাদ করো—হে পিতা—হে গুরু

১১ই ভাদ্র
সেণ্ট্রাল জেল



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নব নীতি

মাথা নত করো বন্ধু,—শ্রদ্ধাভরে আজি নতশিরে
বরণ করিয়া লও ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরে—
গুরু বলি, নেতা বলি, রণক্ষেত্রে সেনাপতি বলি ;
আত্মার আত্মীয় বলি—দেহ তাঁ'রে প্রাণের অঞ্জলি।
বিশ্বের বন্দিত ঋষি—তোমার জাতির মুক্তিদাতা
উদিয়াছে শুভক্ষণে,—সম্ভ্রমে আনত কর মাথা !
আজি ভুলে যেতে হ'বে অতীতের যুদ্ধ-ইতিহাস ;
বিষবাষ্প-পরিপূর্ণ যুগান্তের ছিঁড়ি নাগপাশ—
আর্ত্ত ধরা মুক্তি মাগে ; যুদ্ধে তাই নব রণনীতি
ভারত এনেছে আজি প্রীতিভরে। তা'র জয়গীতি
তুমি গাহিবে না বন্ধু ?—তুমি তা'রে দিবে না সম্মান ?
আজি যুগ-সন্ধিক্ষণে বহুভাগ্যে মোরা ভাগ্যবান
লভিয়াছি ধর্ম্মযুদ্ধ ;—অসত্যেরে করিতে শাসন
সত্য তুলিয়াছে শির ; বিধাতার ট'লেছে আসন ;
মানুষের মুগ্ধনেত্র দিকে দিকে উঠিয়াছে জাগি।
তুমি শুধু রণপ্রান্তে উদাসীন যুদ্ধ-ফলভাগী

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

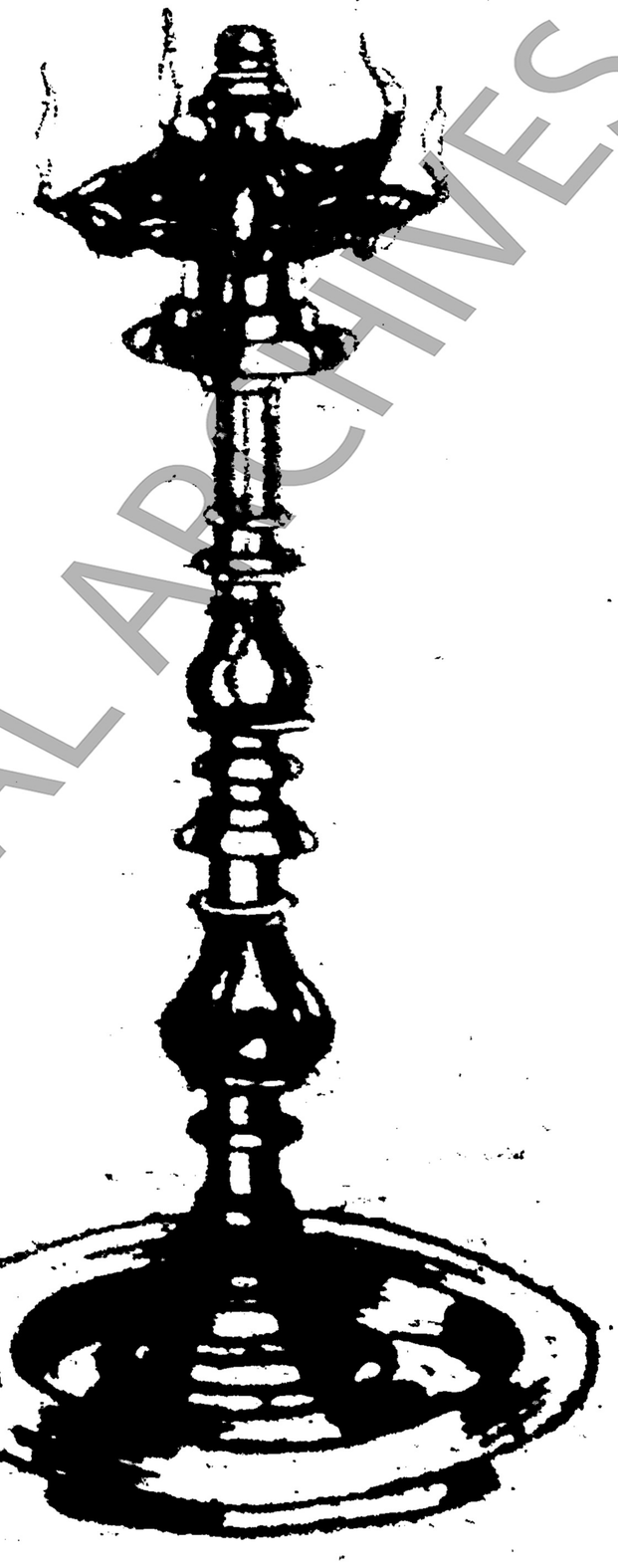
আত্মপ্রবঞ্চনা করি র'বে বসি মিথ্যা অবিশ্বাসে ?
যে আগুন জ্বলিয়াছে সহস্রযুগের দীর্ঘশ্বাসে—
তুমি মনে ভাবিয়াছ—নিভিবে তা' তোমার কথায় ?
কোটি কোটি তব সম না রহিলে কিছু আসে যায়
মনে করিয়ো না বন্ধু ! এ যুদ্ধ স্বার্থের যুদ্ধ নহে,
ক্ষুদ্র অধিকার লয়ে নহে দ্বন্দ্ব ; আজি পুণ্যগ্রহে
ঘুচাতে বিশ্বের ব্যথা—মর্ত্ত্যেরে শিখাতে মৃত্যুজয়,—
প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলেরে করিতে নির্ভয়
এই যুদ্ধ আসিয়াছে ; পরাজয়ে নাহি এর শেষ,—
দেশে কালে নাহি সীমা ; ভা'য়ে ভা'য়ে অনাদি বিদ্বেষ
ঘুচাইতে জন্ম এর। বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্যের বাণী—
জগতের ধর্ম্মনীতি—যুদ্ধনীতি বলি দিল আনি
ভারত সংগ্রামক্ষেত্রে,—ঘুচাইতে অধর্ম্মের ভোগ।
তুমি আমি ভাগ্যবান্,—লভিয়াছি এ স্বর্ণসুযোগ
আত্মবলিদান দিতে,—পেতে মৃত্যু বীরের বাঞ্ছিত !
এক যেথা করে দর্প সহস্রেরে করিয়া লাঞ্ছিত,—
লক্ষের সম্পদ লাগি অনাহারে মরে কোটি ভাই,—
অভিশপ্ত সে সম্পদে কাহারো কল্যাণ কভু নাই !
যে বঞ্চিত করে অন্যে,—আর যা'রা সহে বঞ্চনা সে—
কারো শুভ নাই তাহে,—মুগ্ধ সবে অসত্যের গ্রাসে।
একের পতন দেহে,—অপরের নৈতিক পতন ;
কা'রো ক্ষতি অল্প নহে। ভ্রান্ত নর মূর্খের মতন

মানদণ্ডে মেপে চায় ঐহিক সুখের অংশ তা'র,
না পেলে বিদ্বেষভরে অপরেরে করে অত্যাচার—
অত্যাচারী বলি ; করে ধর্ম্মযুদ্ধ পাপখড়্গ তুলে।
অরিরে শিখাতে ধর্ম্ম—আপনারা ধর্ম্ম যায় ভুলে।
স্পর্দ্ধিত শোষকে শুধু দস্যু বলে' করি মোরা ঘৃণা,—
ভাই বলে' অধঃপাতে কেহ তা'রে করুণা করি না,—
কেহ ব্যথা নাহি পাই ; আঘাতে সে দেছে যে বেদনা
তাই শুধু মনে থাকে,—তা'র পাপে অশ্রু এককণা
আসেনা মোদের চোখে। দুইপক্ষ সমান নির্দ্দয় ;
তবুও মানুষ বলি সগৌরবে দিই পরিচয় !
প্রকৃতির অন্ধশক্তি—দু'চারিটা আনি নিজ বশে
ভোগের ভাণ্ডার ভরি—নিজে মুগ্ধ আছি নিজ যশে।
মনুষ্যত্ব, দয়া, মায়া স্বার্থ-লাগি ছেড়ে' চলে' যায় ;
রক্ত দিয়া—ঘৃণা দিয়া যুগে যুগে হিংসার পূজায়
মোরা দিই আত্মবলি। তা'রি লাগি কত আয়োজন !
কত বীরগাথা ! কত কূটনীতি ! আজি একজন
বীরশ্রেষ্ঠ আসিয়াছে—সে পাপের করিতে উচ্ছেদ।
ভয় আর অত্যাচার উভয়ের করি ব্যূহভেদ
সে বলেছে মুক্তি দিবে অসত্যের সকল বন্দীরে।
তাই তার জয় মাগি ধরা আজ মন্দিরে মন্দিরে
দেবতার পূজা করে—শত্রু-মিত্র ভয়হীন মনে
তাই অপেক্ষিয়া আছে ; বিশ্ব তাই মুগ্ধ হ'য়ে শোনে

শক্তির শিখরে বসি একদা যে দেশের সম্রাট
জিনিয়া দুরন্ত শত্রু অশ্রুনেত্রে করেছিল পাঠ
বৈরাগ্যের পুণ্যমন্ত্র,—বলে'ছিল "আর তৃষ্ণা নাহি—
রাজ্যজয় চাহিনাকো।—আমি শুধু ধর্ম্মজয় চাহি"
সেই দেশে লোকনেতা আর্ত্ত ত্রস্ত জাতির রক্ষণে
বহুযুগ পরে আজ শত্রুরে বলিছে শুভক্ষণে—
"আমি মুক্তি ল'ব—রুধি ত্যাগ দিয়া হিংসার দুয়ার ;
দেহে মনে মুক্তি মোর মুক্তি দিবে তোমারো আত্মার ;
আত্মীয়ের পাপকার্য্যে যে প্রেমে আত্মীয় দেয় বাধা
সেই প্রেমে বাধা দিব তব পাপে। মোর মুক্তি সাধা
শুধু মোর লাগি নহে,—মুক্তি তাহে সর্ব্ব-মানবের।
আপনা ভুলেছ তুমি পূজা করি ভোগ-দানবের ;
আমারে দিতেছ পীড়া হিংসার দানবী শক্তি দিয়া ;
আমি তা'রে মানিব না। স্বার্থস্তূপে মানুষের হিয়া
যেথায় পড়েছে ঢাকা—সেথা আজি করি ল'ব পথ ;
ধর্ম্মযুদ্ধে তুমি আমি দোঁহে হ'ব পবিত্র মহৎ।"
হে বন্ধু, এমন যুদ্ধ কোনোদিন ভেবেছিলে মনে ?
পড়ে'ছিলে ইতিহাসে ? ঐ দেখ কাঁপিছে সঘনে
বিপুল পাপের ভিত্তি ; এই ভাঙ্গে, বেশী দেরী নাই।
আজিকার ধর্ম্মযুদ্ধে তুমি শুধু দূরে র'বে ভাই ?
হেলায় হারাবে এই পুণ্যযোগ ? নিতান্তই তবে
মোদের উৎসবক্ষেত্রে তোমার আসন শূন্য র'বে ?

বলিবার কিছু নাই,—মোরা যাই, তুমি ঘরে থাকো ;
বিশ্বাস না হয় যদি মৌন থেকো,—বিষ দিয়োনাকো
কারো আনন্দের পাত্রে। আর যদি পারো—নতশিরে
সঁপিয়ো শ্রদ্ধার অর্ঘ্য ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরে।

১১ই ভাদ্র
সেণ্ট্রাল জেল



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হিংসা-ব্রতীর প্রতি

তুমি কি বুঝিবে আজ কি বেদনা অন্তরে আমার ?
—কি বিতৃষ্ণা তব পাপাচারে ?
একদা যে দে'ছে পূজা—আজ যদি সে দেয় ধিক্কার
—তুমি কি বুঝিবে বন্ধু তারে ?

দুর্দ্দিনের অন্ধরাতে উল্কালোকে আলোকিয়া দেশ
যে দিন প্রথম দিলে দেখা,
বুকে বুকে অগ্নি শিখা,—ঘরে ঘরে আনন্দ সন্দেশ !
স্মৃতি তার মর্ম্মে আছে লেখা।

তুমি মোরে একদিন শিখালে ভুলিতে মৃত্যুভয়ে
বুঝাইলে বন্ধনের ব্যথা ;
দেশেরে বাসিতে ভালো শিখালে প্রথম পরিচয়ে—
ভুলি নাই সেদিনের কথা !
ভুলি নাই তুমি মোর জীবন উষার নরারুণ,
তুমি গুরু, তুমি পিতামহ।

তবুও বলিতে হবে দৃঢ়স্বরে হ'য়ে অকরুণ—
আজ তুমি মোর কেহ নহ !
আজ তুমি কেহ নহ স্বদেশের মুক্তির সংগ্রামে—
সারা দেশ নেমেছে যে রণে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজি যেই গুপ্তপথ নরকের অন্ধকারে নামে—
অভিশাপ তা'রে হয় মনে।
আজি বিধাতার বজ্র—দীপ্ত শুভ্র—উঠিয়াছে জ্বলি
ভয়হীন প্রাসাদে কুটীরে ;
সত্যের পূর্ণিমালোকে জনসিন্ধু উঠেছে আন্দোলি ;
তুমি যদি যেতে চাও ফিরে
আদিম আঁধারে তব সুড়ঙ্গপথের প্রেতলোকে—
তবে আজ একা যেতে হ'বে
মাতৃ-আজ্ঞা ফিরিবে না লুকাইয়া ধরণীর চোখে ;
অপমান করিতে ভৈরবে—
গুপ্তঘাতী সাজিবে না আজিকার ভৈরব পূজারী ;
আপনার বক্ষোরক্ত দিয়া—
সে দিবে মায়ের পূজা দিবালোকে ; পশুত্বে সংহারি—
পশুরে জিনিবে প্রেম দিয়া।
একদিন যেথা ছিলে আজ যদি আগে সেথা হ'তে—
বর্ত্তমানে না আসিতে পারো
ধরণীর মুক্ত পথে জননীর জয়যাত্রা-রথে—
স্থান তবে হ'ল না তোমারো।
তুমি যদি ঘৃণা করো,—গালি দাও কাপুরুষ বলি,—
আমরা ডরি না তাহে আজ।
অন্তরে লভেছি শক্তি, আজি সব দ্বিধা গেছে চলি,
বুঝিয়াছি জীবনের কাজ।

আজি বুঝিয়াছি স্থির,—ভ্রান্তপথে মুক্তিসাধনায়—
তুমি মোরে ফেলেছিলে ভ্রমে।
তুমি যা' শিখায়েছিলে ভারতের বাণীর বীণায়—
সে সুর বাজে না কোনো ক্রমে।
তুমি ভুলায়েছ মোর মহত্ত্বের উত্তরাধিকার ;—
"ক্রোধ পরে অক্রোধের জয়।"
তুমি পারো নাই দিতে নিরস্ত্রে অমোঘ অস্ত্র তা'র—
অহিংসার মন্ত্র বরাভয়।
যা'র অত্যাচার হ'তে মুক্তি চাও—ঘৃণা করো যা'রে—
অন্তরে করেছ পূজা তা'র ;
আপন মুক্তির মন্ত্র ভিক্ষা মাগিয়াছ তা'রি দ্বারে—
গুরু বলি করেছ স্বীকার।
মোরা মানিব না আজ সেই ভিক্ষা, সেই অসম্মান ;
স্বদেশের মনিমঞ্জুষায়
'মুক্তি' স্পর্শমণি ছিল,—ঋষি তা'র পেয়েছে সন্ধান ;
মহিমার মুকুট-ভূষায়—
তাই সাজিয়াছে মাতা ;—উঠিয়াছে ধূলি-শয্যা হতে
তপোশীর্ণা রাজরাজেন্দ্রানী।
আজি তা'র জয়ধ্বনি উঠে তাই নিখিল জগতে,—
ছুটে তা'র বরাভয় বাণী।
একদা অসময়ুদ্ধে গোপনে যে মায়ের প্রসাদ
একা তুমি চেয়েছ সন্তান—

আজি তা' ছড়ায়ে গেছে—ঘরে ঘরে কেহ নাই বাদ ;
মা সবারে ডাকি করে দান।
অরি-পদ-পঙ্কে মাখা রক্তের তিলক তা'র ভালে
তুমি দেছ ঘুচাতে বন্ধন ;
আজিকার লোক-নেতা রাজটীকা মায়েরে পরা'লে
দিয়া শুভ্র শীতল চন্দন।
আজি বহুদিন পরে দেশাত্মার আত্মপরিচয়,—
ভারতের দ্বিজত্ব-সংস্কার।
তুমি কোথা হ'তে এলে যজ্ঞনাশ করিতে নির্দ্দয় ?
আলেয়ায় ছলিতে আবার ?
আজি যবে রণক্ষেত্রে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি মিলে—
আলোকিয়া তুলেছে বসুধা,—
অতীতের প্রেতমূর্ত্তি—হেনকালে তুমি কোথা ছিলে ?
না বুঝিয়া দেবদত্ত সুধা
অবজ্ঞায় দিলে ফেলি ! যাত্রাভঙ্গ করিবার লাগি,—
গণশক্তি পণ্ড করিবারে,—
অরাতির জীর্ণ ক্ষুদ্র পাপ অস্ত্র নিয়ে এলে মাগি—
ব্যর্থ বিষ ফিরে দিলে তা'রে।
একি মোহ ! একি লজ্জা ! দু'জনের সর্ব্বনাশা ভুলে
স্বদেশের স্বার্থ নাশ করি—
একি ক্ষুদ্র অহঙ্কার ! কেন তা'রে ভাসানো অকূলে
কূলে এসে ডিঙিছে যে তরী !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজ মুক্তকণ্ঠে ক'ব—তুমি শুধু গুপ্তঘাতী নহ,"—
ভ্রান্তিবশে তুমি দেশদ্রোহী।
শত্রুর সাহায্য লাগি আজিকার তোমার বিদ্রোহ।
কোটি কোটি আজি সত্যাগ্রহী
তোমারে ধিক্কার দেয়; লজ্জা পায় তব আচরণে।
প্রায়শ্চিত্তে তোমার পাপের—
দুর্ব্বল ভীরুর দুঃখ,—দেশের কলঙ্ক ধর্ম্মরণে!
বিধাতার যে অভিশাপের—
তুমি নিয়ে এলে বার্ত্তা বিজয়ের সন্ধিক্ষণে আজ
জেনো মোরা তাহে নির্ব্বিকার,
তোমার সুমতি মাগি করে যা'ব জননীর কাজ,
তব পথ করি অস্বীকার।

১৫ই ভাদ্র
সেণ্ট্রাল জেল।



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যোগসূত্র

সমস্ত জগৎ হ'তে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনারে—
আপনারে ছোট করি দেখি
আমরা নিশ্চিন্ত মনে কেমন র'য়েছি একধারে !
অন্ধসম করিতেছি একি ?
প্রতি চিন্তা—প্রতি কার্য্য—তোমার আমার প্রতি বাণী
সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতি
করে দ্রুততর—কিম্বা পিছাইয়া দেয় তা'কি জানি !
মোর ক্ষতি সংসারের ক্ষতি,—
সমস্ত সৃষ্টির লাভ আমার প্রাণের বিত্তলাভে—
এই সত্য—এ' অলঙ্ঘ্য নীতি
মোরা বুঝি বা না বুঝি—সংসার অজ্ঞাতে মেনে যা'বে ;
মেনে যা'বে সমস্ত প্রকৃতি ।
একখানি মাল্যে গাঁথা চরাচর এই বসুধায়—
মহত্তম হ'তে ক্ষুদ্রতম ।
তুমি আমি যোগসূত্র না মানিলে কিবা আসে যায় ?
বন্দী তুমি,—মুক্তি নাই মম ।

নদী স্নিগ্ধ করে দেশ আনি বারি গিরিশৃঙ্গ হ'তে :
তরু শিলা যোগায় আশ্রয় ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

স্থাবর জঙ্গম জীব এ উহারে পালিছে জগতে
দিয়া খাদ্য, দিয়া বরাভয়।
আপন অজ্ঞাতে অলি ফুলের বিবাহ দিয়া ফিরে,
তাই ফুল ফল হ'য়ে ফলে।
আপন অজ্ঞাতে সূর্য্য মেঘ সৃষ্টি করে সিন্ধুনীরে
তাই ভূমি ভাসে ধারাজলে।
আপন অজ্ঞাতে ভূমি উদ্ভিদেরে ভরে প্রাণরসে
সর্ব্বজীব তাই অন্ন লভে।
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে করে না জানিয়া বিধানের বশে
পরস্পরে সহায়তা সবে।
ধরণীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মানুষেরে—সৃজিল কি বিধি
জেনে বুঝে হ'তে সৃষ্টিছাড়া?
শুষ্কজ্ঞান শিলা হ'য়ে রচিল কি চিত্তের সমাধি?
অভ্রভেদী স্বার্থ হ'ল খাড়া?

প্রকৃতির জড়শক্তি দু'চারিটি করি করগত—
দু'চারিটি গুপ্ত নীতি জানি
পরস্পরে হিংসা করি মানুষ মরিছে মোহহত
রাত্রিদিন করি হানাহানি।
আপন ভোগের লাগি সর্ব্ব জীবে করিছে শীকার
ধর্ম্মহীনস্থূল নির মানব।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আপনার বিধিদত্ত শ্রেষ্ঠতারে করি অস্বীকার !
নিজেরি আনিছে পরাভব ।
সংসারে যাহারা তুচ্ছ—সমাজে যাহারা হীনতম
তাঁহাদেরি পরিশ্রমফলে
তুমি আমি সুখে আছি, খেয়ে প'রে বিলাসী অক্ষম ;
তাহাদের দলি পদতলে—
কেন নিজ অধঃপাত ডেকে আনি অন্তরে বাহিরে ?
কেন ছুটে চলি সর্ব্বনাশে ?
কেন অগ্নি ল'য়ে খেলি ? কেন ভুলি দশদিক ঘিরে
প্রকৃতির অঙ্কশক্তি হাসে ।

সহজ সাহায্য-নীতি এতো নয় ; নহে শুভবোধে
ভ্রান্তিজাত এ হিংসা শোষণ ।
এ যে জ্ঞানকৃত পাপ । একের লোভের অনুরোধে
সহস্রের নিষ্ঠুর শোষন ।
এ যে আত্মহত্যা ! নিজ ক্ষুদ্রশোকে নিজ দেহপাত
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বহুগুণে ।
আপন চরিত্র দিয়া এ যে লক্ষ চরিত্রে আঘাত !
এ যে বিশ্ব পোড়ানো আগুনে !
স্বেচ্ছাসুখে দুইদণ্ড এ সংসারে চলে' গেলে ভ্রমি
ভাবিতেছ কিবা ক্ষতি কার ?

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

তোমার মনের রোগ বাতাসে যে ফিরিবে সংক্রমি
তা'কি ভাবো ? খোঁজ রাখো তা'র ?
তোমার কি আছে মনে আলোকিতে পারে এ জগৎ
তোমার পুণ্যের দীপ্ত শিখা ?
পারে কোটি অনাগত মানবেরে দেখাইতে পথ ;
মনুষ্যত্বে দিতে জয়টীকা ।

মানুষের স্বেচ্ছাচার—মানুষের নিষ্ঠুরতা লয়ে'
কিবা লাভ বৃথা কোলাহলে ?
তুমি আমি তা'রি অংশ,—আমাদেরি স্বাচ্ছন্দ্যসংগ্রহে
নিত্য এই অত্যাচার চলে ।

অসংখ্য পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী করিছে স্বেচ্ছায়
মোদের ভোগের আয়োজন ;
তবু কোটি কোটি জীবে বাধ্য করি উদরের দায়
কেন ক্লেশ দিই অকারণ ?
মনুষ্যত্ব পঙ্গু করি কেন সৃষ্টি করি দাস যত
আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি ?
কেন নিজে দুঃখ পাই, বিরোধ বাধায়ে তুলি শত,
সকলেরে করি দুঃখ ভাগী ?
আপনি মানুষ হ'য়ে মানুষ ভুলাই কেন ছলে ?
লুণ্ঠন করিয়া কোটি নরে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি স্বজিয়া কৌশলে
দু'জনের গৃহ কেন ভরে ?

কেহ যদি নাহি মানে সংসারের সমাজের ঋণ
এস মোরা মেনে নিতে শিখি
এস মুক্তকণ্ঠে বলি—প্রয়োজন যাহা চিরদিন
মিলিয়াছে তাহার অধিক-ই।
যাহাদের ঘৃণা করি—যা'দের লুঠিয়া মোরা খাই
তা'রা জীব আমাদেরি মত ;
মোদের প্রেমের মূল্যে তা'দের সাহায্য শুধু চাই
স্বেচ্ছায় যে দিবে যা'রে যত।
মূক পশুদের দাস্য—ক্ষুধিত নরের দাস্য আজ—
মনুষ্যত্বে দিতেছে ধিকার।
কেহ লজ্জা নাহি পায়—তুমি আমি যেন পাই লাজ,—
তুমি আমি করি প্রতিকার।
ব্রহ্মাণ্ডের যোগসূত্র নিত্য যেন স্মরণেতে রহে,—
তুষ্ট রহি যেন বক্ষে তা'রি।
স্বেচ্ছায় সাহায্য করি সর্ব্ব জীবে সানন্দে সাগ্রহে
যবে যেথা যতটুকু পারি।

১৬ই ভাদ্র
সেণ্ট্যাল জেল

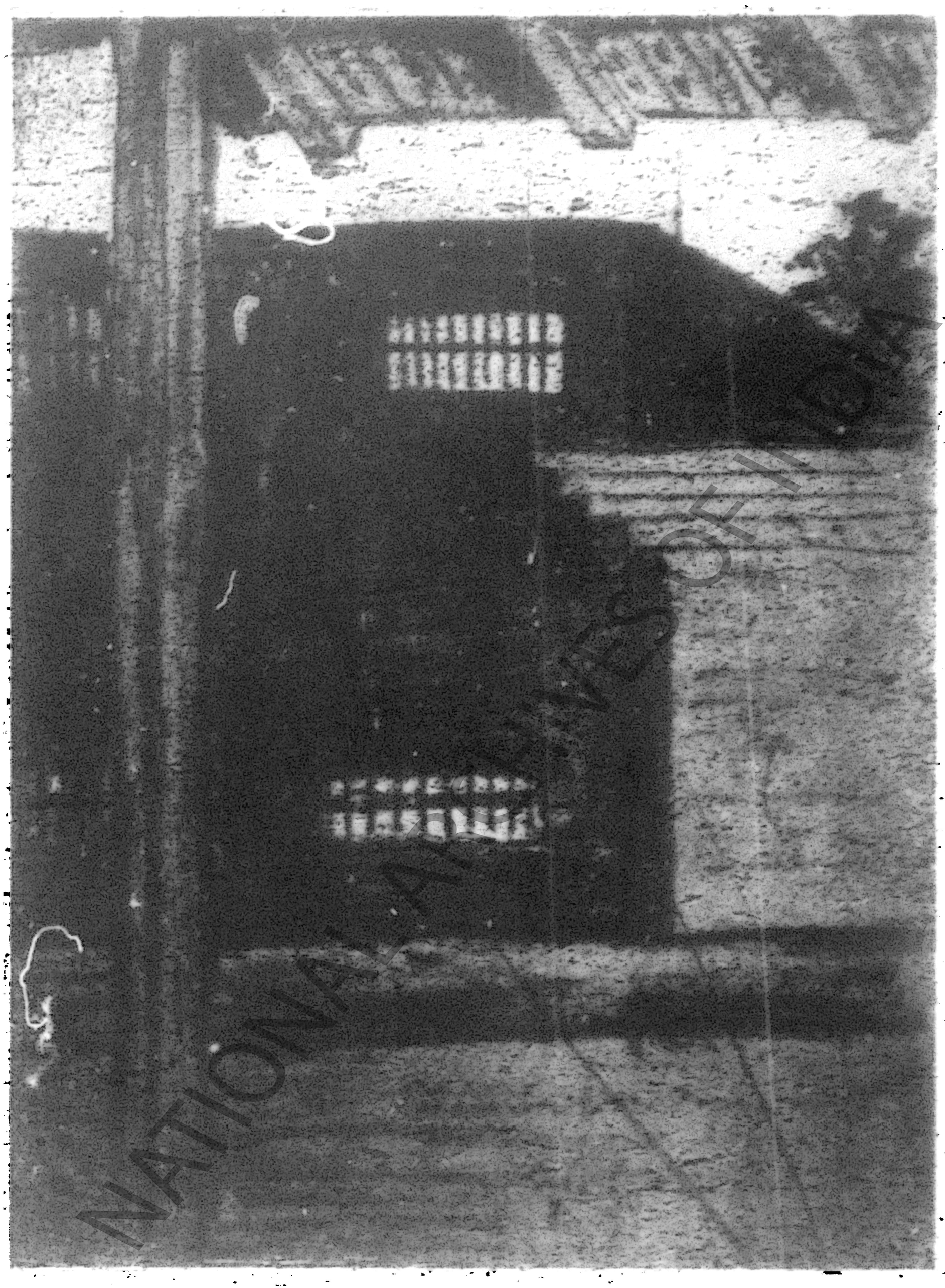
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মৃত্যুভীত

হেথায় বসে' আমরা করি গান,
এ'ঘরে মোরা মনের সুখে হাসি ;
পাশের বাড়ী বন্দী তিনজনা
দু'দিন বাদে তা'দের হ'বে ফাঁসি !
মধ্যে শুধু প্রাচীর একখানি,
মধ্যে শুধু লোহার ক'টা শিক ;
দোতলা হ'তে কচিৎ পড়ে চোখে
মোদেরি মত মানুষ তা'রা ঠিক।
কেহ বা ক্রোধে—কেহ বা মোহে মজি—
করেছে খুন ; বিচারাসনে বসি
মানুষ তাই ন্যায়ের নামে তা'রে
ঝুলায়ে দিবে কণ্ঠে বাঁধি রশি।
হত্যা করি শান্তস্মিতমুখে
পুণ্যবান শিখাবে পাপীকুলে
ক্রোধের বশে হত্যা মহাপাপ,
হত্যা পাপ মুহূর্ত্তের ভুলে !

ওদের মন কেমন করে আজ—
মোদের মনে ছায়া কি পড়ে তা'র ?
কেমনে ক'ব কি চোখে ওরা দেখে
ফুরায়ে আসা আলো এ দুনিয়ার !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



রাত্রি

(সিগ্রিগেশন ওয়ার্ড্ হইতে স্পেশ্যাল ওয়ার্ডের দৃশ্য।
ডান দিকে ফাঁসিঘরের এক অংশ দেখা যাইতেছে।)



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জীবন বুঝি মধুর হ'য়ে বড়
দু'বাহু মেলে আকুল স্নেহে ডাকে।
তথায় প্রতি দণ্ড প্রতি পল
রক্তমাখি মৃত্যু জেগে থাকে!
মনে কি পড়ে ঈশ্বরের নাম
অথবা শুধু আজিকে ক্ষণে ক্ষণে
সুখের স্মৃতি—ধরার অবিচার
কাঁটার মত কেবল ফোটে মনে!
জীবন-শেষ-নিমেষটুকু হায়
জগতে সেতো দু'বার নাহি মিলে।
মানুষ তা'র বুঝিলনাকো দাম,
সেটুকু ক্ষণও বিষেতে ভরি দিলে।
অবোধ ভাই ভয়ে যে আছে মরে'
তাহারে দিলে মরণ বিভীষিকা;
স্বার্থের নামে পূজার বেদী'পরে
জ্বালিয়া দিলে নরকানলশিখা।
মৃত্যু সে তো গৌরবের ধন
যেথায় বীর পরের লাগি মরে।
মৃত্যু সে তো তপস্যার ফল
জ্ঞানীর যেথা জীর্ণবাস ঝরে।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri
NATIONAL ARCHIVES
CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Digitized by eGangotri

মৃত্যু সে তো কাব্য সুমহান
যেথায় প্রিয়া প্রিয়েরে পায় বুকে।
মৃত্যু সে তো মহৌষধি সুধা
সংসারের দৈন্যে রোগে দুখে!
মৃত্যুরে যে তুচ্ছ করিয়াছে—
বুঝি সে ভীরু ভুলেছে তা'র দোষ!
অজ্ঞানে যে মরিছে অপমানে
তাহারি 'পরে যা' কিছু আক্রোশ!
তাহারি তরে মানুষ অমানুষ!
তাহারি নাই বাঁচার অবকাশ!
অন্ধজনে অন্ধকূপে ফেলি
অন্ধ হাসে,—এই ত পরিহাস
হায়রে,—একি লজ্জা একি পাপ!
সহজ মনে হত্যা নিদারুণ!
পশুও সে যে সন্তানেতে হেন
করিতে নারে পশুর মত খুন!
করুণাহীন সমাজ দূরে বসি
ভাগ্যহীন অজ্ঞানেরে যত
কণ্ঠ রুধি হত্যা করে হাসি
আপনি বড় ধার্ম্মিকের মত।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আপনি বড় পুণ্যবান তা'র—
দেহে বা মনে কোথাও নাহি পাপ!
মাথায় করে রেখেছে ধরি তাই
লক্ষ দোষে দোষীরে করি মাফ।
আইনমত যাহারা করে খুন
তাদের বুকে পদক-হার দোলে!
বিধানমত যাহারা করে পাপ
অমরাবতী তারাই ভরি তোলে।
তা'রাই মাথা, তা'রাই বিচারক,
তা'রাই নেতা, তা'রাই সেনাপতি
যে করে পাপ বিধান নাহি জানি
তা'রাই শুধু ঘৃণ্য পাপী অতি!
আপনি রাজা সিংহাসনে বসি
কত যে নর-শোণিত করে পান,
শিল্পহীন, নিঃস্ব, ক্লীব করি
বিরাট দেশে মৃত্যু করে দান।
লক্ষ কোটি অর্থহীন দীনে
স্বার্থ লাগি শুখায়ে মারে ধরী!
সংসারেতে ফিরে যে মাথা তুলে
চতুর যত ঘাতকচূড়ামণি।
স্তব্ধ চোখে সমাজ রহে চাহি,—
বিনীতভাবে স্বীকার করি লয়—

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

"কুলীর হ'তে হত্যা শুধু পাপ,—
প্রাসাদ হ'তে হত্যা পাপ নয়।"

বন্ধু, আজ সান্ত্বনা কি দিব ?
ভুলিয়া গেছি সান্ত্বনার ভাষা।
কেমন করে' কি দিব সহায়তা ?
কেমন করে' জানা'ব ভালোবাসা ?
সুদূর হ'তে এই যে চেয়ে দেখি
রঙ্গভূমে দর্শকের মত
তোমরা মোরে না জানি ভাবিলে কি
লজ্জাহীন হৃদয়হীন কত !
তোমরা শুধু রক্তহীন মুখে
ক্ষণে ক্ষণে উদাসচোখে চাও,
উহার মাঝে কি আছে কি যে নাই
ধরিতে নারি বুঝিতে নারি তাও।
কেবল বুঝি আমার সারা মন
শিহরি উঠে দৃষ্টি-হিমে তা'র।
কেবল বুঝি তোমরা আছ যেথা
অশ্রু সেথা সহজ নহে আর।

মোদের মাঝে প্রাচীর একখানি
আজিকে শুধু রচিছে ব্যবধান ;

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

দু'দিন বাদে সে ফাঁক কতক্ষণ
বাড়িয়া যা'বে কে দিবে পরিমাণ!
কে দিবে বলি কোথায় কত দূরে
চলিয়া যা'বে; র'বে কি নাহি র'বে?
কে দিবে বলি অজিলে তোমাদের
ধরার ভার লাঘব কত হ'বে?
কেবল জানি—এই যে মহাপাপ—
এ পাপে মোরা সবাই পাপভাগী।
কেবল জানি—সকল পাপ মাঝে
ক্ষমা সে আছে নিত্যকাল জাগি।
সবল যদি বিদ্বেষের বশে
ক্ষমিতে নারে দুর্ব্বলের পাপ,—
ন্যায়ের নামে রচিয়া খেলাঘর
কুড়ায় যদি ন্যায়ের অভিশাপ,—
বন্ধু, তবে তাহারে কোরো কৃপা;
বন্ধু, তবে তাহারে কোরো ক্ষমা।
তোমার পাপে খরচ যেথা র'বে—
ওদের পাপে সেথায় র'বে জমা।
মানুষ যদি এমনি হয় ক্রূর,
হত্যা করে এমন অবিচারে,—
মৃত্যু তবে আনিবে বরাভয়।
বন্ধু, তুমি ডরিছ মিছে কা'রে!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ফাঁসি

ফাঁসির আসামী কাঁদে !
নিশীথের বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে করুণ আর্ত্তনাদে !
দীর্ঘ দিনের সুখস্মৃতি ভরা মানুষের দেহভিটা
বিদায়ের ক্ষণে পথিকের চোখে বুঝি বড় লাগে মিঠা।
বড় ভালো লাগে আলোভরা দিন নিশার অন্ধকার ;
মহা সম্পদ মনে হয় শুধু বাঁচিবার অধিকার।
মূল্য সে তার পারেনিকো দিতে ভরাহাটে ক্ষুধাতুর
তাই ফিরে যেতে পা ওঠে না আজো এত শুনে "দূর দূর"।
নয়নে তাহার দিনে দু'প্রহরে আঁধার আসিছে নামি,
খেয়া ঘাটে প্রতি নিমেষ তাহার তাই বড় বেশী দামী।
এত বড় এই মানবসমাজ অশ্রু পুলকে ভরা,—
এত গিরি বন দেশ মহাদেশ বিপুলা বসুন্ধরা,—
এ সবার মাঝে এতটুকু ঠাঁই —দীনতম হীনতম
মানুষেরে আজ দিতে চাহিল না ভাই তা'র নির্ম্মম !
যে আঁধারপারে আছে কিনা জ্যোতি আছে কিনা জাগরণ
কেহ দেখে নাই,—কেহ ফিরে নাই ল'য়ে যা'র বিবরণ,—
যে আধারে এই জন্মের সাথী দেহ নাহি রহে সাথে
সে আঁধারে তারে ফেলিবে মানুষ ঘৃণায় অবজ্ঞাতে।
মানুষ যা' কভু দিতে নাহি পারে দেবতার মহাদান,—
হেলাভরে তাই কেড়ে নিতে চায় মানুষের অভিমান

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

কেড়ে নিতে চায় আলোকের জীবে আলোর ভুবন হ'তে ;
হাতে পায়ে বেঁধে, ভা'য়েরে ভাসাতে মৃত্যুর খরস্রোতে।
কাঁদে দেহমাতা প্রাণশিশুটিরে কাতরে বক্ষে চাপি !
হিংস্র পাপের কবলেতে কাঁদে অবোধ ক্ষুদ্র পাপী।
দীপ ভরা আছে জীবনের স্নেহ তবুও নিভিবে শিখা।
মানুষ দাগিয়া দিবে ভালে তা'র চিরকলঙ্কটীকা।
হায় অভাগ্য, হায় !
এত হাওয়া এত আলো মিছে হ'ল দেবতার দুনিয়ায় !

ফাঁসির আসামী কাঁদে।
নিশার আকাশ নিঝুম নীরব ঝলি'ছে শুক্লা চাঁদে।
বাতাস বহি'ছে ধীরে অতি ধীরে গুমরিয়া তা'রি মাঝে
রহিয়া রহিয়া জননীর নাম বুকফাটা সুরে বাজে।
যাই করে' থাক্ পুণ্য বা পাপ সারাটা জীবন ধরে'
শেষের নিমেষে সবারি যে ঐ মা'র নামই মনে পড়ে।
মৃত্যু যখন চোখোচোখি চেয়ে সোজাসুজি ধরে চুলে
কণ্ঠে তখন মা'র নাম ফুটে দেবতার নাম ভুলে।
সারা জীবনের শতস্মৃতিভরা মানুষ মায়ের নাম
না ডাকিতে আসে—না শুধিতে ঋণ—না বুঝিতে তা'র দাম।
ধরণীর বুকে নবাগত এসে শিখেছে যা' শৈশবে
কে জানিত তাই শেষদিনেও রক্ষাকবচ হ'বে ?

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

কে জানিত যে মা করে নি মানুষ দিয়ে মানুষের দেহ,
কে জানিত যে মা আঘাত সহিয়া কেবলি দিয়েছে স্নেহ,
সারা সংসার নিঃস্নেহ হ'লে তাহারে পড়িবে মনে !
তারে মনে হ'বে মানুষের দেহ ছাড়িবার শেষক্ষণে ।
ব্যর্থ জীবনে নিজ পাপে যা'রে করিয়াছে অপমান
দুর্দ্দিনে ভয়ে ডাকে তা'রে আজ লাজহীন সন্তান ।
রুদ্ধকণ্ঠে ভয়হরা নাম—কি মধুর,—কি করুণ !
কে বলিবে ঐ অসহায় শিশু মানুষ করেছে খুন ?
মনে হয় বুঝি পড়েছে কুরগ চতুর ব্যাধের ফাঁদে ;
কোনো পথ নাই নিরুপায় তাই ফাঁসীর আসামী কাঁদে ।
রুদ্ধ রোদনে তা'র
রহিয়া রহিয়া শিহরিয়া উঠে নিষ্ঠুর কারাগার ।

২৫শে ভাদ্র
সেণ্ট্যাল জেল



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দুর্ব্বল আহ্বান

শূন্য করে' পারিনি দিতে—অনেক আছে বাকী,
তোমারে দিতে বলিব কোন্ লাজে ?
কাজের নামে অকাজে ফিরি আপনি দি'ছি ফাঁকি,
তোমারে আমি টানিব কোন্ কাজে ?
কেমনে কহি—'ছাড়িয়া ঘর বাহির হও পথে'
আমার গৃহ ছাড়েনি আজো মোরে ?
কেমনে বলি 'নাহিকো ভয়'—আজিও কোনোমতে
মুক্ত হ'তে পারিনি ভয়ডোরে।
ডাকিতে চাই—কোথায় পাই আহ্বানের ভাষা ?
উচ্চস্বর কণ্ঠে যায় বাধি।
তোমারে আমি তুলিব টানি কেমনে করি আশা ?
ভুলিতে নারি আপনি অপরাধী।
অন্তহীন সাগরসম পড়িয়া আছে কাজ
সমুখে বাধা পর্ব্বতের মত ;
অন্তহীন দীনতা লয়ে কূলেতে বসি আজ
আমরা দোঁহে সমান মোহহত ;

কে দিবে বলি কেমনে কবে সহজ হ'বে চলা।
সবল হ'বে সরল হ'বে মন ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দুর্দ্দিনের প্রাণের কথা না বলে' হ'বে বলা,---
সফল হ'বে জয়ের আয়োজন ?
কেমনে মোর ব্যাকুল ডাক না ডেকে হ'বে ডাকা ?
আকুলি দিবে মর্ম্মে তব পশি' ?
চলিবে পুন পঙ্কমাঝে অচল রথচাকা
মিলিত বলে টানিলে সবে রশি ?
এমন দিন ভাগ্যে যদি কখনো নাহি আসে
আমি না যদি যোগ্য হই কভু
তা ব'লে রবি নিত্যকাল র'বে কি রাহুগ্রাসে ?
খেয়ার তরী ভাসিবেনাকি তবু !
আমার কাজ না যদি গাঁথি সাধিতে কোনোদিনই
তোমার তুমি তা'বলে' সাধিবেনা ?
আমার মুখে চাহিয়া শুধু রহিয়া যা'বে ঋণী
আমি না যদি শুধিতে পারি দেনা ?

কে কা'রে আজি ডাকিতে যা'বে ? কে কা'র ধরি হাত
দেখাবে পথ সাজিয়া দয়াময় ?
আকাশে আলো ফিরিছে ডাকি পোহা'য়ে গেছে রাত,—
তীর্থপথে জনস্রোত বয় ।
আমার নয় একার কাজ—একার নয় তব,—
সবার কাজ পড়িয়া আছে বাকী ;

ARCHIVES OF NATIONAL INDIA

সবার লাগি যুদ্ধ আজি বেধেছে অভিনব,—
আমারে তুমি কাহারে দিবে ফাঁকি ?
তোমার ঘরে তোমার পূজা,—রচিতে পূজাবেদী—
আমারে কেন ডাকিতে যেতে হ'বে !
সাথে না ছুটি ঘুমালে পড়ি অরির ব্যূহ ভেদি
বহিয়া কাঁধে বাহিরে কেবা ল'বে ?
তেমন বীর মিলেনি বলি বলিলে চলিবে কি
নিরুদ্বেগে দিনেরে রাতি আর ?
যুদ্ধভূমে পশেছ এবে মৃত্যু গলিবে কি
তোমার হাতে না হেরি হাতিয়ার ?

কিছু না করো—জাগিয়া রহ—যে চলে তা'র সাথে—
সাধ্যমত চলিতে করো পণ
কিছু না পারো—ডরেতে মরি থেকোনা দিনে রাতে
আপন ঘরে আপনি আজীবন।
কিছু না বোঝো বুঝিতে শেখো নিজের অপমান,—
যত সে হোক আপাতরমণীয় ;
কিছু না দাও দৈবকাজে শ্রদ্ধা কোরো দান,—
যে দেয় তা'রে প্রাণের প্রীতি দিয়ো।
কণ্ঠে মোর না যদি ফুটে আহ্বানের ভাষা—
তোমার তাহে কিছু না আসে যায়।

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

তোমার চাই ঝাঁপায়ে পড়া বক্ষে ল'য়ে আশা—
আমারে হেরি অলস কিনারায়।
আমার ডাকে না দিলে সাড়া নাহিকো কোনো ক্ষতি ;
যে ডাক তব ধ্বনিছে মনোমাঝে—
সে ডাক আজ শুনিতে হ'বে, না শুনে নাই গতি,
আসিতে হ'বে,—লাগিতে হ'বে কাজে।

২৬শে ভাদ্র
সেণ্ট্র্যাল জেল



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সাক্ষাৎ

সে শুধু সামান্য এক দীন ভক্ত দেশ-মাতৃকার
আসিয়াছে কারাগারে ; মাসান্তে আত্মীয়াগণ তা'র
অনুমতি পেয়েছেন সাক্ষাৎ করিতে তা'র সাথে।
বাড়ী হ'বে বড় জোর জেল হ'তে দু'রশি তফাতে ;
সেই একমাত্র ছেলে,—জননীর নয়নের নিধি।
বৃদ্ধা আসে নাই আজ ; বোনেদের সঙ্গে করে' দিদি
নীরবে অপেক্ষা করি বহুক্ষণ দুয়ারবাহিরে
আত্মীয়দর্শনলাগিসমাগত জনতার ভিড়ে
পশিলেন কারাগৃহে। তা'রপর বহুক্ষণ ধরি
ক্ষুদ্র কক্ষে সুপ্তসৃষ্টি। এর তা'র অনুরোধ করি'
ভিতরে সংবাদ গেল অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষার পর ;
আরো কিছুক্ষণগতে মুক্ত করি কারার অন্দর
বন্দীরে লইয়া এল স্বেচ্ছামত পেয়াদা কয়েদী।
ক্ষুদ্র ঘরে বহু লোক ; দীর্ঘশ্বাস চাপি মর্ম্মভেদী
গৃহকোণে ক্ষীণহাস্যে আত্মীয়া করিল অভ্যর্থনা।
মৌনভঙ্গে কথা সুরু ; ধীরে ধীরে কত আলোচনা :
কত প্রশ্ন খুঁটি নাটি। সাক্ষাতের বেলা ক্রমে বহে ;
"মা কেমন আছে মোর ?" বন্দী পুছে ; জ্যেষ্ঠাভগ্নী কহে

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

কম্পিত নিরুদ্ধ কণ্ঠে "মা'র বড় কঠিন অসুখ।"
"কি হয়েছে?" পুছে বন্দী, ভয়ে তা'র কাঁপিতেছে বুক!
কনিষ্ঠা সহসা তা'র আর্ত্তস্বরে জনতার মাঝে
কেঁদে উঠে ঢাকে মুখ, "মা যে নাই, চলে' গেছে মা যে!"
"মা নাই? মা বেঁচে নাই!" শিহরি স্তম্ভিত বন্দী বলে;
দুই আঁখি ছাপাইয়া নামে ধারা নয়নের জলে;
গোপন করিতে চায় কৌতূহলী জনতার ভিড়ে।
"কি করে'? কি হ'য়েছিল?" অবশেষে সে পুছিল ধীরে।
মেয়েরা কেবলি কাঁদে; রুদ্ধ দাহ অন্তরে চাপিয়া
কথা কহিবারে চায়—অশ্রুভারে ভাঙ্গিয়া কাঁপিয়া
কণ্ঠ জড়াইয়া যায়; কি যে বলে নাহি যায় বোঝা।
বন্দী পুছে, "কত দিন?" কারাগার-কর্ম্মচারী সোজা—
আদেশ শুনায় আসি—"ছ'টা পাঁচ, এবার উঠুন;
আধ ঘণ্টা হ'য়ে গেছে।" দীননেত্রে চাহি সকরুণ
বন্দী বলে "দয়া করে' দু'মিনিট দিন বেশী আর,
বড় দুঃসংবাদ আছে।" কর্ম্মচারী হেসে বলে "তা'র
আমি কি করিতে পারি? নিতান্ত চাকুরী করে' খাই।
'জেলারে' দেখুন বলে"—"থাক্ তা'র প্রয়োজন নাই।"

কথা হ'লনাকো শেষ; মহিলারা কম্পিত বক্ষেতে
উঠিয়া গেলেন চলি। বন্দী উঠে; পাশের কক্ষেতে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দ্বিপ্রহরে দেশ-নেতা বসে'ছেন করিতে আলাপ ;
এখনো হয়নি সান্ধ ; বাধা দিলে পাছে হয় পাপ
'জেলার' দাঁড়ায়ে তাই সসঙ্কোচে দুয়ারবাহিরে।
উচ্চ হাস্যরোল শুনি অন্দরে পশিল বন্দী ধীরে।

২৮শে ভাদ্র
সেণ্ট্যাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ধর্ম্ম-বীর

সুখে যেতেছিল দিন। ধর্ম্ম কি—তা' দিব্য বুঝিতাম,
শ্রদ্ধাভরে দূর হ'তে নিত্য তা'রে করিতে প্রণাম
কেনোদিন ভুলি নাই। ধার্ম্মিকের পদধূলি ল'য়ে
দৈনন্দিন স্বার্থদ্বন্দে মগ্ন হ'য়ে ছিলাম নির্ভয়ে।
জীবন সহজ ছিল। হেনকালে তব তীব্রজ্যোতি
কেমনে পশিল আসি অন্ধচক্ষে অকস্মাৎ অতি
কোথা হ'তে! ধর্ম্মবীর, তুমি এলে মহাঝঞ্ঝাসম
স্বার্থের প্রাকার ভাঙ্গি, কোটিপতি হ'তে দীনতম
গৃহস্থেরে গৃহ হ'তে ঠেলিয়া ফেলিলে আনি পথে।
বলে' দিলে, "ধর্ম্ম নাই পুঁথি পত্রে মন্দিরে পর্ব্বতে,
ধর্ম্ম নাই রণক্ষেত্রে পৈশাচিক হত্যার গৌরবে,
দেশমাতৃকার নামে বিদেশের শোষিত বৈভবে
ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই শৃঙ্খলিত দাসের সেবায়;
তিথি দিয়া, মন্ত্র দিয়া, তীর্থ দিয়া রাখিয়াছ যা'য়
সঙ্কোচে সরায়ে দূরে—আজি তব ঘরের অঙ্গনে
তাহারে প্রত্যক্ষ করো;—তাহার কঠিন আলিঙ্গনে
ধরা দিয়া ধন্য হও; নিখিলের লাঞ্ছিতের লাগি
অভয় এনেছে ধর্ম্ম; আজি ধর্ম্ম উঠিয়াছে জাগি
নিরন্নেরে অন্ন দিতে—অত্যাচারে করিবারে রোধ।
প্রতিদিবসের কাজে সহজ সক্রিয় ধর্ম্মবোধ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মানুষেরে মুক্তি দিবে, বিশ্বেরে করিবে শান্তিময় ;
দূর হ'তে চলিবে না আজিকে গাহিলে তা'র জয়,
জীবনে লভিতে হ'বে অবিশ্রান্ত কর্ম্ম দিয়া তা'রে।"
কহিলাম অবিশ্বাসে, "এ কভু সম্ভব হ'তে পারে ?"
বলিলে, "পরীক্ষা করো"; দেশজুড়ে পড়ে' গেল সাড়া ;
"ধর্ম্ম আচরণ করে—এসেছে এমন লক্ষ্মীছাড়া
স্বদেশেরে মুক্তি দিতে" পণ্ডিতে হাসিল ব্যঙ্গ হাসি ;
দেশের অন্তরতলে স্বার্থান্ধের সুখস্বপ্ননাশী
জাগিল ধর্ম্মের মূর্ত্তি ; কোটি কোটি বিক্ষুব্ধবিবেকে
পূজারতি হ'ল তা'র। হায়, আজ বলিয়া দিবে কে—
যে হোমাগ্নি হ'ল জ্বালা, যে সাধনা সুরু হ'ল সবে,—
কবে তা'র পূর্ণাহুতি ? কে বলিবে সিদ্ধিলাভ কবে ?

২৮শে ভাদ্র
সেণ্ট্রাল জেল

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

উল্টা বুঝ্‌লি রাম

গ্রামের শিশু দেখিছে মেলা কামড় দিয়া পাঁপরে
বসনখানি কক্ষতলে রেখেছে চাপি ন্যা পরে'
মনেতে ভয় কি জানি পাছে লাগিলে ধূলাকাদা
জননী রুষি প্রহার দেয়, লজ্জা দেয় দাদা ;
মান্য তা'র চলিয়া গেছে কাজের দাবী ছাড়ায়ে,—
বসন তাই না ঢাকি লাজ—দিয়েছে কাজ বাড়ায়ে।

বাজিছে শাঁখ, বাজিছে ঢাক, পড়িছে কাঠি কাঁসরে ;
ভক্তদল মুগ্ধসম কণ্ঠে কথা না সরে ;
দেবায়তন ঘুসর ধূপে ; কি জানি ফিরে ফিরে
আমার কেন পড়িছে মনে মেলার শিশুটিরে।
অধিক মানে উর্দ্ধে উঠি নামিতে নারে মহীতে
ধর্ম্ম তাই ধরে না আর—তারেই হয় বহিতে।

১লা আশ্বিন

সেণ্ট্যাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ধর্ম্ম

আমার ঘরে একটি পাথর ছিল—
পূর্ব্বপুরুষ গিয়েছিলেন রেখে ;
দেখ্‌তে সেটা নয়কো মোটেই ভালো,
কোনও দিনই দেখিনি তাই দেখে।
'স্পর্শমণি' বল্‌ত সবাই তা'রে,
হেসেই আমি উড়িয়ে দিতাম শুনে।
সেদিন ছিল কুসুম ভারে ভারে,—
মালঞ্চে মোর ফুটন্ত ফাল্গুনে ;
সেদিন ছিল হাতে ধনুক তীর,—
সেদিন আমার মুকুট ছিল মাথে ;
সেদিন আমি দেব্‌তা পৃথিবীর
মহোৎসবে শুক্লা মধুরাতে।
পূর্ব্বপুরুষ রেখে গেছেন তাই
পাথরখানাও ফেল্‌তে পারি নাই ;
রেখে দিতাম কোথায় কখন গুঁজে ;
পূর্ণিমাতে পেলেম না আর খুঁজে !
আজ সে হ'ল অনেক দিনের কথা
স্বপ্ন বলে হচ্ছে যেন মনে,—
ভাব্‌লে পরেও মর্ম্মে লাগে ব্যথা,--
কালবোশেখী নাম্‌ল পলাশ বনে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

চল্‌ল ছুটে দিনের পরে দিন
মুষলধারা বজ্র ঝঞ্ঝাবাত ;
মহিমা মোর ধূলায় হ'ল লীন ।
শূন্যপথে এলাম রিক্ত হাত ।
সারাটা রাত পথেই থাকি শু'য়ে,
সারাটা দিন নিদাঘদাহে পুড়ি ;
যে যায় পথিক তারি চরণ ছু'য়ে—
ভিক্ষা মাগি কাতরে কর জুড়ি ।
হঠাৎ সেদিন বল্‌লে কা'রা মোরে—
বন্ধু বোধ হয় সুখের দিনের চেনা,—
স্পর্শমণি হারিয়েছিলে ভোরে
সেইটে কেন খুঁজেই দেখিলে না !"
পথের ধারের আসন ছেড়ে সোজা
ধ্বংসরূপে গেলাম আমার ছুটে ;
সারাটা দিন পাথর ইটের বোঝা
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌নু ঘেঁটে ঘুঁটে ।
হতাশ হ'য়ে ফিরতে রাতে দেখি
দীপের মত জ্বল্‌ছে মণি একি !
পূর্ণিমাতে হারিয়ে ছিলেম তা'রে,—
আঁধার রাতে কুড়িয়ে পেলাম দ্বারে ।

১লা আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

শুভাগত

দক্ষিণে আজ মুক্ত হ'ল দ্বার।
জীবন মরণ সকল একাকার!
আজকে শিশিরশেষের বনে
ভাবিস্ কি তুই ক্ষুণ্ণমনে?
ঝরাপাতায় রোদন শুনিস্ কা'র?
জীবন মরণ হেথায় একাকার।

ভাস্‌ল ধরা দখিন হাওয়ার স্রোতে;
রইল না ভেদ আমাতে আর তোতে!
ভাঙ্গাঘরে জড়িয়ে খুঁটি
কদিন র'বি? উঠ্‌ছে ফুটি
দেখিস্ নাকি নতুন পাতা ওতে?
এখনো ভেদ আমাতে আর তোতে?

আয় রে আজি সকল ফেলে আয়।
বান ডেকেছে প্রাণের দরিয়ায়!

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

দুঃস্বপনের অতীতকথা

চিন্তা করে' পাস্‌নি ব্যথা,
রাতের রাহু রাতেই ছেড়ে যায়।
বাঁধ ভেঙ্গেছে প্রাণের দরিয়ায়।

কিসের ভয়ে হোস্‌রে কেঁদে থুন ?
য.' গেছে তা'র আস্‌বে অনেকগুণ।
দেশের নিশা প্রসব-ব্যথায়
ডুক্‌রে ছিল কাতরতায়,
জন্ম দেবে আজ সে নবারুণ !
যা' গেছে তা'র আস্‌ছে অনেকগুণ।

আজ দেবকীর সকল ব্যথা নাশি
গোপাল হাসে ভুবনমোহন হাসি।
গুঁড়িয়ে যা'বে কংশ-কারা,
বন্দীরা সব পা'বে ছাড়া ;
বলের দর্প হ'বে ধূলার রাশি !
দেব্‌তা হাসে ভুবনমোহন হাসি !

১লা আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

ঈশ্বরেচ্ছা

ভোগের প্রাসাদ ঝড়ের রাতে ভাঙ্গল বজ্রাঘাতে,
দুঃখ কিরে—ভয় কিরে তোর তা'তে ?
সোনার থালায় পূজা দিতে ঠাকুর করেন মানা,
পর্ণপুটেই সাজিয়ে নিয়ে যা'না !
সেদিন তোরে পরিয়েছে যে সোণার অলঙ্কার,
সেইত আবার মাখালো আজ ছাই !
সেই সেকালের কথা নিয়েই করবি অহঙ্কার ?
আজ গরবের কিছুই কি তোর নাই ?
তোর চোখে ঠিক ধর্‌লনাকো—লাগ্‌লনাকো ভালো,
তাই বলে' সব খারাপ নিলি জেনে ?
অন্ধ যদি দিনকে বলে রাতের মতই কালো,
অম্‌নি কি তা' সবাই নেবে মেনে ?
সাত ঘোড়া যে জুত্‌ল রথে—এ বুদ্ধি সে রাখে—
কোথায় কখন টান্‌তে হবে রাশ।
তুই কি তোর ঐ বুদ্ধি নিয়ে চল্‌তে বলিস্ তাকে—
তা'র দুয়ারে দুদিন কেটে ঘাস ?
ছোটো জিনিষ বাড়িয়ে দেখে করিস্‌নি আর মান,
পায়ের তলায় খুঁজে নে তোর স্থান।
তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে তোর যদি না হয়,—
যাই সে আসুক—জয় বা পরাজয়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শিশু

পরের কাছে যখন আঘাত পায়—
তখন শিশু খোঁজে আপন মা'য় ;
সারাটা দিন সকলভিতে
মেতে বেড়ায় দুষ্টু মিতে,
অন্যে যখন মার্‌তে আসে তা'কে
তখন ছুটে জড়িয়ে ধরে মা'কে।
ধরার বুকে শিশু চিরন্তন—
মানুষ করে খেলার আয়োজন ;
এদিক ওদিক কতই ঘোরে,
কত কিছুই ভাঙ্গে চোরে,
করে ক্ষতি কতই জনের কত ;
পথে বেড়ায় দুষ্টু ছেলের মত।
শেষকালেতে হঠাৎ সে একদিনে—
প্রতিবেশী বাড়ী তাহার চিনে
পাড়ার মাঝে বসিয়ে ঘাঁটি
ন্যায়ের নামে লাগায় লাঠি ;
তখন সে তা'র মায়ের কাছে এসে
নালিশ করে চোখের জলে ভেসে।
মা তা'র তখন মলিন হেসে কয়,—
"দোষটা কেবল যে মারে তা'র নয়;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তাহার লাঠি খা'বার মত
কি করেছ তাই বলো ত ?"
দুষ্টু ছেলে কথা না কয় লাজে ;
দুষ্টুমি তা'র বোঝেও দেখি মা যে।

"আমার শাস্তি এখনও যে বাকী"
মা কয়"হ্যাঁরে, বুঝ্‌তে পারিস্ তা কি ?"
প্রতিবেশীর পায়ের তলে
লুটিয়ে মাথা—নয়নজলে
চাইয়ে ক্ষমা চরম অপমানে,—
মা লয় বুকে দুরন্ত সন্তানে।

১লা আশ্বিন

সেন্টাগ যে

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

চাবুক

কথা এরা শুন্‌বেনাকো, যতই বোঝাও যতই ডাকো,
জেগে ঘুমায়—দিব্যি আছে চেতন !
দুদিন আগে শ্রদ্ধাভরে, ভেবেছিলাম এদের ঘরে
উড়ছে বুঝি দেশের বিজয় কেতন।
আজকে যে দিন মায়ের নামে যুদ্ধ চলে ডাইনে বামে,
আগুন যেদিন জ্বল্‌ছে ভারত জুড়ে,—
ভাণ্ডারেতে লাগিয়ে শিকল সেদিন এরা ভেবেই বিকল
কখন বালি পড়ে কাহার গুড়ে !
এরাই ধনী, এরাই মানী,—এরাই গুণী, এরাই জ্ঞানী,
এরাই লেখক,—এরাই দেশের ভাবুক !
এদের তরে অভিধানে—মিষ্টি কথা কোনওখানে
পাইনি আজ আর—পেয়েছি এক 'চাবুক' !
ভালো কথায় দেয়না সাড়া, দেশের দুঃখে আজকে যারা—
ব্যঙ্গ হেসে তক্তাপোষে গড়ায়
তা'দের লাগি আমার কাছে আজকে ভাষার চাবুক আছে ;
যদি তা'তে একটু কা'রেও নড়ায়।
রাগের মাথায় একটি বারো, ভান ছুটে যায় যদিই কা'রো
তবেই আমার সফল হ'বে 'দাওয়াই'।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

গালাগালির তীব্র ভেষজ—মহৌষধি খাঁটি দেশজ
সেই আশাতেই বন্ধুরে আজ খাওয়াই।

আজ্‌কে যা'দের মায়ের গায়ে হাত পড়ে'ছে নগর গাঁয়ে—
কেমন করে' সাধুপনার ছুতো
করছে তারা লুকিয়ে ঘরে? মনকে বোঝায় কেমন করে'
আড়াল থেকে আপ্‌নি টেনে সুতো?
যা'দের ঘরে মা বোন আছে কেমন করে' তা'দের কাছে
অত্যাচারী আজিও পায় সেলাম?
কৃতজ্ঞ রয় লাঞ্ছনাতে—সাদা পায়ের পদাঘাতে,
মার খেয়ে কয় "ইচ্ছে করেই খেলাম?"
ঘরের ছেলেয় দেশের রণে—মর্‌তে দেখে ক্ষণে ক্ষণে
কেমনে কয় "এবার মজা বুঝুক?"
দেশ বিদেশের ইতিহাসে মগজ ভরে' বল্‌তে আসে—
স্বাধীনতার যুদ্ধেরে আজ "হুজুগ"।
মানুষ হওয়ার পরীক্ষাতে 'ফেল' যে,—দেবে কে তা'র হাতে
দেশের ছেলে মানুষ করার এ ভার?
সব কিছু যা'র পেটের তরে, বেঁচে যে জন ভয়েই মরে,
কিসের গরব করে সে দেশসেবার?
ঘরে যা'দের অন্ন নাহি—তা'রা পরের কুৎসা গাহি
কেমন করে' লম্বা কোঁচা দোলায়?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জাহাজ ভরা রঙিন্ ছিটে—কেমনে তা'র সখ যে মিটে
শুকিয়ে মরে যাহার তাঁতি জোলায়!
ঘরের নারী জাঁতায় পেষা—শিক্ষা যাদের, যাদের পেশা—
উপেক্ষাতে কিম্বা পরম স্নেহে,
কিম্বা শুধু ভোগের শোভায় যা'দের নারী ডোবে ডোবায়
নাই মানুষের চাম্‌ড়া তা'দের দেহে।
দীনকে খেয়ে নিংড়ে চুষে—ঘৃণাভরে যেই সাধু সে
ভোজের সময় নিরন্নে কয়—'তফাৎ'
মানুষ নাহি তাহার ভিতর—পশুর চেয়েও সেজন ইতর
তা'র পিঠে চাই চাবুক—সপাৎ সপাৎ।

কিসের তরে বচন বিনাই,—ও গো তোমার সরম কি নাই?
কাটাও সময় আজো ছুতোনাতায়!
দেশ জুড়ে আজ যে ঝড় চলে সে কি তোমার মর্ম্মতলে
দেয়না নাড়া—মনকে নাহি মাতায়?
আজ যে দেশের পুরুষ মেয়ে পথে পথে ফির্‌ছে গেয়ে
দেশ জননীর স্বাধীনতার বোধন।
আজো তুমি গর্ব্ব ভরে—দুয়ার দিয়ে থাক্‌বে ঘরে?
স্বার্থ নিয়ে কর্‌বে মিছে রোদন?
আপন পায়ে লাগিয়ে বেড়ী—বন্দী হ'য়ে কর্‌বে দেরী
আপন মনে আপনি হ'বে বিকল?

টান্‌বে সুতো পুতুল নাচে— সাজ্‌বে সাধু মোদের কাছে
বল্‌বে "ওদের শক্ত বড় শিকল ?"
ওদের কথা দেখ্‌ব বুঝি—তোমার কিছু থাক্‌লে পুঁজি
তাই নিয়ে আজ মোদের মাঝে দাঁড়াও
না হয় সাহস—কুণ্ঠাভরে একটি পাশে দাঁড়াও সরে'
পথের মাঝে তর্ক কেন বাড়াও ?
মোদের কিছু যায় আসেনা— চল্‌ল রণে মুক্তি সেনা,
তোমার কেবল ঘুচ্‌ল নেতার দাবী।
তাসের প্রাসাদ পড়বে ভুঁয়ে—এক ফুঁয়ে বা দশটা ফুঁয়ে—
তোমার সেদিন কি হ'বে তাই ভাবি !

১লা আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

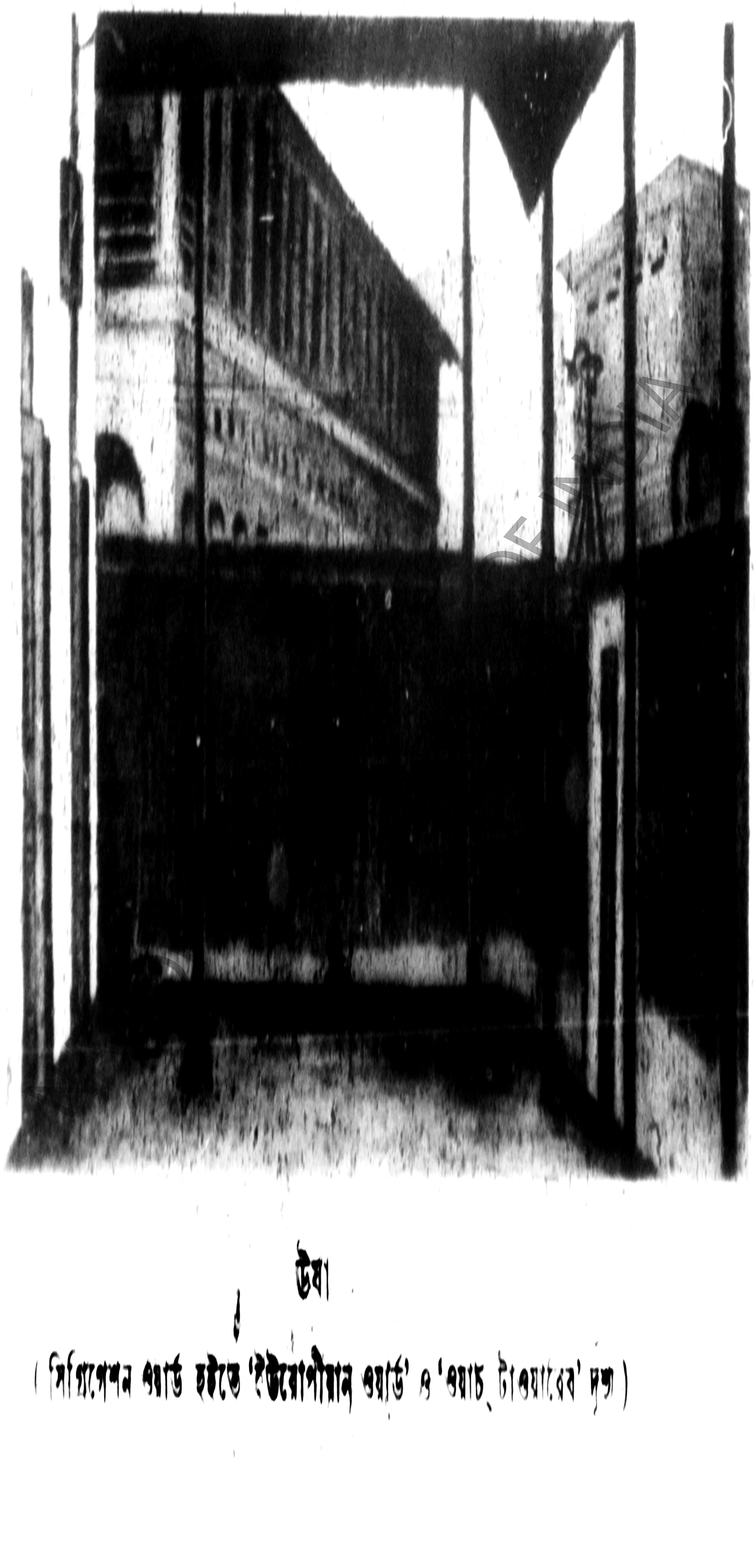
ARCHIVE OF INDIA
NATIONAL



কারায় শরৎ

আজ তোমাদের চারিপাশে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে
শরৎ রবির সোনার আলো ঝরিছে ;
আজ প্রভাতে এতক্ষণে রোদ পড়েছে কাশের বনে,
শিউলিতলা সবস ফুলে ভরিছে ;
মেঘলা দিনের ওড়না ফেলি চাইছে ভুবন নয়ন মেলি,
রাঙা মাটি রঙীন আলোয় বাঁচিল ;
আমার শুধু চোখের কাছে আজকে ক'টা পাঁচিল আছে,
সোনার আলোয় ভরেছে সেই পাঁচিলও।
আশ্বিনে এই নূতন রোদে মাতল যে মন কোন আমোদে—
কোন্ প্রাণে আজ উঠল যে গান গাহিরে !
কেমন করে' বুঝাই প্রাতে পেলাম দু'হাত আঙ্গিনাতে—
মাঠ ভরে' যা' পাওনি তুমি বাহিরে !
আজকে আমার সকলদিকে ঘিরেছে এই ধরণীকে
শ্যাওলাধরা পাঁচিল কত পুরাণো ;
কেউ বা কালো কেউ বা মেটে, লম্বা বা কেউ, কেউ বা বেঁটে,
তাই দেখে' আজ যায় না নয়ন ঘুরানো !

এই পাঁচিলে এমনি ভাবে কতই গেছে কতই যা'বে
শরৎরবি সোনার তুলি বুলায়ে ;



চিত্র।

(সিগ্নেশন ওয়ার্ড হইতে 'ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড' ও 'ওয়াচ্ টাওয়ারের' দৃশ্য)



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দূরের স্বপন পাখায় মাখি বস্‌ল হেথায় কতই পাখী,
বস্‌বে কতই বন্দী হৃদয় ভুলায়ে ;
এই পাঁচিলে কতই রেখায় বাদল বারির হাতের লেখায়
কতই ছবি—কতই আছে রচনা ;
কচিৎ কভু হেথা হোথা বুঝেছিলাম তা'দের কথা,—
তা'দের প্রসাদ,—তাদের প্রাণের যাচনা।
আজ্‌কে তা'দের প্রলাপরাশি বক্ষে আমার চুক্‌ল আসি
দস্যুসম সহসা দ্বার ভাঙিয়া।
আজ পূজা চায় সবাই যেন ! শেওলা জলে পায়া হেন ;
রাঙা ইঁট আজ উঠ্‌ল দ্বিগুন রাঙিয়া।
এই উঠানে এ জেলখানায় দেখ্‌ছি আলো দিব্যি মানায়!
দু'দিন আগে এ'কথা কই ভাবিনি !
সকল দীনের দৈন্য নাশি শরৎ এল মধুর হাসি,
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী।

ইঁটের পরে ইঁটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমনি করে'ই মানুষকে তাই শুকায়ে ;
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তা'রে এম্‌নি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙীন্ চিঠি লুকায়ে।
সহসা সেই শুভক্ষণে সব কিছু হয় মধুর মনে,
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কঠিন সে হয় কোমল বড়, পুরানো হয় নূতনতর,
রঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে ফ্যাকাসে।
আশ্বিনে সেই দিন এসেছে আলোর নদীর কূল ভেসেছে।
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা?
নিখিলের রং ছড়িয়ে যা'বে তোমরা কি তা'র সবটা পা'বে?
হেথায় আমি একটুও কি পাবো না?
বাইরে আলো দুষ্টু ছেলে মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,—
ধরার নয়ন ভরে স্বপনআবেশে;
হেথায় আলো লক্ষ্মীমেয়ে করুণ চোখে রয় যে চেয়ে!
যায় কি পারা থাকতে ভালো না বেসে?

১লা আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

ARCHIVES NATIONAL SOFINDIA

দস্যুহস্তে

চুরি করাই ব্যবসা ওদের—মান্‌ছি ওরা চোর,
কর্‌ল বা না কর্‌ল স্বীকার—কি আসে যায় তোর ?
মারুক ওরা, কাটুক ওরা—ছাড়িস্‌নি তোর পণ :
ঘরে মোদের রাখ্‌তে হ'বে সাত পুরুষের ধন।

মোদের গাঁয়ে আম্‌রা রাজা—ডাকাত হেথায় এসে
ধরুক জুলুম—রাত পোহালেই ভাগ্‌তে হ'বে শেষে !
লোহার শিকের তুলুক বেড়া—গাঁথুক পাঁচিল ইটে,
রাখ্‌তে কেড়ে পার্‌বেনারে সাতপুরুষের ভিটে !

কাঁদিস্‌নিরে, চ্যাঁচাস্‌নিরে, পাস্‌নে মিছে ভয়।
মোদের পিছে দেব্‌তা আছে, ওদের পিছে নয়।
অস্ত্র দেখে, ভুলিস্‌নিরে—বুকে সাহস আন্‌।
সকল স'য়ে রাখ্‌তে হ'বে সাতপুরুষের মান !

তোরে ওরা অবল বলুক—করিসনি তুই ক্ষোভ।
প্রাণের মাঝে যে বল আছে তা'র পরে রাখ্‌ লোভ।
জয় দেবে সে, মুছিয়ে আঁখি ঘুচিয়ে দেবে লাজ ;
সাত পুরুষের ধর্ম্ম সে তোর আঁকড়ে থাকিস্‌ আজ

২রা আশ্বিন
সেন্ট্রাল জেল

ARCHIVE OF INDIA
NATIONAL

অকাল বোধন

আজো দেবীর হয়নি পূজার ক্ষণ ?
অকাল বোধন বল্‌ছে ত্রিভুবন ?
বন্দিনী তোর জনকসুতা শত্রুগৃহে অশ্রুপ্লুতা
নিমেষগুলোও যুগ যে তাহার কাছে
সেই কথাটা আজ কি মনে আছে ?

আজ কি সাজে অশ্রু তোর ঐ চোখে ?
শত্রু প্রবল বল্‌ছে কেবল লোকে ?
তাই বলে' কি আজ্‌কে তবে ধূলার 'পরে বস্‌তে হ'বে ?
রাক্ষসেরা লঙ্কীরে দেয় ক্লেশ :
তোর কি সাজে আজ ভিখারীর বেশ ?

কালের ভয়ে যে জন মরে ত্রাসে—
কোনওকালে কাল কি তাহার আসে ?
'কালজয়ীরে যে দেয় সাজা অকালই তার কালের রাজা'
এই কথাটা দেয় না মনে সাড়া ?
আসে না কাল দেবীর দয়া ছাড়া ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজ অকালে জাগ্‌ল দশভুজা ;
হৃদয় মনে কর্‌রে তাহার পূজা।
শক্তি দিলে শক্তিময়ী হ'বিরে তুই রাবণজয়ী ;
লক্ষ্মী আবার ফির্‌বেরে তোর ঘরে ;
বনের মেষ্মাদ কাট্‌বে দেবীর বরে।

মুহূর্ত্তে ফের ঘুচ্‌বে দীনের বেশ।
আবার হ'বে 'অযোধ্যা' তোর দেশ।
সেদিন হ'তে নিখিল ধরা তোর যশেতে রইবে ভরা ;
অকাল পূজাই আসল পূজা হ'বে।
মিথ্যা কেন চিন্তা করিস্ তবে ?

২রা আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দেশ-মাতৃকা

আশার রাগিণী আকাশে উঠেছে রণনি
ভুবনে ধ্বনিছে উদার তোমার ভারতী।
ভীষণে মধুরে অপরূপা তুমি জননী।
প্রলয়আলোকে অপরূপ তব আরতি!
আজিকে তোমার অতুল রাতুল চরণে
সকল কালিমা লুটায়ে পড়িছে মরণে;
তনয়বেদনা ভরিয়া অরুণ বরণে
আজি তব পদকোকনদ দুটি ফুটিছে!
জননি, তোমার উৎসবউপকরণে
নিখিলের নতি না চাহিতে আসি জুটিছে!
পরাণে পরাণে পুলকপাত্র উথলে
অসুর নাশিতে এসেছে সিংহবাহিনী:
অমঙ্গলত্যাগের দীপালি জ্বলিছে ভূতলে;
ঘরে ঘরে ভরে বিপুল তপের কাহিনী।
দুর্ব্বল যা'রা দুর্ব্বহ দিন বহিয়া
নিষ্ফল রোষে মিথ্যারে ছিল সহিয়া,
অভয় অনলে সকল শঙ্কা দহিয়া
হাসিয়া চলেছে জলিতে দুঃখদহনে;
আগমনী আজি বাজিছে রহিয়া রহিয়া
দুর্য্যোগরাতে দুর্গম গিরিগহনে!

দশভুজে মা'র দশপ্রহরণ জ্বলিল
সাজে বীণাপাণি কমলা তাহ'র দু'পাশে।
দেবসেনাপতি গণদেবতায় মিলিল।
পশুবলে দলি জাগে দেবী অপরূপা সে
আজি মেঘলোকে মায়ের কিরীটশিখরে
হিরণে, হীরকে উষার কিরণ ঠিকরে,
কনকে কুসুমে অমলিন মণিনিকরে
আজিকে মায়ের সকল অঙ্গ ঝলসে!
করুণ নয়ন সজল অশ্রুশীকরে;
মধুর অধরে কোমল হাস্য বিলসে।
এতদিন ছিল বনফুলে সাজি শবরী,
আজি বুঝি উমা সাজিল জগজ্জননী!
মুকুতা মাণিকে খচিত চিকণকবরী,
বরাভয়করে শঙ্খ উঠিছে স্বননি!
ভ্রূকুটিভঙ্গে দানবদম্ভ নাশিয়া
অন্ধতামসী দেহে দেবী উদ্ভাসিয়া।
পাষাণী জননী কোলে নেবে আজ হাসিয়া,
বহুদিন ছিল তনয় বিরহ সহি মা!
ওরে তোরা আয় কে পূজিবি ভালোবাসিয়া,
ওরে তোরা আয় কে হেরিবি মা'র মহিমা।

সপ্তমী

সেন্ট্রাল ফেল

প্রার্থনা

ছোটো জিনিষ দেখার আগে বড় জিনিষটারে
তুমি মোদের শিখাও দেখিবারে।
ধরিত্রীরে দূরে যেন না ঠেলি বিদ্বেষে
মোরা মোদের দেশকে ভালোবেসে।
মোরা যখন আপনজনে বক্ষে ল'ব টানি
দেশের লোকের না হয় যেন হানি।
মোরা কেবল দেখ্‌তে গিয়ে নিজের দেহের প্রতি
ঘরের লোকের কর্‌বনাকো ক্ষতি।
তোমার কাছে আজ্‌কে মোরা এ বর মাগি প্রভু—
ছোটোয় যেন না রই ডুবে কভু।
এই প্রতিজ্ঞা চিরজীবন বক্ষে যেন জাগে—
দেখ্‌ব বড়,—ছোটো দেখার আগে।

৪ঠা আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভগ্নীর প্রতি

শুভকাজে আমায় দেবে বাধা ?

হ্যাঁ বোন, তোমার এই কি ভালোবাসা,

আমার মায়ের মেয়ের কাছে আমি

এই কি কেবল করেছিলেম আশা ?

শয্যা নেবে আহার নিদ্রা ছাড়ি,

অসুখ করে' ভাবিয়ে তুল্‌বে বাড়ী,

আমি যখন ফিরব মায়ের কাজে

তুমি তখন হাট বাধাবে কাঁদি !

নিরুপায়ে ফেল্‌বে কেবল লাজে,

নির্দ্দোষেরে কর্‌বে অপরাধী !!

দেশের কাজে কর্‌বে আমায় মানা

হ্যাঁ বোন, তোমার এই কি স্নেহের ফল ?

কর্‌বে হরণ দূরের থেকে বসি

শক্রমাঝে আমার মনের বল ?

দ্বিধায় আমায় ফেল্‌লে অনুক্ষণ

সেটাই কি ঠিক উচিত হবে যেন ?

বল্‌বে তুমি পাষাণ আমার মন
তাইতে তোমায় জ্বালাই এমন-তর ;
ব্যর্থ হ'লে আমার এ জীবন—
প্রমাণ হ'বে তুমি কোমল বড় ?

দুর্দ্দিনে আজ পুড়্‌ছে যখন ঘর,—
মাথার পথে দেব্‌তা যখন বাদী,—
তখন আমি ঢাল্‌তে গেলে জল
সাম্‌নে এসে রুধিবে পথ কাঁদি ?
এম্‌নি শিক্ষা দিয়ে এবং পেয়ে
ডুবিয়েছে দেশ দেশের পুরুষ মেয়ে !
আজ্‌কে যা'রা তুল্‌বে তা'রে টেনে
তা'দের মাঝে নাই কি তোমার স্থান ?
মিথ্যা নেবে সত্য বলে' মেনে ?
জাত্‌কে নিজের কর্‌বে অসম্মান ?

কান্নাকাটির নাইকো সময় আর,—
অশ্রু মোছো,—আমার অনুরোধ !
ভারতজুড়ে চল্‌ছে অত্যাচার,
অপূর্ব্ব তার চল্‌ছে প্রতিশোধ !
চক্ষু খুলে তাকাও চারিপাশে ;
পুরুষ নারী বন্যাস্রোতে আসে

মায়ের কাজে জীবন দিতে বলি
তুচ্ছ করে' সকল গৃহসুখ।
মৃত্যুমাঝে ফুটিছে প্রাণের আলো,—
ভয়ের বুকে জয়ের হাসিমুখ!

খুঁজে দেখো ইহার মাঝে যদি
কোথাও তোমার থাকে কোনও কাজ;
তাইতে ডুবে আমার প্রতি স্নেহ
দেখাও যদি—ধন্য হবে আজ।
নিজেরে খুব মস্ত করে' দেখে
জগৎখানা রেখোনা আর ঢেকে;
ভুলতে শেখো-নিজের দুঃখ সুখ
বিশালদেশের বিপুল দুঃখ স্মরি।
উদার করো সবল করো বুক
তখন জেগো বিনিদ্র শর্ব্বরী।

তোমার মত লক্ষ বোনের ভাই
আজ্‌কে দেখো ফিরছে পথে পথে
অন্ধ স্নেহের সাধ্য এমন নাই
বাধা দেবে তাদের বীরব্রতে;
বুঝ্‌লে পরে তাদের প্রাণের আলা
অসহ্য আজ লাগ্‌বে বন্দীশালা,

ঢাল্‌বে তোমার সকল ভালোবাসা
তা'দের কাজে কর্‌তে সহায়তা ;
ফুট্‌বে না আর অনুযোগের ভাষা ;
উঠ্‌বে না আর অভিমানের কথা।

৪ঠা আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রশ্ন

তুষানলে যেথা পুড়েছে পুরুষ স্বেচ্ছাসুখে
আপন পাপের প্রায়শ্চিত্তে দুদিন আগে
রোষানলে তব ডরিবে সে দেশ কিসের দুখে ?
তা'র কাছে আজ কোনো দণ্ড কি কঠিন লাগে ?
হাসিমুখে যেথা আগুনে জ্বলিয়া মরেছে সতী
সে দেশের মেয়ে যখন তোমার শত্রু হ'বে
তুমি কি শাস্তি করিবে বিধান তা'দের প্রতি ?
কোন্ বিধাতার সহায়তা লয়ে বাঁচিয়া রবে ?
অস্ত্রবলের গর্ব্ব করোগো কা'দের কাছে ?
অস্ত্র যাহারা অকাতরে নেবে বক্ষতলে ?
'মাথা দিবে তবু ধর্ম্ম দিবে না'—যে বলিয়াছে,—
ধর্ম্ম তাহারে ভুলাবে কেমনে কিসের বলে ?
আজিকে তোমার শিক্ষা ভুলিয়া জাগিছে জাতি ;
যা'র খা'বে তা'রি কুৎসা রটা'বে ক'দিন আরো ?
ফুরালো সময়, প্রভাত হইয়া আসিল রাতি ;
পাপ করে' থাকি---প্রায়শ্চিত্ত করেছি তা'রো ।

৫ই আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দেশের যুবা

হাজার কুলির চাকরি গেছে কলে
শুকিয়ে মরে সমস্ত বস্তিটা,
নিরুদ্বেগে ধনীর বাড়ীর হলে
পড়ছে ছেলে-'সিনথিটা কস্‌থিটা' !
মাথার ওপর বিজলী পাখা ঘোরে,
জোয়ান যুবা উদর পূর্ণ করে
উকীল হ'বে গণিত শাস্ত্র পড়ে,
দেশের লোকের রাখবে কিনে মাথা ।
ঘরের পাশে হাজার মানুষ মরে,
মানুষ খায় গাছের কাঁচা পাতা ।

ঘরের মেয়ে নাম্‌ল দেশের কাজে
রোদে পুড়ে, বৃষ্টি-ধারায় নেয়ে,
পুলিস তা'দের ধুলো পথের মাঝে,
পুরুষ গেল পালিয়ে লাঠি খেয়ে ।
দুপুর রাতে মাতাল গোরার দলে
ঘিরল তা'দের বিকট কোলাহলে ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দুয়ার বন্ধ লাঠি বাজীর ফলে
চারি পাশের সকল ঘরে ঘরে !
দুপুর রাতে মায়ের অপমান,
ছ'লাখ পুরুষ কলিকাতা সহরে !

গাঁয়ে গাঁয়ে আগুন দিয়ে ফেরে—
বেনে রাজার পিশাচ পেয়াদায়;
লুঠ করে' লয় গরীব কৃষকেরে—
ধানের গোলা পুড়িয়ে দিয়ে যায়।
পুরুষ নারীর বসন ল'য়ে কাড়ি
হাটের মাঝে মারে বেতের বাড়ি ;
প্রাণের ভয়ে বেড়ায় গৃহ ছাড়ি
মাঠে মাঠে কতই পরিবার !
রাত্রে শিশু ডোবায় ডুবে মরে
পালিয়ে যেতে এড়িয়ে অত্যাচার।

কথায় কথায় অস্ত্রহীনের ভিড়ে
গুলি চালায় যা'রা উপেক্ষাতে,
লাঞ্ছনা দেয় দেশের রমনীরে—
পিশাচসম দিনে এবং রাতে ;
শত্রু বলি যা'দের 'পরে রাগি,—
দেশের পুরুষ তা'রা বেশীর ভাগই !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দেশের ছেলে তা'দের পাপের ভাগী
খবর শুনে গর্জ্জে ওঠে কোপে ;
গড়ের মাঠে ঠাণ্ডা করে' মাথা
সন্ধ্যাবেলায় চোকে বায়োস্কোপে।

এমন করে হাস্কা হাসি হেসে
চল্‌বে কদ্দিন দেখিয়ে পুঁথি পাঁতি ?
সিনেটহলে হোষ্টেলে আর মেসে
লাগ্‌বে মিঠে ক'দিন গোবর লাথি ?
আজকে নারী সারা ভারতময়
দিয়েছে যে প্রাণের পরিচয়
শিক্ষা তাতেও আজ যদি না হয়,
শিক্ষা কোথায় শিক্ষা হ'বে কবে !
নিংড়ে নিতে মেয়ের বাপে শুধু
বিদ্যালয়ে নাই বা গেলি তবে।

তা'রাই মেয়ে, তা'রাই দেশের ছেলে
অটল যা'রা নির্য্যাতনের মাঝে
মর্‌ছে তবু সর্‌ছেনা কাজ ফেলে
পথে পথে ফির্‌ছে মায়ের কাজে।
অগ্নিদাহে সর্ব্বহারা তবু--
অত্যাচারে মান্‌লে না যে কভু

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজ ব্যথা তা'র বুঝছে জগৎ-প্রভু,
আজ যশে তা'র সারা জগৎ ভরা !
মিছেই তোদের জ্ঞানের অহঙ্কার,
মিছেই তোদের মানবদেহ ধরা !

ভারত জুড়ে প্রলয়লীলা চলে—
দেশের যুবা কলেজ করে বসে' !
আসতে যেতে গোরার রোষানলে—
জুতার ঠোকর খায় সে ভাগ্যদোষে !
বিশ জুতা যে হজম করতে পারে—
দু'দশ জুতায় কি করবে আর তা'রে ?
লজ্জা ঘুচে—দেবতা যখন মারে,—
মিষ্টি লাগে তখন চোরের গালি।
আপন মুখে এমনি করে' মেখে—
দেশের মুখে মাখায় সে চূণকালি।

৬ই আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'

হে মোর দরিদ্র দেশ,—আপনি থাকিয়া অর্দ্ধাহারে
এতদিন পাঠায়েছ পূজা দিতে বাণীর দুয়ারে
কাহাদের ? হায় মাতা, শূন্য করি যাহা ছিল পুঁজি
কাহাদের সমর্পিয়া সসঙ্কোচে আছ মাথা গুঁজি
অর্দ্ধাধীর কুটিরে নিজ নীরবে সহিয়া অসম্মান
পুত্র স্নেহ গর্ব্বে আজো ? অকৃতজ্ঞ অধম সন্তান
তোমার প্রেমের মূল্য বুঝে নাই। যে জ্ঞানের বাতি
দূর করে অন্তরের অন্ধকার,—তাহারি বেসাতি
করে তা'রা পথে বসি। যেই বিদ্যা মুক্তি দিতে পারে—
ক্ষুদ্র স্বার্থ লাগি করে পণ্যসম বেচাকেনা তা'রে
অসঙ্কোচে উচ্চশিরে মুগ্ধ যত বিলাসের দাস।
তুমি করিয়াছ আশা তোমার প্রাণের অভিলাষ
উহারা পুরা'বে ? ঐ ক্ষুদ্র প্রাণ কাপুরুষ যত ?
ঐ আত্ম-অবিশ্বাসী—আত্ম-ঘাতী—আত্ম-সুখরত
ক্লীবদল ? অন্ধকার কোটি কোটি কুটিরেতে তব
উহারা জ্বালিবে আলো ? উহারা আনিবে প্রাণ নব
এই জীবন্মৃত দেশে ? পথভ্রান্ত বিগতচেতন—
তোমার শোণিতসিক্ত তস্করের ঘৃণিত বেতন—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

লয় যা'রা হাসিমুখে কোন আশা তাহাদের কাছে
রাখো তুমি মুগ্ধা মাতা ? তোমায়ে বিক্রয় করিয়াছে
যাহারা ভোগের মূল্যে—তা'দের শিক্ষায় শত ধিক্ !
যা'দের সাহায্যে আজ মুষ্টিমেয় বিদেশী বণিক
শাসি'ছে বিপুল দেশ সুকৌশলে করি প্রদানত
শত ধিক্ তাহাদের ! যাদের আদর্শ শত শত
অবোধ সন্তান তব পথ ভোলে ; দৃপ্ত অত্যাচার
যাহাদের প্রাণদৈন্যে দেশদেহে নিস্পন্দ অসাড়
করে জয়-যাত্রা ; রচে শোষণের যন্ত্র অভ্রভেদী
পশুবল অনায়াসে,—বিদ্যা দেবতার পূজাবেদী
কেন করে কলঙ্কিত আজো তা'রা ? কেন ভুলে লোকে
আজো তাহাদের ঐ সুশিক্ষার নির্ব্বিষ নির্ম্মোকে ?
যাহারা কৃপার পাত্র তাহাদের বৃথা শ্রদ্ধা করি
কেন প্রবঞ্চিত জাতি এতদিন বেঁচে আছে মরি ?
আর কতদিন মাতা পূজা দিবে অযোগ্যের পায়
দুরাশার মোহে মজি ? কিছু ওরা দিবেনা তোমায়.
কিছু দিতে নাহি পারে। বড় দীন ! বড় অভাজন !
উহারা পেয়েছে বিদ্যা তুমি ভাবো ? সে বিদ্যা কেমন
আজিও কি বুঝিলে না ? নিরন্ন দরিদ্র নর-নারী
আপন অন্নের মূল্যে নেশা করে ; আয় হ'তে তারি
বিদেশীর শিক্ষা-সত্রে দেশবাসী বিদেশীর চোখে
দেশেরে দেখিতে শিখে ; পশ্চিমের উজ্জ্বল আলোকে

জননীর করধৃত স্নিগ্ধরশ্মি গৃহ-দীপটিরে
অবজ্ঞা করিতে শিখে ; বিদেশীর কারার প্রাচীরে
শিখে দিতে পূজা-অর্ঘ্য। মাতৃকে যা' জন্ম লভিয়াছে
সে শিক্ষা মত্ততা দিবে ইহাতে বিচিত্র কিছু আছে ?
নেশারে বাহন করি শৃঙ্খলেরে বরি গুরুপদে
যে শিক্ষা পশিল দেশে—সে কেমনে আঘাতে বিপদে
মুক্তি-পথে ল'য়ে যা'বে ? সে কেমনে আনিবে অভয় ?
আজো বহু ভাগ্যে যা'রা সে শিক্ষার বিষ করি জয়
বেঁচে আছে, সর্ব্বনাশা সে শিক্ষার বন্ধন ছেদিয়া
বাহিরে এসেছে যারা জননীর অন্তর ভেদিয়া
যে আর্ত্তরোদন উঠে—তাহে তা'রা দেছে আজ ভাষা ;
মোহভঙ্গে ছুটিয়াছে লভিতে মায়ের ভালোবাসা
খেলাঘর তুচ্ছ করি শিশুসম আনন্দে উন্মাদ !
আজ বহুদিন পরে কল্লোলিয়া ভাঙ্গিয়াছে বাঁধ
মানবের প্রাণবন্যা ; ছুটিয়াছে দেশদেশান্তরে
উদার মুক্তির বার্ত্তা। আজ পুনঃ বহুদিন পরে
ভারতের মর্ম্মবাণী শুনিয়াছে নিখিল জগৎ
বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে ! মাগো, আজ মিলিয়াছে পথ,
চলিয়াছে যাত্রীদল। কোটি কণ্ঠে শব্দ উঠে তাই
'যেই বিদ্যা মুক্তি দিবে আমাদের সেই বিদ্যা চাই !'
সে বিদ্যা কে দিবে দেবি ? সে বিদ্যার শিক্ষাগুরু কোথা ?
যে মন্ত্র আনিয়া দিবে মোদের দৃষ্টির বিশালতা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সে বড় দুর্ল্লভ মন্ত্র ; তুমি শুধু নিজে দিতে পারো।
শুভক্ষণে হয় মনে সন্ধান পেয়েছে বুঝি তা'রো
অকৃতী সন্তান তব কোটি কোটি ; আশা হয় মনে
শিক্ষা আর মানুষেরে বাঁধিবেনা ভোগের বন্ধনে।
অমৃত ও কালকূট জন্ম নিল একই সিন্ধু হ'তে,—
তাই আজো হয় আশা। সত্য যদি দুর্ণিবার স্রোতে
ভাসাইয়া বাধা বিঘ্ন প্রাণ-স্রোত ছুটে থাকে দেশে,—
তবে কোথা জনদুই সরে' আছে বিজ্ঞহাসি হেসে
তাহে কিবা আসে যায় ? আজিকার শুভলগ্নে যদি
মহাসিন্ধু লক্ষ্য করি ছুটে থাকে লক্ষ নদনদী
তবে কিবা আসে যায় কোথা কোন ক্ষুদ্র জলধারা
ভ্রান্ত পথে মত্তগতি বালুকার বক্ষে হ'ল হারা ?

৮ই আশ্বিন
সেণ্ট্যাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দেশের নারী

একদিন যে দেশের নারী
বাঁচাতে পরের ছেলে রক্ষোমুখে অবহেলে
বক্ষের দুলালে দেছে ডারি ;
মরণ নিশ্চিত জানি দেয়নি আশীষবাণী
ধর্ম্মহীন দর্পিত সন্তানে,
ধর্ম্মহীন দেবতারে অভিশাপ বারে বারে
যে দেছে ধর্ম্মের অপমানে ;
সাজাইয়া রণসাজে পাঠয়েছে মৃত্যুমাঝে
জেনে শুনে একমাত্র সুতে ;
রাজেন্দ্রাণী দেশে দেশে ফিরেছে যোগিনীবেশে
পাপীর মনের কালি ধুতে ;
পতি পুত্র ধন জন—নারী দেছে বিসর্জ্জন
—যেদেশে ধর্ম্মের মুখে চেয়ে
মাগো, তুমি সে দেশেরই মেয়ে।

যে রমণী মৃত্যুভয় ভুলে—
ল'য়ে গেল অর্ঘ্যথালা সাজাইল দীপমালা
একদিন বোধিতরুমূলে ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আয়ুহীন বনচরে রাজকন্যা প্রেমবরে
পত্নীরূপে ফিরে দিল প্রাণ ;
দুর্দ্দিনেতে দলে দলে আগুনে মরিল জ্বলে
শত্রুরে না করি দেহ দান ;
ধরার কলঙ্ক স'য়ে যে রমণী গেল ল'য়ে
পূজা অর্ঘ্য প্রাণ দেবতার ;
যুদ্ধে হেরে এলে পতি উপেক্ষায় যেই সতী
রুধিল তাহারি গৃহদ্বার ;
আত্মার সম্মানতরে সব দিল অকাতরে
সর্ব্বভয় যা'রা বিস্মরিয়া,—
বোন, তুমি তা'দেরি আত্মীয়া।

ওগো দেবি, শক্তির সারথি !
অন্ধকার এ ভারতে লহ আজি দিব্যরথে
সন্তানের প্রাণের আরতি,
নির্ভয়ে চালাও হয়,—হয় মৃত্যু নয় জয়
—ক্ষুদ্র গৃহসুখ যাক্ টুটে ;
উজলিয়া বন্দীশালা মানুষের মর্ম্মজ্বালা
হোম-শিখাসম যেন উঠে।
তোমার করিবে ক্ষতি হেন সাধ্য কা'র সতি ?
অপমানই অপমান হ'বে ;

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

যে দেয় সে দিক গ্লানি,— নিজঘরে
রাজেন্দ্রানী, জাগো তুমি আপন গৌরবে।
যাহা কিছু অমঙ্গল নিঃশেষে করুক লীন
তোমার কল্যাণ শঙ্খধ্বনি,
জাগো দেবি শক্তি-স্বরূপিনি !

৭ই আশ্বিন
সেণ্ট্রাল জেল

OF INDIA ARCHIVES NATIONAL

ভাইফোঁটা

যেদিন আমার ছোট্ট ছিল ঘর,
যেদিন মোটে তিনটি ছিল বোন,
ভাই দ্বিতীয়ার এমনি সকালটাতে
সেদিন হ'ত কতই আয়োজন !

কতই আমোদ কতই সেদিন হাসি,
থালা ভরা খাবার রাশি রাশি,
নূতন কাপড়,—নূতন আসন পাতা,
একটি ফোঁটার সাতশ' উপচার !

সেদিন আমার, বেজায় পায়া ভারী !
বোনের কৃপায় বন্ধ যমের দ্বার !
আজ হয়েছে ঘরটা কিছু বড়,

বোনের সংখ্যা আজ্‌কে কিছু বেশী ;
ভাইদ্বিতীয়ার সকাল বেলায় তাই
আড়ম্বরের নাইকো কোন লেশই !
পাঁচিল ঘেরা কারাগৃহের কোনে
একলা বসে আজ যেন হয় মনে

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

অদৃশ্য কোন স্নেহের তিলক দিয়ে
ললাট আমার জুড়িয়ে দিল কা'রা !
ডুবিয়ে দিল ভাসিয়ে দিল মোরে
শমনজয়ী স্নেহের সুধাধারা।

আমার দেশের যেথায় যত বোন
ভাই-দ্বিতীয়ায় ভায়ের সোহাগ করে
আজ মনে হয় তা'দের সবার কাছে
একটি ফোঁটা আছে আমার তরে।
আমায় তা'রা চেনে না মোর তায়
কিই বা ক্ষতি, কিই বা আসে যায় ?
আমি তা'দের সবাইকে যে চিনি,—
ঘরে ঘরে সবার আমি ভাই।
পরের নিষেধ ঘিরেছে চৌদিকে
ঘরের নিষেধ সরেছে আজ তাই।

তোমরা আমায় যা' বলো তাই বলো
বাইরে যা'রা করছ ভোজন পান—
এ উৎসবের যোগ্য সবার চেয়ে
কারায়, পথে আমরা ভাগ্যবান।
যমের সাথে যা'দের লড়াই চলে
বোনের আশীষ তা'দের পরেই ফলে ;

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

যমকে যারা এড়িয়ে বেড়ায় ভয়ে
বেঁচেও যা'দের সদাই মৃত্যুভয় ;
অমর তিলক নয়কো তা'দের তরে,—
ভাই-দ্বিতীয়া তা'দের তরে নয় ।

এমন দিনে দেশের মেয়ে যা'রা
বন্দী আছে এম্‌নি কারার মাঝে
আজ্‌কে তা'দের রুদ্ধ স্নেহের স্রোত
ইটের পাঁচিল সইতে পারে না যে।
আজকে তা'দের ব্যাকুল প্রাণের প্রীতি
বাইরে কিগো জাগায় অভয় গীতি ?
তা'দের ভা'য়ের যোগ্য হ'তে কেহ
শমনজয়ে যায় কি অরি-মার ?
বিফল তা'দের ভাইদ্বিতীয়ার বেলা ?
বোনের তিলক ব্যর্থ তাদের আজ ?

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া
সেণ্ট্রাল জেল

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আশা

বল্‌তে পারো,—ঘুমপাড়ানি মাসী পিসীর দেশে
এমন মাসী কেমন করে' হাজির হ'ল এসে ?
যেই বলেছি "যাচ্ছি ছেড়ে"—বল্‌লে হেসে "যাও" !
পথের পোষাক ঠিক ছিল না,—গুছিয়ে দিলে তা'ও !
বড্ড বেশী বাস্‌তো ভালো—এক ফোঁটা জল তাই
পার্‌লে নাকো আন্‌তে চোখে কষ্ট পাছে পাই।
মাতৃহীনের মানৎ পূজা রাখলে মাতৃ সমা ;
বিধির খাতায় একটুকু কি রইল না তা'র জমা ?

ছেলে রাজার মস্ত চাকর—তাহার ক্ষতি তারে
বিদ্রোহীরে জয়ের আশীষ মাতা যখন করে ;
ঘরের বিপদ ঘটায় যে ভাই—সবার সাথে বাদ
ভাই যবে তা'র সহায় হ'য়ে জানায় আশীর্ব্বাদ ;
শিষ্যে স্নেহে পাঠায় গুরু—মৃত্যু-আঘাত মাঝে ;
বন্ধু চাহে ঈর্ষ্যাভরে শেষবিদায়ের সাঁঝে ;
তখন তা'দের সহজ ত্যাগে মানুষ ঠাহর আঁখি
দেবতা কি তা' দেখবে নাকো ? ব্যর্থ যাবে নাকি ?

তোমরা বলো নাইকো আশা কিসের আশা নাই ?
পরিমানে বড় হ'লেই মান্‌ব বড় তা'ই ?

ARCHIVES NATIONAL SOFINDIA

অরির কেনা গোলাম ক'জন দেশের খেয়ে যা'রা
দেশের মানুষ শিকার করে—করুক না ভাই তারা !
দেখোনা আজ তক্‌মা পরে' কজন ভাগ্যদোষে
খেতাব খোঁজে, কেতাব ঘাঁটে, বুড়ো আঙুল চোষে।
ক্ষুদ্র লাভের লোভে যা'রা বিকিয়ে দেছে দেশ
তা'দের মুখে তাকিয়ে কেন মিথ্যা পাবে ক্লেশ ?

দেশের নামে কোথায় চলে নৃশংস দস্যুতা,
কোথায় চলে স্বার্থসিদ্ধি পূজার ক'রে, ছুতা ;
কোথায় কা'রা পরস্পরের মুখে মাখায় কালি,
উঠ্‌বে বলে ধাপে ধাপে নেমেই চলে খালি ;
কোথায় কা'দের ঝগড়া বাধে ক্ষুদ্র অভিমানে—
দোহাই তোমায় তাকিয়ো-নাকো—দাঁড়িয়ো না ঐখানে।
এ কীর্ত্তি ত ঢের দেখেছ হাজার বছর ধরে'
নতুন কিছু দেখবে যদি একটু এস সরে'।

ঐ দেখ আজ অর্দ্ধ জগৎ যেই দানবের গ্রাসে
দেবশিশু তা'র মুখের ওপর জয়ের হাসি হাসে।
চিন্‌লে নাকো ?—না চেনাটা অসম্ভবও নয়।
ওর সাথে আজ অনেকদিনই নাই যে পরিচয়।
আত্মজয়ে জন্ম উহার—শক্তি ওরে বলে,
ওর কৃপাতে শত্রু-বিজয় হ'বে খেলার ছলে।

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

বড্ড ছোটো ? ভয়সা কি ওর ? ছেট্টো অনলকণা
খড়ের স্তূপে তাই ব'লে তাই ফেল্‌তে ছুটিয়ো না।

ঐ দেখ কে তাপস চলে শুধতে দেশের ধার,
মুক্তিরণে সাজল সেনা অস্ত্র বিহীন তা'র।
রোজগেরে বাপ চল্‌ল ছুটে সাজানো ঘর ফেলে !
পত্নী সে যায় পতি ছেড়ে,—মা যায় ছেড়ে ছেলে !
ঘরের নারী দেশের পূজায় জ্বাল্‌ল দীপশিখা ;
শত্রুস্রোতে সঙ্গীবিহীন নাম্‌ল সাহসিকা !
পুরুষ নারী অন্যায়েরে কর্‌তে অস্বীকার
চল্‌ল কারায়, চল্‌ল পথে—সইতে অত্যাচার

আজো যেথায় মানুষ করে মহত্ত্বে বিশ্বাস ;
আজো ধরে ত্যাগের রাকল লক্ষ ভোগের দাস ;
হাসি মুখে নিরপরাধ বক্ষেতে লয় গুলি ;
অহিংস রয় লাঠির চোটে ফাট্‌লে মাথার খুলি ;
আঘাত যেথায় চম্‌কে ওঠে ক্ষমার মন্ত্রে আজো ;
কে বল্‌বে ভাই অধম সে দেশ ? অসীম তাহার লাজও
ঘুচবে না—কে বল্‌তে পারে বীরের ভালোবাসায় ?
যে যাই বলো, হাড়বনা হাল,—আমরা আছি আশায়।

৭ই অগ্রহায়ন
সেণ্ট্রাল জেল

মুক্তি

আজ মুক্তি, ক্ষুদ্র এক কক্ষকক্ষ হ'তে
আজ বহুদিন পরে বৃহৎ জগতে
বাধাহীন মুক্তপথে দাঁড়ায়েছি আসি।
বাহিরের কোলাহল আত্মীয়ের হাসি
বান্ধবের স্নেহদৃষ্টি আজি চতুর্দ্দিকে
সহসা ঘিরেছে মোরে। শ্যাম প্রকৃতিকে
আবার দেখিতে পা'ব। মুগ্ধ দৃষ্টি মম
দিগন্তে ফিরিবে মুক্ত বিহঙ্গম সম
বাধাহীন পুনর্ব্বার। মিলন-উৎসুক
আবার পড়িবে চোখে শত চেনা-মুখ,
সহস্র বিচিত্র ছবি। পুনঃ দিনকত
হয়ত ভ্রমিতে পা'ব মানুষের মত
উদার প্রান্তরে পথে, নিকটে সুদূরে
মিলাইয়া সংসারের শতলক্ষ সুরে
আপনার মুক্তকণ্ঠ। বিদায়ের ক্ষণে
একদা যা' কিছু-স্মরি সহাস্য আননে
সসঙ্কোচে দীর্ঘশ্বাস রেখেছিনু ঢাকি,
সহস্র সঙ্গীর মাঝে একান্ত একাকী

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আপনারে একদিন হয়েছিল বোধ
সকলি সুলভ তার ;—আজ প্রতিশোধ
সেদিনের। যে আনন্দ করেছিনু আশা
মুক্তিদিনে, কোথা তাহা ? আমার পিপাসা
মিটাবে যে পুণ্যবারি কোথা তাহা আজ ?
এই কি মুক্তির রূপ ? শুধু ছোট কাজ,
শুধু ছোট স্বার্থ লয়ে সবে আছে মজি
আজো এ দুর্ভাগাদেশে। বন্দীশালা ভাঙি
এইমাত্র যে শৃঙ্খলে রেখে এনু পিছে
বাহিরে সে দেখি মোর চৌদিকে ধ্বনিছে
আকাশ মুখর করি। পথের জনতা
দিব্য করে রসালাপ ল'য়ে তুচ্ছ কথা।
বস্ত্রেন্ধন ঘৃত তৈল তণ্ডুলের দামে
বাজারে মুক্তির মূল্য আজো ওঠে নামে।
শিক্ষিত ভিক্ষুক আর দরিদ্র বিলাসী
সমস্বরে হাসিতেছে লজ্জাহীন হাসি,
তারস্বরে করিতেছে বাদ বিসম্বাদ
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসি। এতটুকু স্বাদ
যে মুক্তির—মানুষেরে করে ভয়হীন,
খর্ব্বীকৃত মনুষ্যত্বে ঘনা'লে দুর্দ্দিন
যে মুক্তির বার্ত্তা আসে প্রভঞ্জন বেগে,
ছিন্ন করি দীর্ণ করি বিপদের মেঘে

মুহূর্ত্তে উড়ায়ে দেয়,—সে মুক্তির সাড়া
আজো কি জাগেনি দেশে ? আজ গৃহছাড়া
লক্ষ লক্ষ নরনারী যাহাদের তরে
আহত লাঞ্ছিত বন্দী,—তা'রা অকাতরে
সমস্ত ভুলিয়া আছে ? একি সত্য কথা ?
বিদেশীর অমানুষ শোষণের প্রথা
আজিও কি অব্যাহত ? পথের দু'ধারে
বিপণি শোভিত আজো ষোড়শোপচারে
বিলাসের ! কাহারো কি নাহি কোনো দায় ?
কিছুই কর্ত্তব্য নাই ? ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়
কোটি কোটি নরনারী রসাতল পানে ;
নির্ম্মম নিয়তি হাসি তীব্রকশা হানে
ঊর্দ্ধে বসি ; রুধিবারে সে ধ্বংশের গতি
যাহারা দাঁড়ায়েছিল, উচ্চ কণ্ঠে অতি
যাহারা ঘোষিয়াছিল সহজ সাহসে
"আমাদের ভাগ্য র'বে আমাদের বশে"
আজ তা'রা জনতার দৃষ্টি অন্তরালে
শত্রু-কারাগারে। তাই দুষি দগ্ধভালে
ঘুমাবে বিপুল দেশ পুনর্ব্বার আজ ?
মুষ্টিমেয় মানুষের অসমাপ্ত কাজ
সত্য কি হ'বেনা সাঙ্গ শুধু লোকাভাবে
বত্রিশ কোটির দেশে ? এ সংবাদ যা'বে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রান্তে

ধরণীর প্রান্তে ! ইতিহাস ভরে'
ভারতের এ কলঙ্ক অক্ষয় অক্ষরে
র'বে লেখা ! আর হেথা অদৃষ্টেরে দুষি
আপন শোণিতমূল্যে সর্ব্বনাশে পুষি
আমরা নিশ্চিন্ত র'ব সব জেনে শুনে !
লক্ষ লক্ষ অন্তরের হোমের আগুনে
'ভয়-মেধ' হ'ল সুরু কাল যজ্ঞশালে ;
সে যজ্ঞ কি হ'বে পণ্ড এমনি অকালে
আহুতি অভাবে শুধু ? কৃপণের দল
দুর্ল্লভ পরশমণি কিনিতে বিকল
ক্ষুদ্র কপর্দ্দক দিয়া ? আপনার ক্ষতি
বুঝিয়া যে বুঝিবেনা—তা'র অধোগতি
রুধিবারে কেহ নাই ?

প্রতি পদে পদে
অপমানে অনশনে বন্ধনে বিপদে
নিশ্চেষ্ট মনব-আত্মা লুটায় জঞ্জালে।
দেশজোড়া সুবিপুল মহা-বন্দীশালে
দুর্ভাগা দরিদ্র ভীরু আজো সসম্ভ্রমে
অত্যাচারে পথ ছাড়ে অসত্যেতে নমে
মৃত্যুপথ-যাত্রীদের নিশ্চিন্ত বিলাসে
আজো ভরা লোকালয়। উচ্চ পরিহাসে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

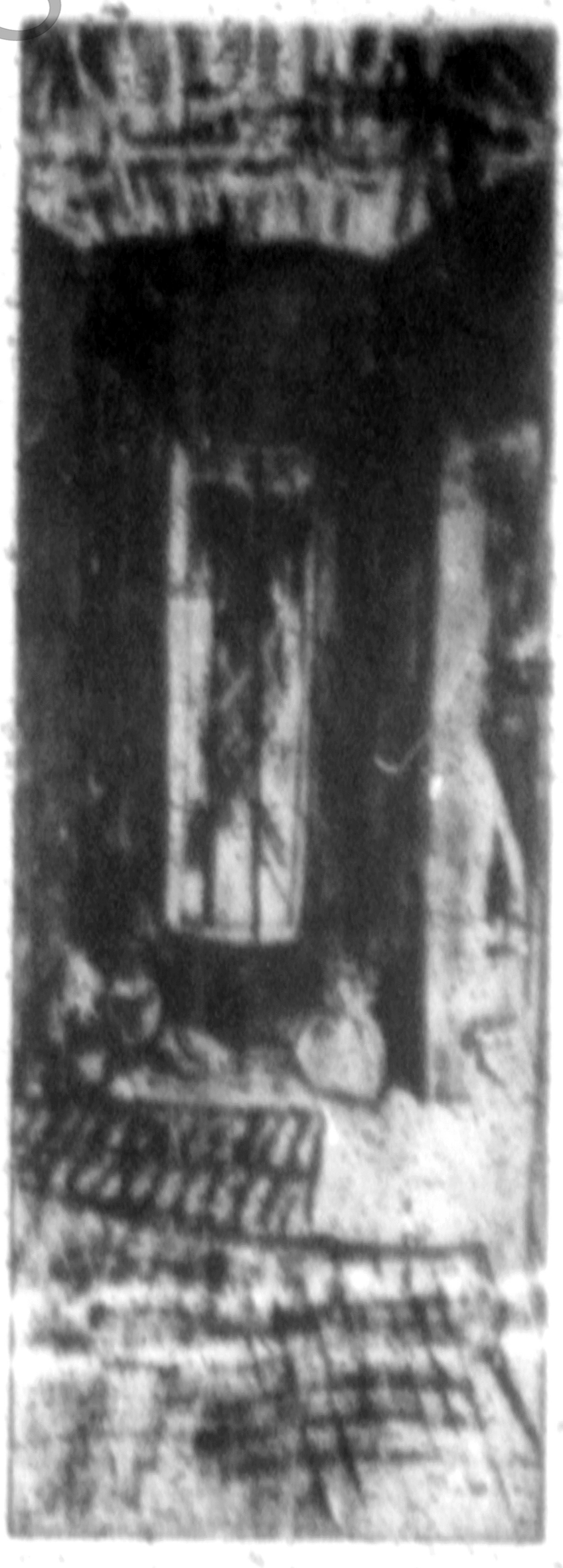
রিক্ত আত্ম-অবিশ্বাসী বিদ্বেষ-মলিন
বিপন্ন তুলিতে চায় আসন্ন দুর্দ্দিন
আপনার। লৌহদ্বার ক্ষুদ্র কারাগারে
যে সংসার করেছিল উন্মনা আমারে
এই কি স্বরূপ তা'র ? এরি চিন্তা মোর
একদা একান্তবাস করেছে কঠোর ?
এরি সাথে তুলনায় বন্দীর ক্ষুদ্রতা
কারাসঙ্গীদের যত অনাচারে ব্যথা
দ্বিগুণ বেজেছে বুকে ? এই সে, সে এই ?
শুধু যার আত্ম-সুখ ছাড়া চিন্তা যা'র নেই ?
শুধু দেহ, শুধু সজ্জা, শুধু হাসি খেলা—
দিনাগত পাপক্ষয় কেবল ছুবেলা
কোনোক্রমে ! বৃহতেরে ক্ষুদ্র করি দেখি
ক্ষুদ্রেরে বৃহৎ বলা,—খাঁটি আর মেকী
সব কিছু অবিশ্বাসে হাসিয়া উড়ানো,
স্বার্থলাগি মনুষ্যত্ব দুপায়ে গুঁড়ানো,—
এই কি স্বরূপ তা'র ? যদি তাই হয়
তবে নয়—এ আমার কাম্য কভু নয়।
ইহারে চাহিনা আমি,—বুঝিনা ইহার
কোনো কথা। এর সাথে কি যোগ আমার ?
মুক্তবায়ু—মুক্ত-লোক—মুক্ত বসুন্ধরা
আর শান্তি দিতে নারে। মুক্তির পসরা

দেখে গেছি রাজপথে বিদায়ের সাঁঝে,
কে জানিত সে পসরা আজ এরি মাঝে
মানুষ অবজ্ঞাভরে ফেলেছে ধূলায় ?
কে আমারে শান্তি দিবে ? যে মোরে ভুলায়
ক্ষুদ্র স্নেহে ক্ষুদ্র প্রেমে,--ক্ষুদ্রতার বাঁধ
আমার চৌদিকে তুলি দিতে যা'র সাধ
তা'র কাছে সত্য নহে মুক্তির পিপাসা ;
তা' হ'লে কিসের লাগি মোর ছুটে আসা
আজি এ সংসার প্রান্তে ? কি লাভের লোভে ?
এই মুক্তি ? এ মুক্তির প্রহসনে শোভে
আজিও আনন্দ হায়, আজো শোভে হাসি ?
আজ পুনঃ নিজমনে নিজেরে জিজ্ঞাসি--

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



ভিতর ও বাহির



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রান্তে

ধরণীর প্রান্তে ! ইতিহাস ভরে'
ভারতের এ কলঙ্ক অক্ষয় অক্ষরে
র'বে লেখা ! আর হেথা অদৃষ্টেরে তুষি
আপন শোণিতমূল্যে সর্ব্বনাশে পুষি
আমরা নিশ্চিন্ত র'ব সব জেনে শুনে !
লক্ষ লক্ষ অন্তরেব হোমের আগুনে
'ভয়-মেধ' হ'ল সুরু কাল যজ্ঞশালে ;
সে যজ্ঞ কি হ'বে পণ্ড এমনি অকালে
আহুতি অভাবে শুধু ? কৃপণের দল
দুর্ল্লভ পরশমণি কিনিতে বিকল
ক্ষুদ্র কপর্দ্দক দিয়া ? আপনার ক্ষতি
বুঝিয়া যে বুঝিবেনা—তা'র অধোগতি
রুধিবারে কেহ নাই ?

প্রতি পদে পদে

অপমানে অনশনে বন্ধনে বিপদে
নিশ্চেষ্ট মনব-আত্মা লুটায় জঞ্জালে।
দেশজোড়া সুবিপুল মহা-বন্দীশালে
দুর্ভাগা দরিদ্র ভীরু আজো সসম্ভ্রমে
অত্যাচারে পথ ছাড়ে অসত্যেতে নমে
মৃত্যুপথ-যাত্রীদের নিশ্চিন্ত বিলাসে
আজো ভরা সোকালয়। উচ্চ পরিহাসে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রিক্ত আত্ম-অবিশ্বাসী বিদ্বেষ-মলিন
বিপন্ন তুলিতে চায় আসন্ন দুর্দ্দিন
আপনার। লৌহদ্বার ক্ষুদ্র কারাগারে
যে সংসার করেছিল উন্মনা আমারে
এই কি স্বরূপ তা'র? এরি চিন্তা মোর
একদা একান্তবাস করেছে কঠোর?
এরি সাথে তুলনায় বন্দীর ক্ষুদ্রতা
কারাসঙ্গীদের যত অনাচারে ব্যথা
দ্বিগুণ বেজেছে বুকে? এই সে, সে এই?
শুধু আত্ম-সুখ ছাড়া চিন্তা যা'র নেই?
শুধু দেহ, শুধু সজ্জা, শুধু হাসি খেলা—
দিনাগত পাপক্ষয় কেবল দুবেলা
কোনোক্রমে? বৃহতেরে ক্ষুদ্র করি দেখি
ক্ষুদ্রেরে বৃহৎ বলা,—খাঁটি আর মেকী
সব কিছু অবিশ্বাসে হাসিয়া উড়ানো,
স্বার্থলাগি মনুষ্যত্ব দুপায়ে গুঁড়ানো,—
এই কি স্বরূপ তা'র? যদি তাই হয়
তবে নয়—এ আমার কাম্য কভু নয়।
ইহারে চাহিনা আমি,—বুঝিনা ইহার
কোনো কথা। এর সাথে কি যোগ আমার?
মুক্তবায়ু—মুক্ত-লোক—মুক্ত বসুন্ধরা
আর শান্তি দিতে নারে। মুক্তির পসরা

দেখে গেছি রাজপথে বিদায়ের সাঁঝে,
কে জানিত সে পসরা আজ এরি মাঝে
মানুষ অবজ্ঞাভরে ফেলেছে ধূলায় ?
কে আমারে শান্তি দিবে ? যে মোরে ভুলায়
ক্ষুদ্র স্নেহে ক্ষুদ্র প্রেমে,--ক্ষুদ্রতার বাঁধ
আমার চৌদিকে তুলি দিতে যা'র সাধ
তা'র কাছে সত্য নহে মুক্তির পিপাসা ;
তা' হ'লে কিসের লাগি মোর ছুটে আসা
আজি এ সংসার প্রান্তে ? কি লাভের লোভে ?
এই মুক্তি ? এ মুক্তির প্রহসনে শোভে
আজিও আনন্দ হায়, আজো শোভে হাসি ?
আজ পুনঃ মিজমাঝে নিজেরে জিজ্ঞাসি --
এর চেয়ে কিসে মন্দ অন্ধ কারাগার ?
ত্যাগের মহিমাপূত রুদ্ধ কক্ষে যা'র
সহস্র সহস্র আজ মানুষের মন
উজ্জ্বল মুক্তির ধ্যানে রত অনুক্ষণ ?
সমাজের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা স্তূপে
নিয়তি মুক্তির ভিত্তি রচে চুপে চুপে ;
একান্তে তপস্যা চলে ; যজ্ঞের সৌরভ
ধরণী পবিত্র করে ; জাতির গৌরব
শত শত মহাপ্রাণ আজো আছে জাগি
যেথা বিশ্বমানবের কল্যাণের লাগি ;

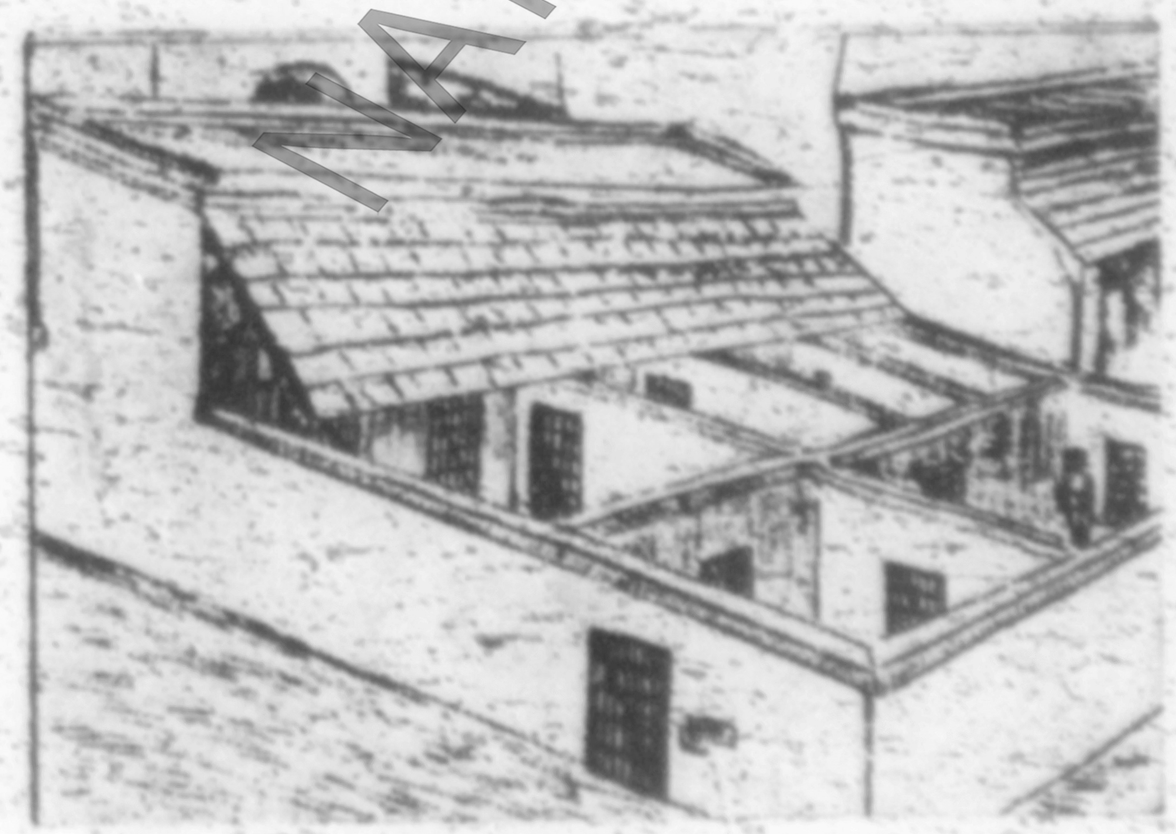


কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রহরী

ভিতর ও বাহির



শিবির ক্রোলবেড়িয়া



ফাঁসির ঘর



শিশু-সত্যাগ্রহী

ARCHIVES NATIONAL

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



স্বেচ্ছায় বরিয়া দুঃখ, বরি অসম্মান
বীর যেথা তিলে তিলে করে আত্মদান
সে এই পথের চেয়ে শতগুণে ভালো ;
যে কারার রুদ্ধকক্ষ আমারে দেখালো
দেহে মনে মুক্তি যজ্ঞ জীবনে প্রথম
কোনো মহাতীর্থ হ'তে নহে তাহা কম
আজি মোর কাছে, তা'র সেই লৌহদ্বার
সে প্রাচীর নিত্য র'বে অন্তরে আমার
পূজার আসন ল'য়ে।

কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে,—
বন্দীশালা—বন্দী আজ বসি লোকালয়ে
তোমারে বন্দনা করে। বন্ধনের বুকে
তুমি ধরিয়াছ মোর চক্ষের সম্মুখে
উদার মুক্তির চিত্র ; বন্ধনের ব্যথা
করেছ নিবিড়তর। এই নির্ম্মমতা
বাহিরের তাই বুঝি এত দেয় পীড়া।
পণ্যশালে দেবতার অর্ঘ্য ল'য়ে ক্রীড়া
তাই নাহি সহে আর। সুখস্বপ্নে যাপি
দীর্ঘ রাত্রি—জাগিয়াছি। দীর্ঘশ্বাস চাপি
মোরে হাসিতেই হ'বে সহস্রের সাথে
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর হাসি আজি এ প্রভাতে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কেহ করিবে না ক্ষমা ত্রুটি যদি ঘটে
কোনো অনুষ্ঠানে আজ। এ মহাসঙ্কটে
কে মোরে করিবে পার ? ভরাহাটে থাকি
দূরের পথিক এক নিঃসঙ্গ একাকী
উপবাসী ; সাধ্য নাই কিছু কিনিবার
হয়তো বা ; হয়তো বা রুচি নাই তার
কোনো কিছুতেই। এর মীমাংসা কে করে ?
কে তা'রে দেখায়ে পথ ল'য়ে যায় ঘরে ?

১৭ই অগ্রহায়ণ
কলিকাতা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রতীক্ষা

মোরা পথ চেয়ে র'ব ;
ফিরিয়া যা'বে না গভীর নিশীথে দূত যদি আসে তব।
যে মালা নিলে না গোধূলি আলোকে শুখাইয়া হ'ল বাসি
শেষ রজনীর শেষ মূহূর্ত্তে যদি চাহ তাহা আসি
তা'রি প্রতীক্ষা করিয়া রহিব নিদ্রাবিহীন রাতে ;
যদি নাই আসো, নূতন অর্ঘ্য রচিব সুপ্রভাতে।
ফাঁকি দিয়ে তুমি ক'দিন থাকিবে—ওগো নিষ্ঠুর মিতা ?
মানুষের পূজা ব্যর্থ হ'বে না—আজিও কি বোঝোনি তা' ?

উৎসবক্ষণ কেটেছে কখন, রজনী কাটিতে চলে ;
মেলার জনতা ক্ষীণ হ'য়ে আসে পূজা-প্রাঙ্গন তলে।
বোধনের বাঁশি কেঁদে কেঁদে থামে দেবতার নাহি দেখা ;
দুয়ারে আমরা জন দুই চারি—দেউলে পূজারী একা।
আজো কি তোমার টলেনি আসন আর্ত্তের হাহাকারে ?
শোনিতে লিখিত লাল চিঠিখানি পৌঁছেনি তব দ্বারে ?
আজো কি রয়েছ ফিরাইয়া মুখ ? অতীতের খাতা খুঁজি
অভাগা দেশের দেনার অঙ্ক আজিও দেখিছ বুঝি ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

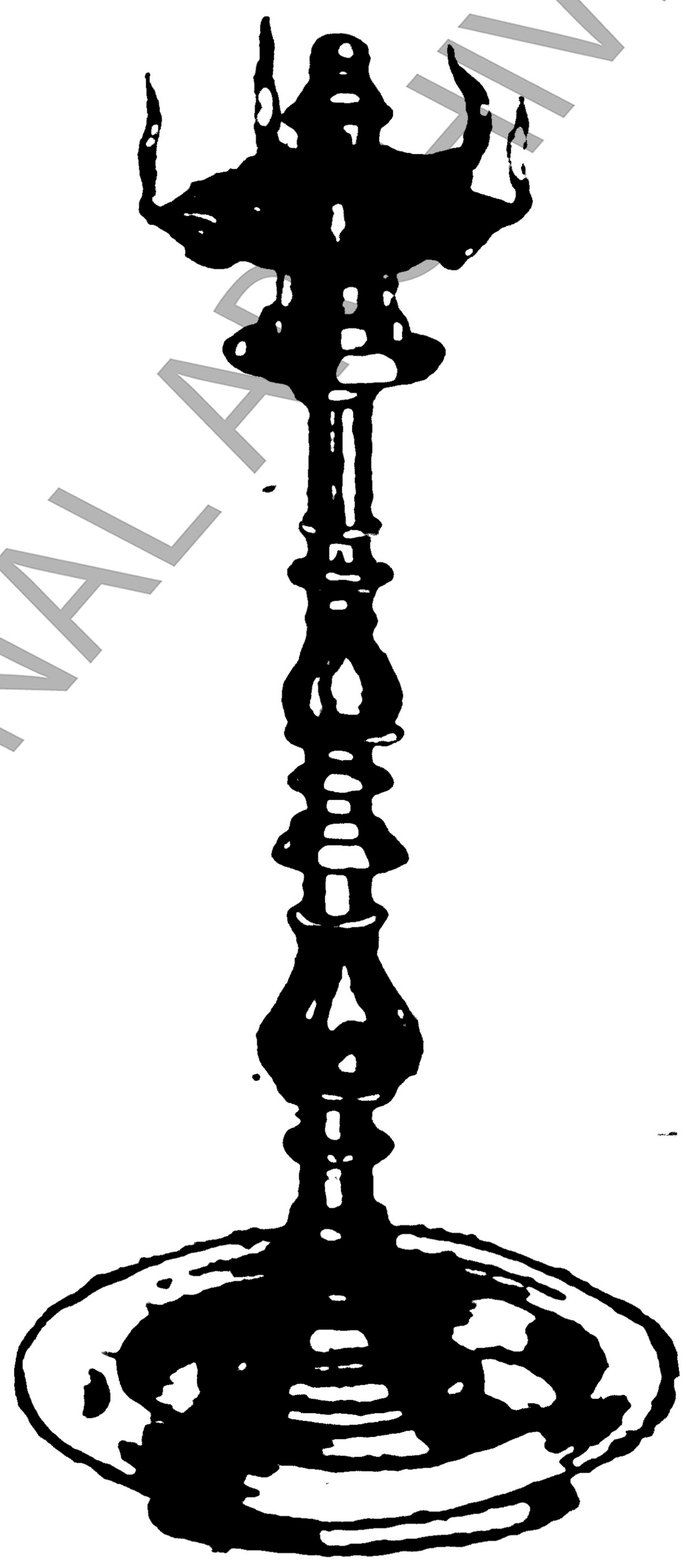
তাই আসিবার নাহি উদ্যোগ, তাই আজো ব্যবধান ?
তবু কি আমরা সব জেনে শুনে পাঠায়েছি আহ্বান।
সুখ সভ্যতা মান সম্পদ যাহা আছে বেচে কিনে
পুরানো হিসাব মিটাইয়া লও নূতন খাতার দিনে।
শুধু হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়াও—শুধু কহ কিবা চাহি।
রিক্ত করিয়া আশীষিয়া যাও অন্য বাসনা নাহি।

জানি জমিয়াছে পাপের পাহাড় দিনে দিনে তিলে তিলে ;
নিমিষে সে যা'বে ছাই হ'য়ে তুমি আঁখি তুলে নিরখিলে।
তুমি প্রসন্ন আঁখি মেলে চাও বাধার তুহিনরাশি
নিমেষে গলিবে,—শ্যামল শস্যে ধরণী উঠিবে হাসি।
মানুষেরে চিরমুক্ত করিতে অকল্যাণের পাশে
মুক্তি স্নানের দাও অনুমতি চরম সর্ব্বনাশে।
সব গ্লানি যাক নিঃশেষে ধুয়ে বেদনার বর্ষাতে ;
শরৎ জাগায়ো দেবতা তোমার পুণ্য-চরণপাতে।
আজিকার মালা শুখালো শুখাক,—নিভিল নিভুক বাতি ;
আসিবার বেলা যায়নি,—সমুখে বহুদিন, বহুরাতি ;
মুছে যায় যদি আলিপনা দ্বারে,—ধূপদানী হয় খালি,—
নূতন করিয়া রচি আলপনা নব ধূপ দিব জ্বালি।
গোধূলি হইতে প্রভাত অবধি,—প্রভাত হইতে নিশা,—
কান পেতে পথে বসিয়া রহিব বুকভরা ল'য়ে তৃষা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভেঙ্গে যাবে মেলা—সঙ্গীরা সবে ঘুমায়ে পড়িবে যবে—
বিজনে জাগিব স্তব্ধ প্রহর শ্মশান-শিবার রবে।
উষাতে না আসো সন্ধ্যায় এসো,—তা'ও যদি নাহি পারো
নিশি দু'প্রহরে এসো হে বন্ধু,—আয়োজন র'বে তারো।
নিরাশা-আঁধারে আশা-দীপ জ্বালি—পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
রুদ্র-তোমার দক্ষিণমুখ রহিনু প্রতীক্ষিয়া।

১৭ই অগ্রহায়ণ
কলিকাতা



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সোজা কথা

পথিকের দাবী পথ যবে নাহি মানে
কিসের পথিক যদি না মানাতে জানে ?
রে ভীরু পান্থ, মিছে তোর আক্রোশ এ।
না ফুরায় পথ শুধু কি পথেরি দোষে ?

অতীতের ক্ষুধা মিটিয়া না যদি মেটে
বর্ত্তমানের দুই চারি কণা বেঁটে—
রে কৃপণ, তবে আগে করি তোর পুঁজি
নিঃশেষে দান—বাহিরে ফিরিস্ খুঁজি।

২রা পৌষ
কোলবেড়িয়া

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কঠিন প্রণয়

যা'র সেবা লাগি হ'লি বৈরাগী সেই করে অপমান ?
বড় নিষ্ঠুরে ভালোবেসেছিস,—এই তা'র প্রতিদান।
কুকথায় আজো মনে লাগে ব্যথা ? আকুল মিনতি ঠেলি
গৃহবাসী গৃহে আগুন দিতেছে ?—কেঁদে তাই ফিরে এলি ?
ঘাটে এসে তরী ডোবে বারেবার,—তাই মাঝদরিয়াতে
হাল ছেড়ে তুই বসিয়া রহিবি ? কোনো ফল হ'বে তা'তে ?
লাখো পরাজয়ে যে জয়মাল্য গাঁথিতে বসিলি সবে
গোটা দুই তা'র না হইতে গাঁথা—ফেলে উঠে যাবি তবে ?
পরাজয়-মণি বিধিবি যে—কোথা বজ্র-কঠোর মন ?
কঠিনের সাথে করিবি প্রণয়—কই তা'র আয়োজন
সুধা কোথা পাবি না ডুবিলে আজ বিষের সাগরতলে ?
নিষ্ঠুর তোরে ভালোবাসিয়াছে, আর কোমলতা চলে ?

৫ই পৌষ

তোজের হাট

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কবি

কবি—সে কি শুধু কথা ক'বে ?
শুধু নিজ গৃহকোণে র'বে ?
শুধু বসি বাতায়নে দক্ষিণের সমীরণে
আপনারে পূর্ণ করি ল'বে ?
সে কি শুধু এ সংসারে উৎসবের উপচারে—
দুর্দ্দিনের হাহাকারে নহে ?
বহ্নিদাহে গৃহজন যবে করে প্রাণপণ—
সে তখনো শুধু কথা কহে ?
তরণী ডুবিছে ঝড়ে যাত্রীদল সমস্বরে
জুড়িয়াছে ব্যাকুল ক্রন্দন ;
তীরে সমাহিত-চিতে দেবগৃহ-দেহলীতে
তখনো সে দিবে আলিম্পন ?
ধরণীর মর্ম্মতলে যেথা চলে রৌদ্রে জলে
মানুষের অভিষেক স্নান—
বন্ধুর বাস্তব-লোক,—চারিদিকে দুঃখশোক,—
সেথা কি কবির নাহি স্থান ?
আঘাত লাঞ্ছনা ব্যথা মানুষে শিখায় যথা—
মহত্ত্বের উত্তরাধিকার

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সেথা নাহি পশে সে কি ? শুধু দূর হ'তে দেখি
নিজ মনে স্বপ্ন রচে তার ?
শুধু বাঁশী শুধু গান ? রাত্রিদিন অফুরান
আপনার হাসি অশ্রু ল'য়ে
কল্পনার বিলাসেতে কল্পলোকে রহে মেতে
নির্ব্বিকার বিপ্লবে বিগ্রহে ?
ভাণ্ডার উঠিলে ছেপে টিপে টিপে মেপে মেপে
ভক্তদলে প্রসাদ বিলায় ?
আনন্দের সাধনায় ভীরু তপস্বীর প্রায়
বিজনে জীবন যাপি যায় ?
মুমূর্ষুরে শুধু দূর হ'তে
দেয় আশা নাহি নামে স্রোতে ?

কবি—সেকি এমনি পাষাণ ?
বাস্তবেতে নাহি তা'র স্থান ?
সে এই বিশ্বের মাঝে লাগিবে না কোনো কাজে
একান্তে গাহিবে শুধু গান ?
নিত্যকাল সগৌরবে সে কেবলি পূজা ল'বে
নিষ্ঠুর অমরাবতীসম ?
জনতার যোগ ছেদি দাঁড়াইবে অভ্রভেদী
আপনার মহত্ত্বে নির্ম্মম ?

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

শুধু তা'র কাব্যে তবে তাহার বিচার হ'বে—
মনুষ্যত্ব আসিবে না কাজে ?
তা'র সর্ব্ব অক্ষমতা হ'বে সে গর্ব্বের কথা
কর্ম্মক্লান্ত মানবসমাজে ?
সংসার ক্ষমুক তারে,—সে কেমনে আপনারে
ক্ষমিবে অন্তরে আপনার ?
কত শক্তি ছিল দেহে,—কত বিত্ত ছিল গেহে,—
কেমনে হিসাব দিবে তা'র ?
যুগান্তের ভেরীরবে আহ্বান আসিবে যবে,—
সর্ব্বনাশ চোখাচোখি চা'বে ?
ফেলে রেখে গৃহকোণ ছুটে যা'বে ভাই বোন,—
সে তখন কি গান শুনা'বে ?
অভিমানে আপনায় সে যদি লুকাতে চায়
সেদিনো সবার অন্তরালে,—
সেদিনো উদাত্ত স্বরে সে যদি আরতি করে—
অগ্নিশিখা কে দিবে মশালে ?
কে শুনা'বে মহাগান,—দিয়া কণ্ঠ দিয়া প্রাণ
অত্যাচারে কে করিবে রোধ ?
কে তরী বাহিবে ঝড়ে,—মরিয়া বাঁচাবে জড়ে,—
কবি হ'লে সুশীল সুবোধ ?
তা'র গান- তা'র বাণী শাশ্বত সে বিত্ত মানি,—
শ্রেষ্ঠদান সেই তা'র কাছে

জানি, তবু চিত্ত কহে সেই তা'র সব নহে,—
তাহারো অধিক-কিছু আছে।
আর্ত্ত ক্ষুব্ধ এ ধরায় যে দান সে দিতে চায়
দিতে হবে তাহার দক্ষিণা
নিজেরে নিঃশেষ করি—সঙ্গীতের সঙ্গে ধরি,—
সব ব্যর্থ হ'বে তাহা বিনা।
ধরা যদি নাই পড়ে ফাঁকি
দেনা তবু র'য়ে যা'বে বাকী।

মনুষ্যত্ব দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
পূজা-অর্ঘ্য দিতে হ'বে তা'রে,
মহিমায় সমুন্নত—এসেছে রাজার মত—
আসে নাই ভিক্ষা চাহিবারে!
রে কৃপণ, ভয়ে ভয়ে—কি পূজা আসিলি ল'য়ে?
ছন্দে গাঁথা কবিতার হার?
ভাঙা চোরা জোড়া তালি কথার গাঁথুনি খালি!
ওর কাছে কি দাম উহার?
বুঝিলি না মূঢ় ওরে—ও চায় সম্পূর্ণ তোরে,
একেবারে লুঠে নিতে চায়—
তোর সর্ব্ব দেহমন—সর্ব্ব জ্ঞান সর্ব্ব পণ—
জীবনের সর্ব্ব কবিতায়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যে তোর কাব্যের পিছে সত্য হ'য়ে না জাগিছে
পরিপূর্ণ মানুষের দাবী
থাক্ তা' তোলা থাক্,—রাখ্ তা' লুকায় রাখ্
সঙ্গোপনে ঘরে দিয়া চাবি !
আগে ত মানুষ হ'রে—কবি হোস্ তা'র পরে—
না হ'লেও দুঃখ কিছু নাই ;
কাহার পদাঙ্করেখা কতদিন ক'র'বে লেখা
কল্পলোকে কে বলিবে ভাই ?
আপন জীবনটারে তুই শুধু করে যারে—
একখানি কাব্য মনোহর।
কে তা' বোঝে কে না বোঝে কাজ কি তাহার খোঁজে ?
নিজে হ'বি সার্থক সুন্দর।
সত্য ব'লে যা জানিবি নির্ভয়ে বরিয়া নিবি
যত হোক কর্কশ কঠোর ;
কিছু ফিরে চাহিবি না ; দীপকে বাজিবে বীণা
প্রতি পদে প্রতি কাজে তোর।
অনাহত সে সঙ্গীতে যদি কভু কারো চিতে
এতটুকু নাহি জাগে সাড়া,—
শুধু জলবিম্ব প্রায় নিঃশেষে মিলায়ে যায়—
ক্ষতি নাই তাহে লাভ ছাড়া,
ছবি তা'র কোনোখানে না রহে কাহারো প্রাণে,—
মূল্য যদি কিছু নাহি থাকে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

তবে শুধু ছন্দে ধরি—কখানা কাগজে ভরি
কদিন বাঁচাবি তুই তা'কে ?
দু'টো কথা পুঁথির পাতায়
না বাড়িলে কিবা আসে যায় ?

৭ই পৌষ
শান্তিনিকেতন



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দিন-লিপ

দারুণ রোদে ফাটিছে চারিধার,—
আগুন ছুটে দ্বিপ্রহর বায় ;
মাঠের পরে হ'য়েছি মাঠ পার,—
চরণ আর চলিতে নাহি চায়।
পিঠের ঝোলা দ্বিগুন হ'ল ভারী,—
জ্বলিছে দেহ,—জ্বলিয়া গেল মাথা।
তৃষ্ণা আর সহিতে নাহি পারি ;—
কোথায় জল ? হায়রে ছায়া কোথা ?
দিগন্তরে গরুর গাড়ীগুলা—
যেথায় পথে উড়ায়ে চলে ধূলা
উহারো পিছে দু'ক্রোশ দখিনেতে
শিখরপুরে মোদের হ'বে যেতে।

ভেবেনো কেহ পশিয়া সেই গাঁয়ে
নিরুদ্বেগে নিভৃতে বেলাবেলি
দণ্ড দুই শীতল তরুছায়ে
পড়িয়া র'ব অবশ দেহ মেলি !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দ্বিপ্রহরে সেথায় কোনো ঘরে
মোদের তরে নাহিক দ্বার খোলা ;
শয্যা পাতা নাহিক কা'রো তরে—
কলসে নাহি শীতল জল তোলা ;
অন্ন ল'য়ে বসিয়া নাই কেহ—
চাহিয়া পথ শঙ্কাকুলচিতে ,
সময় নাই জুড়ায়ে নিতে দেহ—
ডুবিয়া কোনো শীতল সরসীতে ।
তপ্ত মাথা ফাটিয়া যায় যা'বে,—
তৃষার বারি না মিলে—ক্ষতি নাই ।
মোদের হাত নাহিক' লাভালাভে—
সময়ে 'হাটে' হাজির হওয়া চাই ।
আলের পথে এমনি তাড়াতাড়ি—
ক্রোশেক পথ চলিলে গ্রাম ছাড়ি
আকাশে বেলা থাকিতে ধ্বজি পাঁচ *
'পোলের হাটে' উঠিব করি আচ ।

তৎক্ষণে দু'পাশে চালাঘরে—
কেনা ও বেচা হইবে সুরু সবে ;

---

* গ্রাম্য হিসাব ; সূর্য্য চক্রবাল হইতে পাঁচ ধ্বজি (নৌকার লগি) পরিমাণ উর্দ্ধে থাকিতে, অর্থাৎ বেলা প্রায় তিনটার সময় ।

মোদের হেরি কৌতূহলভরে—
কত না জনে কত না কথা ক'বে।
কেহ বা হাসি বিদ্রূপের হাসি—
ব্যঙ্গ করি পুছিবে পরিচয় ;
সহানুভূতি জানাবে কেহ আসি—
কেহ বা আসি দেখাবে শুধু ভয়!
ক্রমে ক্রমে জমিয়া যা'বে হাট—
তর্ক ক্রমে বাধিবে চারিভিতে ;
'মাটির দরে বিকায় দেশে পাট—
সর্ব্বনাশ ঘটালে স্বদেশীতে।'
মোদের হেরি কেহবা রোষে জ্বলি—
বলিবে "যত লক্ষ্মীছাড়াগুলা,
ঘরেতে কারো জোটেনা ভাত বলি—
মোদের চোখে এসেছে দিতে ধূলা"।
কাহারো শুধু উথলি যাবে শোক,—
কাহারো গলা চড়িবে সপ্তমে ;
দাঁড়াবে ঘিরি পাকায়ে সবে চোখ,—
গালির ঝড় বহিবে পূরাদমে
"কি দেয় টাকা 'মিলের' মালিকেরা—"
কেহ বা আসি করিবে হাসি জেরা ;
উপায় হীন দীনের কাতরতা—
ব্যর্থ রোষে মোদের দিবে ব্যথা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দোকানদার বিলাতী কাপড়ের
শুষ্কমুখে বসিবে বোঝা রাখি ;
পড়িলে খোঁজ 'লাট্টু, পাথরের' *
ফিরাবে ক্রেতা টিপিয়া শুধু আঁখি।
সময় চা'বে কেহ বা সকাতরে—
"বেচিয়া ল'ব এবারকার মত।"
তাড়া'তে চা'বে কেহ বা ঘাড়ে ধরে'—
দগ্ধমুখ অকর্ম্মারে যত।
চলিয়া যেতে বলিবে কেহ রুষি,
সহরে যেতে বিধান দিবে কেহ ;
ক্রেতার দল যেমন যা'র খুশী
পাড়িবে গালি পরম উপাদেয়।
চরণাঘাতে ফেলিয়া ভূমিতলে
কেহ বা যা'বে—চাহিবেনাকো ফিরে ;
টানিয়া ল'বে গামছা দিয়া গলে
কেহ বা লাঠি বসায়ে দিবে শিরে।
আড়াইসেরী মাপের 'বাটখারা'
তুলিয়া কেহ মারিতে চা'বে উঠে ;
চীৎকারেতে মাথায় করি পাড়া
পুলিসে কেহ ডাকিতে যাবে ছুটে ;

---

* বিলাতী কাপড়ের মার্কা।

কেহ বা নানা তর্ক করি শেষে
শূন্য হাতে ফিরিবে হাট ছাড়ি,
পয়সা জমা রাখিয়া যা'বে হেসে,
আপনি মাল উঠিবে তা'র বাড়ী।
মাতাল ভাই মদের দোকানেতে
বুকের পরে হাঁটিবে মদ খেতে ;
আপন ভাঙা-পাঁজরে তা'র ঋণ
সত্যাগ্রহী শুধিবে সারাদিন।

এমনি করে' রাত্রি হ'বে ক্রমে,
জ্বলিবে দীপ দু'পাশে চালাঘরে।
গাছের তলে জনতা যা'বে কমে,'
ভাঙ্গিবে 'হাট' তাহারো কিছু পরে।
দোকানপাট উঠিবে একে একে,
অন্ধকারে চলিবে লুকোচুরি :
উঠিব কেহ পথের ধূলা থেকে,
সন্ধানেতে বেড়াব কেহ ঘুরি।
সহস্রের ধরিয়া হাতে পায়ে
তর্ক করি সহস্রের সনে
ফিরিব শেষে আমরা দূর গাঁয়ে
নির্য্যাতিত ক্লান্ত দেহ মনে।

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

অঙ্গ যবে অবশ হ'য়ে আসে
পথের পরে লুটাতে চাহে পড়ি,
তখনো গান ধরিব অনায়াসে,
চলিব মোরা মাঠের পথ ধরি।
ফিরিতে রাত দ্বিপ্রহর হ'বে,
হয়তো শেষে কুটিরপ্রাশে গিয়া
খবর পা'ব সঙ্গীগণ সবে
বন্দী করে' পুলিসে গেছে নিয়া ;
ভাতের হাঁড়ি পড়িয়া আছে ভাঙা ;
চালের বোরা পুষ্করিণী জলে ;
শিবির ঘিরি অগ্নিশিখা রাঙা
কৃষ্ণারাতি উজলিয়া জ্বলে।

১১ই পৌষ
সপ্তগ্রাম শিবির

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

'রেবা-রোধসি বেতস-তরুতলে'

সেই শান্ত গ্রামপথ বেণুবনচ্ছায়ে ;
স্নিগ্ধ ম্লান তন্দ্রাতুর সেই পল্লীছবি ;
মর্ম্মরিত তালবীথি সেই সন্ধ্যাবায়ে ;
সেই দিগন্তের প্রান্তে দিনান্তের রবি ;
সেই তরুকুঞ্জে ঘেরা বিশালপ্রান্তর ;
সেই তন্দ্রাহীন চন্দ্র ঊর্দ্ধে আছে জাগি ;
তবু রিক্ততায় কাঁদে আকুল অন্তর ;
গুটিকত মানুষের অদর্শন লাগি।
যা' কিছু লাগিত ভালো তাহাদের সাথে,—
যাহা কিছু রম্য ছিল—যা'কিছু প্রার্থিত—
আজ কেন যেন আর তৃপ্তি নাহি তা'তে ;
আজ সবি প্রাণহীন—সবি পর্য্যুষিত।

গুটিকত নরনারী আত্মার আত্মীয়
ধরণীরে করে কাম্য,—করে বরণীয়।
তাহারা থাকিলে কাছে পূজা দি'ছি যা'র
তা'দের অভাবে তাই ব্যর্থ গুরুভার।

পৌষ পূর্ণিমা
কোলবেড়িয়া

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL

ভ্রান্তি-স্বীকার

বারে বারে মোর ভুল হ'য়ে যায়,—হে কবি, যে নব গীতা
যে 'মহাভারত' হতেছে রচিত—তুমি তা'র রচয়িতা।
ঘোর মত ঘন কৃষ্ণ মসীরো মাঝে
তোমার লেখনী রত আজ তব কাজে ;
যে উদার শ্লোকে আজি লোকে লোকে জেগেছে জীবন নব,—
হে মহাতাপস,—সে মহাকাব্য সকলি রচনা তব।

বারে বারে আমি ভুলে যাই প্রভু—নেমেছি তোমারি কাজে।
শিরে গুরুভার স্নেহ এ তোমার—বুঝেও তা' বুঝিনা যে।
ভুলে যাই তুমি সদা আছ সাথে মম—
অনিমেষ-আঁখি ওগো অন্তরতম ;
আমারে হেরিলে শ্রান্ত শিথিল নিজে তুমি ল'বে তুলে
আপনার বোঝা,—জানি তাহা, তবু বারে বারে যাই ভুলে!

তব ইচ্ছায় ঘটিল যেথায় যত ত্রুটি যত ক্ষতি
আমি তাই নিয়ে নিদ্রাবিহীন ভেবে মরি মূঢ়মতি!
মোর পথ ছেড়ে যদি কেহ থাকে সরি
রোষে অভিমানে অন্তর যায় ভরি ;
ব্যর্থতা হেরি তব 'পরে মনে বিদ্রোহ উঠে জাগি।
আমার সাধনা ভুলে যাই সে যে তোমারি সিদ্ধি লাগি।

বারে বারে শুধু ভুল করি তাই বারে বারে মজি মোহে ;
'বিশ্বদেবের' পূজা আমাদের স্বদেশের বিগ্রহে !'
জানি হবে জয়,—এ তাপের বৈভব
প্রাণের দৈন্য ঘুচিবে নিখিল ভাবে ;
মোর দেবতার অভয় মন্ত্রে শান্তি লভিবে ধরা।
সমুখের কাজ না সারিয়া আজ তবু লোভে করি ত্বরা।

প্রাণপণে জ্বলে' যায় যাক্ গলে' লক্ষ পূজার বাতি,
না ঘুচে আঁধার—শোভাময় হ'বে তবু তো তিমির-রাতি !
বুঝায়েছ যাহা সম্বল শুধু তাই :—
তোমার দুয়ারে আলো দিয়া হ'ব ছাই—
এই মোর সাধ। জীবনে যে কভু লাগেনি কাহারো কাজে
মরিয়া হয়তো সে তোমার পূজা পাঠাই' বিশ্বমাঝে।

পৌষপূর্ণিমা
মহিষবাথান

ARCHIVES OF INDIA NATIONAL

যুদ্ধ-বিরতি*

ভস্মধূসর শ্মশানের পথে জ্বলে চিতা রহি রহি,
চলে সন্ন্যাসী নিজমনে গাহি উদাসীন ভৈরবী ;
নিশার বাতাস অতি মৃদু ধূপগন্ধে আনিল বহি
সহসা সেথায় কোন্ সুদূরের দেবায়তনের ছবি !
বিটপি-বীথির সে কোন্ নিবিড় ছায়া !
পুষ্পে প্রদীপে সে কোন্ মধুর মায়া !
দেবতার ডাক ? ভীরু সন্ন্যাসী চমকি চাহিল ফিরে ;
পা ওঠেনা তা'র ছেড়ে যেতে আজ কঙ্কাল করোটিরে !

গহন আঁধার, একাকী পথিক, নাহি গ্রাম, নাহি গেহ ;
তীর্থের পথ সবে হ'ল শুরু ;—এ কি বাধা এরি মাঝে ?
অন্তরতলে কত কথা বলে কাপুরুষ সন্দেহ,
বক্ষের বল ফুরাইয়া আসে অবসাদে কোভে লাজে।
সে যে বাসনার পূর্ণপাত্রখানি
মধুরাতে হাসি ধূলায় ফেলেছে টানি ;
সে যে ভৈরবে পূজা দিবে বলি ছুটিয়া চলেছে পথে ;
দেবতা তাহার এ কি বেশে আসে সহসা পুষ্পরথে ?

---

* বইখানি ছাপানোর গোলমালে বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কবিতাটি উহাতে সর্ব্বশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ওগো সন্ন্যাসী, যায়নি সময়, মিছে তুমি কর ভয়।
কত পুরী—কত গিরি অরণ্য সমুখে পড়িয়া বাকী!
কত মরু, কত শ্যামপ্রান্তর,—কত বাধা, কত জয়!
কত কণ্টক, কত শৃঙ্খল,—কত ফুল, কত রাখী!
যত যাবে আগে পদরেখা পিছে র'বে—
বামে দক্ষিণে হাহাকারে উৎসবে;
দেবতা তোমার সমুখে দাঁড়াবে নিত্য নূতন বেশে;
তুমি কেন মিছে কুসুমে ডরিছ কণ্টকে ভালোবেসে?

কালি যেথা বিষে জ্বলিয়া মরেছে সগরের সন্ততি
ভগীরথ সেথা বহাইতে চাহে সঞ্জীবনীর ধারা;
আজ নয় কাল ভক্তের তপে ভাগ্যের ভাগীরথি
আসিবে ছুটিয়া—জ্যোতির প্রপাতে টুটিবে তিমিরকারা।
হয়নি সময়? জানি তা বন্ধু জানি,
তবু দূর হতে আসিতেছে তারি বাণী;
যদি মাঝে মাঝে ঘনমেঘে ফুটে জ্যোৎস্না পুর্ণিমার—
ক্ষতি কি তাহাতে? সুখে ও দুঃখে তুমি তো নির্ব্বিকার।

জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করেছ—তুমি তো সত্যাগ্রহী;
তুমি তো নিজেরে নিঃশেষে দেছ মাতার মুক্তিরণে।
নিজে দেছ পূজা,—না বুঝিয়া পুনঃ নিজে হ'বে বিদ্রোহী?
এত অভিমান, এত ভয় আজো, এত সংশয় মনে?

ARCHIVES NATIONAL SOFINDIA

কাল বেদনার সুবিজন সাধনায়—
যে লয়েছে পূজা, সে যদি আজিকে চায়
হাসিমুখে তবে বন্ধু তোমারে যেতে হবে রাজপুরে—
প্রহার, প্রণয়, মান-অপমান, বাঁধিয়া সমান সুরে।

২৫শে ফাল্গুন
মহিষবাথান

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA



৺ইন্দিরাদেবী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

স্পর্শমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	২৲
প্রত্যাবর্ত্তন নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস	...	২৷৷০
সৌধ রহস্য ঐ	...	১৲
পরাজিতা ঐ	...	১৲
স্রোতের গতি ঐ	...	১৷৷০
শেষ দান ঐ	...	১৷৷০
নির্ম্মাল্য (দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	১৷০
কেতকী	...	১৲
ফুলের তোড়া	...	৷৷০
মাতৃহীন	...	৷৷০

কলিকাতার সমুদয় প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA